Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 06-05-2026 09:55 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২২ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। বুধবার ৬ মে ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৭৭ সংখ্যা।। ১৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

আজই শাহ বাছবেন বঙ্গের প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী

টিঙ্কু দত্ত ● নয়া জামানা

চব্বিশে ওড়িশা,পঁচিশে বিহারের পর এবার ছাব্বিশে বাংলা জয় বিজেপির । 'অঙ্গ-কলিঙ্গ' জয়ের পর এবার 'বঙ্গ-বিজয়' সম্পন্ন করে সরকার গড়ার তোড়জোড় শুরু করেছে বিজেপি। কিন্তু বাংলার গলি থেকে রাজপথে এখন একটাই প্রশ্ন, কে হচ্ছেন বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী? সেই জটিল ধাঁধার জট খুলতে খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আসছেন কলকাতায়। বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা তথা হবু মুখ্যমন্ত্রী বেছে নেওয়ার গুরুদায়িত্ব তাঁর কাঁধেই সঁপেছে দিল্লির কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোর্ড। তাঁর সঙ্গে সহকারী পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝি। জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে আসছেন তিনি এবং আজ বুধবার বৈঠক সমস্ত বিধায়কদের নিয়ে। উল্লেখ্য,বিধানসভা নির্বাচনে ২০৭টি আসনে জিতে তৃণমূলের দীর্ঘদিনের মসনদ চুরমার করে দিয়েছে গেরুয়া শিবির। ফলপ্রকাশের চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই পর্যবেক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিজেপি বুঝিয়ে দিল, বাংলার কুর্সি নিয়ে কোনো হেলাফেলা করতে নারাজ দিল্লি।সাধারণত কোনও রাজ্যে ভোটের পর পরিষদীয় দলনেতা বাছতে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক পাঠানো দলের দস্তুর। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী সরকারের 'সেকেন্ড-ইন-কমান্ড' অমিত শাহকে এই কাজে নিয়োগ করা নজিরবিহীন ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নবনির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করবেন শাহ। সেই বৈঠকেই সিলমোহর পড়বে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর নামে। কারণ, এবার বিজেপি বিরোধী নয়, সরাসরি শাসকদলের ভূমিকায় বসতে চলেছে। ফলে বিধানসভায় পরিষদীয় দলনেতাই হবেন রাজ্যের পরবর্তী প্রশাসনিক প্রধান। রাজনৈতিক মহলে জল্পনা, আগামী ৯ মে অর্থাৎ ২৫ বৈশাখ কবিগুরুর জন্মদিনে নতুন সরকারের শপথগ্রহণ হতে পারে। যদিও রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য রাখঢাক বজায় রেখে জানিয়েছেন, 'তারিখ স্থির করবেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই।'তালিকায় সবথেকে ওপরের দিকে রয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর নাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নন্দীগ্রাম এবং ভবানীপুর; দুই কেন্দ্রেই ধরাশায়ী করেছেন তিনি। পরপর দুবার মমতাকে হারিয়ে তিনি এখন দলের 'জায়ান্ট কিলার'। তাঁর প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা এবং দীর্ঘ সময় ধরে বিরোধী দলনেতা হিসেবে কাজ করার সুফল তিনি পেতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। শুভেন্দু ছাড়াও চর্চায় রয়েছেন মেদিনীপুরের ভূমিপুত্র দিলীপ ঘোষ। রাজ্যে বিজেপির শ্রীবৃদ্ধিতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। যদিও নিজের দাবি প্রসঙ্গে দিলীপের চিরাচরিত মন্তব্য, 'পার্টি আমাকে টিকিট দিয়েছিল, আমি দলকে একজন এমএলএ দিয়েছি।' তালিকায় পিছিয়ে নেই বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও। তাঁর নম্র আচরণ এবং সবাইকে নিয়ে চলার ক্ষমতা নেতৃত্বের নজরে রয়েছে। অন্যদিকে, অক্সফোর্ডের প্রাক্তনী তথা বুদ্ধিজীবী মুখ স্বপন দাশগুপ্তের নামও ঘোরাফেরা করছে অন্দরমহলে। রাসবিহারী কেন্দ্রে জয়ের পর তাঁর পাল্লাও বেশ ভারী। তবে বিজেপির ইতিহাস বলছে, অনেক

সময় সব হিসেব উল্টে দিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বা বিপ্লব দেবের মতো কোনও আনকোরা মুখকেও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সামনে আনা হয়। সে ক্ষেত্রে সঙ্ঘের পছন্দই শেষ কথা হতে পারে।নির্বাচন পর্বে এক মাস বাংলায় কার্যত ডেরা বেঁধেছিলেন অমিত শাহ। ২৯টি জনসভা ও ১১টি রোড শো করে কর্মীদের মনস্তাত্ত্বিক জমি শক্ত করেছিলেন তিনি। বিজেপির 'সংকল্প পত্র' থেকে 'তৃণমূলের বিরুদ্ধে চার্জশিট' সবটাই ছিল তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত। তাই বাংলার জয়ের অন্যতম কাণ্ডারি হিসেবে সরকার গঠনের রাশও নিজের হাতেই রেখেছেন শাহ। এদিকে পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসমে পর্যবেক্ষক করা হয়েছে জেপি নাড্ডাকে। কিন্তু বাংলার জন্য শাহকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে দিচ্ছে, 'মিশন বাংলা' দিল্লির কাছে কতটা অগ্রাধিকার পাচ্ছে। তৃণমূল মাত্র ৮০টি আসনে থমকে যাওয়ায় বিজেপি এখন একক শক্তিতে বলীয়ান।এখন দেখার, শাহী জহুরির চোখ শেষ পর্যন্ত কার গলায় জয়ের মালা পরায়। বিরোধী নেত্রীর ঘরের মাঠে হানা দিয়ে আসা শুভেন্দু, আদি বিজেপি যোদ্ধা দিলীপ, নাকি লুইত থেকে আসা মোহনচরণ মাঝির উপস্থিতিতে অন্য কোনও চমক অপেক্ষা করছে রাইটার্সের জন্য? তৃণমূলের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলেও, ২০৭ আসনের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গড়া এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা। আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মেঘ কাটবে। শাহী বিমানে কলকাতার মাটি ছোঁয়ার আগেই কি স্থির হয়ে গিয়েছে নাম? জবাব মিলবে শীঘ্রই। বঙ্গ রাজনীতির নয়া অধ্যায়ের শুভারম্ভে এখন চূড়ান্ত কাউন্টডাউন শুরু। কৌতূহলী বাংলা এখন শুধু শাহী ঘোষণার অপেক্ষায়।বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই উত্তেজনার পারদ চড়ছে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, সর্বত্রই গেরুয়া ঝড়ের দাপট দেখা গিয়েছে। বিশেষ করে জঙ্গলমহল ও মতুয়া অধ্যুষিত এলাকায় বিজেপির ফল আশাতীত ভালো। রাজনৈতিক মহলের মতে, মোদী-শাহর যুগলবন্দি এবং সঠিক প্রার্থী নির্বাচনই এই জয়ের মূল চাবিকাঠি। তৃণমূলের পরাজয়ের কারণ হিসেবে উঠে আসছে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া এবং দুর্নীতির অভিযোগ। তবে এখন এসব অতীত। আগামী পাঁচ বছর বাংলা শাসন করবে বিজেপি। আর সেই শাসনের রাশ কার হাতে থাকবে, তা নির্ধারণ করতেই শাহের এই সফর। কলকাতার একটি অভিজাত হোটেলে হবু বিধায়কদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজের পরই চূড়ান্ত বৈঠক হওয়ার কথা। সেখান থেকেই উঠে আসবে সেই নাম, যিনি আগামী পাঁচ বছর পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে উল্লাস এখন বাঁধভাঙা। দিকে দিকে চলছে আবির খেলা ও মিষ্টি বিতরণ।

কিন্তু সবার নজর এখন সেই লালবাতি লাগানো গাড়ির দিকে, যা পৌঁছাবে রাজভবনে। নবান্নের অলিন্দে এখন নতুন পদধ্বনির অপেক্ষা। বাংলার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে বলেই মনে করছেন অভিজ্ঞ রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। শাহের এই সফর কি কেবল মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন, নাকি আগামী লোকসভা নির্বাচনের রোডম্যাপ তৈরি; তা নিয়েও চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। তবে আপাতত সবার লক্ষ্য ৯ মে-র সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। শতাব্দী প্রাচীন রাইটার্স বিল্ডিংস নাকি নতুন নবান্ন, কোথায় বসবেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী, সেটাই এখন দেখার। বাংলার রাজনীতিতে পরিবর্তনের এই হাওয়া কতটা স্থায়ী হয়, তার উত্তর দেবে সময়। আপাতত শাহের নির্দেশের অপেক্ষায় গোটা বঙ্গ বিজেপি শিবির। ফাইল ফটো।

বঙ্গজয়ে 'ভাগ্যবান' মোদী অভিনন্দনে বার্তা ট্রাম্পের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ১৫ বছরের তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটিয়ে নজিরবিহীন জয় ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গে গেরুয়া শিবিরের এই 'ঐতিহাসিক এবং নির্ণায়ক বিজয়'-এর পরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ফোন করে অভিনন্দন জানালেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র কুশ দেশাই সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে এই ফোনালাপের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বাংলার সাম্প্রতিক জয় নিয়ে মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ট্রাম্প। সোমবার প্রকাশিত নির্বাচনী ফলাফলে দেখা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২০৬টি আসনেই জয়ী হয়েছে বিজেপি। রাজ্যের ম্যাজিক ফিগার ১৪৭ টপকে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসনে জয়লাভ করে প্রথম বার বাংলার ক্ষমতা দখল করতে চলেছে পদ্ম-শিবির। অন্যদিকে, বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূলের ঝুলিতে এসেছে মাত্র ৮১টি আসন। বাম-কংগ্রেস এবং অন্যান্যরা মিলে মাত্র ৬টি আসনে জয়ী হয়েছে। কুশ দেশাইয়ের মতে, 'গত মাসেই ফোনালাপে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বলেছিলেন যে ভারত কতটা ভাগ্যবান যে তাঁকে নেতা হিসেবে পেয়েছে।' উল্লেখ্য, এবারের নির্বাচনে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ৯১ লক্ষ নাম বাদ পড়া এবং প্রায় সাতাশ লক্ষ ভোটারের নাগরিকত্বের বিষয়টি ঝুলে থাকা সত্ত্বেও ভোটদানের হার ছিল আকাশছোঁয়া। প্রথম দফায় ৯২.৮ শতাংশ এবং দ্বিতীয় দফায় ৯১.৪৭ শতাংশ ভোট পড়েছিল। বাংলার পাশাপাশি অসমেও টানা তৃতীয়বার জয়ী হয়েছে মোদীর দল। এছাড়া কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে এনআর কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরছে গেরুয়া বাহিনী। বাংলার এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তনকে বিশ্বমঞ্চে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের মতে, ভারতের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মোদীর এই সাফল্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ট্রাম্পের এই বার্তা আদতে মোদীর নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বস্ততারই প্রতিফলন। ফাইল ফটো।

আমরা হারিনি, ইস্তফার কোনও প্রশ্ন নেই ঃ মমতা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের ফল বলছে পরাজয়, কিন্তু কুর্সি ছাড়তে নারাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার রাত থেকেই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন ছিল, হার নিশ্চিত হওয়ার পর কখন রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে ইস্তফাপত্র জমা দেবেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী? সাধারণত এটাই দীর্ঘদিনের সংসদীয় রেওয়াজ। কিন্তু মঙ্গলবার বিকেলে কালীঘাটে সাংবাদিক বৈঠক করে মমতা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তিনি ইস্তফা দেবেন না। তাঁর যুক্তি, 'কেন পদত্যাগ করব? আমরা তো হারিনি। জোর করে ভোট লুট করা হয়েছে। ইস্তফার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে?' এই জেদ ঘিরেই এখন রাজ্য রাজনীতিতে প্রবল বিতর্ক। প্রশ্ন উঠছে, মুখ্যমন্ত্রী ইস্তফা না দিলে পরবর্তী প্রশাসনিক পদক্ষেপ কী হবে?সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও আধিকারিকদের মতে, ভারতের ইতিহাসে এমন নজির কার্যত নেই। কোনও মুখ্যমন্ত্রী ভোটে হারার পর ইস্তফা দিচ্ছেন না, এমন পরিস্থিতি সংবিধান প্রণেতারাও কল্পনা করেননি। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বর্তমান মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ৭ মে, বৃহস্পতিবার। সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী, মমতা যদি নিজে থেকে ইস্তফা না-ও দেন, তবে ৭ তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের আইনি বৈধতা হারাবে। সেক্ষেত্রে ইস্তফা না দিলেও তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'প্রাক্তন' হয়ে যাবেন। তবে ইস্তফা না দেওয়াটা শিষ্টাচারের পরিপন্থী। ২০১১ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ফল প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজভবনে গিয়ে পদত্যাগ করেছিলেন, এমনকি সরকারি গাড়ি ছেড়ে দলীয় গাড়িতে চড়ে ফিরেছিলেন। এবার সেই সৌজন্যের পথে হাঁটলেন না মমতা।মমতার অভিযোগের তির সরাসরি নির্বাচন কমিশনের দিকে। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের গণনাকেন্দ্রে তাঁকে শারীরিক নিগ্রহ করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। তৃণমূল নেত্রীর কথায়, 'সাখাওয়াতে আমার এজেন্টদেরও ঢুকতে দেয়নি। ভিতরে ওরা আমার পেটে লাথি মেরেছে, পিছনে লাথি মেরেছে। সিসিটিভি বন্ধ ছিল।

যা হয়েছে, তাতে মহিলা হিসাবে আমি অপমানিত। আমার সঙ্গেই এটা হল, তা হলে অন্যদের কী ভাবে অত্যাচারিত হতে হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে।' যদিও এই অভিযোগকে 'ভিত্তিহীন ও মনগড়া' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন দক্ষিণ কলকাতার জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (ডিইও) রণধীর কুমার।

কমিশনের পাল্টা দাবি, সিসিটিভি কখনও বন্ধ ছিল না এবং গণনাকেন্দ্রে কাউকে নিগ্রহের ঘটনাও ঘটেনি। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাবও জানিয়েছেন, এমন কোনও লিখিত অভিযোগ বা এফআইআর তাঁদের কাছে আসেনি।গণনায় কারচুপির অভিযোগ তুলে মমতা জানিয়েছেন, অন্তত ১০০টি আসন লুট করে বিজেপি জিতেছে। তাঁর দাবি, 'বিজেপির বিরুদ্ধে আমাদের এই লড়াই ছিল না। নির্বাচন কমিশন এখানে একটা কালো ইতিহাস তৈরি করল। কমিশনই ভিলেন। তারা মানুষের অধিকার লুট করেছে।' তিনি স্পষ্ট করেছেন, হার স্বীকার না করার কারণেই তিনি রাজভবনে যাবেন না। তবে লড়াই ছাড়ছেন না তিনি। আগামী দিনে জাতীয় স্তরে 'ইন্ডিয়া' জোটকে আরও শক্তিশালী করতে সনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী ও অখিলেশ যাদবদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন তিনি। মমতা নিজেকে এখন 'মুক্ত বিহঙ্গ' বলে দাবি করছেন। তাঁর কথায়, 'এত দিন আমি চেয়ারে ছিলাম।

অনেক কিছু সহ্য করেছি। কিন্তু এখন আমি মুক্ত বিহঙ্গ। সাধারণ মানুষ। আর সহ্য করব না। সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করব। আমি রাস্তার লোক। রাস্তায় ছিলাম, রাস্তায় থাকব।রাজ্যজুড়ে ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ নিয়েও সরব হয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। বিজেপি কর্মীদের হাতে তৃণমূল সমর্থক ও মহিলারা আক্রান্ত হচ্ছেন বলে দাবি করে একটি ১০ সদস্যের তথ্য অনুসন্ধান কমিটি গড়ার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। মমতার অভিযোগ, ১৯৭২ সালের সন্ত্রাসকেও ছাপিয়ে গিয়েছে বর্তমান পরিস্থিতি। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা যখন জিতেছিলাম, বলেছিলাম, বদলা নয়, বদল চাই। সিপিএমের কোনও পার্টি অফিসে আমরা হাত দিইনি। কিন্তু এরা মহিলাদেরও ধর্ষণের হুমকি দিচ্ছে! ভাবা যায়?' রাজভবন সূত্রের খবর, মমতা ইস্তফা না দিলেও খুব বড় কোনও সাংবিধানিক সঙ্কট তৈরি হবে না। ৭ মে বিধানসভার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে রাজ্যপাল বিকল্প ব্যবস্থা নেবেন। তবে প্রচলিত রীতি না মানায় তাঁর ভাবমূর্তির ওপর কী প্রভাব পড়ে, এখন সেটাই দেখার। বাংলার রাজনীতিতে এক বেনজির জেদ আর টানাপড়েনের সাক্ষী থাকল মঙ্গলবার। ছবিতে মঙ্গলবার বিকেলে কালীঘাটে সাংবাদিক বৈঠকে মমতা ।

রাইটার্স থেকে চলবে নয়া বিজেপি সরকার

দীপঙ্কর দোলাই ● নয়া জামানা

দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যবধান ঘুচিয়ে ফের ক্ষমতার ভরকেন্দ্র হতে চলেছে মহাকরণের লালবাড়ি। আগামী ২৫ বৈশাখ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে নতুন সরকারের শপথগ্রহণের সঙ্গেই নবান্ন যুগের অবসান ঘটিয়ে রাজ্য শাসনের মূল কেন্দ্র হতে চলেছে ঐতিহাসিক মহাকরণ বা 'রাইটার্স বিল্ডিং'। রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের দীর্ঘদিনের প্রতিশ্রুতি মেনেই এবার রাইটার্স থেকেই পরিচালিত হবে বাংলা। নতুন সরকারের আগমনের প্রস্তুতিতে এখন সাজ সাজ রব ডালহৌসি চত্বরে।বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরেই মহাকরণকে প্রশাসনিক সদর দফতর করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তৎপরতা শুরু হয়েছে পূর্ত দফতরে। মঙ্গলবার থেকেই মহাকরণের ভেতরে ও বাইরে পরিদর্শন শুরু করেছেন আধিকারিকরা। মূলত রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনের অংশকে দ্রুত বসার যোগ্য করে তোলার কাজ চলছে।সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর দফতর কোথায় হবে এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের জন্য কোন ব্লক বরাদ্দ করা হবে, তার নীলনকশা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে পারেন পিডব্লিউডি-র আধিকারিকরা। খোদ মুখ্যসচিবের মহাকরণ পরিদর্শনে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিন পর রাইটার্সের বারান্দায় ফের আমলা ও ভিআইপিদের ব্যস্ততা দেখার অপেক্ষায় প্রশাসনিক মহল।বিদায়ী তৃণমূল সরকার গঙ্গার ওপারে হাওড়ার 'নবান্ন' থেকে প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করত। কিন্তু বিজেপির দাবি, নবান্ন থেকে নয়, কলকাতার ঐতিহ্যবাহী মহাকরণ থেকেই পরিচালিত হবে বাংলা। রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানিয়েছেন, আমাদের সরকার নবান্ন থেকে নয়, রাইটার্স থেকে পরিচালনা হবে। এটা আমরা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সময় থেকেই বলে এসেছিলাম।রাজ্যে বিপুল জয়ের পর পরিষদীয় দলনেতা তথা পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন নিয়ে চূড়ান্ত গোপনীয়তা বজায় রেখেছে গেরুয়া শিবির। সাধারণত এই প্রক্রিয়াটি রাজ্যের জয়ী বিধায়কদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হলেও, বাংলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ। রীতি ভেঙে এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে কলকাতায় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাত কলকাতায় পা রাখছেন শাহ। তাঁর সঙ্গে থাকতে পারেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝিও। নবনির্বাচিত বিধায়ক ও রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের পরই সিলমোহর পড়বে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নামে। ৯ মে, অর্থাৎ ২৫ বৈশাখ ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে।শপথগ্রহণের আগে ব্রিগেডে যেমন প্রস্তুতি চলছে, তেমনই মহাকরণে পুলিশি নিরাপত্তার রূপরেখা ঢেলে সাজানো হচ্ছে।

পদ্মে 'বেনোজল' আপাতত ব্রাত্য

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ নবান্নের মসনদ বদলেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ এখন সর্বত্র বইছে পরিবর্তনের হাওয়া। এই প্রবল ঝড়ে তৃণমূলের ঘর ভাঙার উপক্রম হলেও এখনই 'বেনোজল' ঘরে তুলতে নারাজ বিজেপি নেতৃত্ব। দলবদলের হিড়িক রুখতে সংগঠনের সব স্তরে কড়া বার্তা পাঠাল গেরুয়া শিবির। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অন্য দল থেকে আপাতত কাউকেই নেওয়া যাবে না। যদিও বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাল্টা অভিযোগ, তাঁর দলের লোকজনকে বিজেপিতে যেতে 'চাপ' দেওয়া হচ্ছে। ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই ছবিটা বদলে গিয়েছে। ২০০-র বেশি আসন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। আর তৃণমূল ক্ষমতা হারাল। ফল ঘোষণার আগে থেকেই অবশ্য হাওয়া বুঝতে পেরেছিলেন শাসক শিবিরের নীচুতলার নেতারা। দ্বিতীয় দফার ভোটের পরেই জেলায় জেলায় বিজেপি নেতাদের ফোন করতে শুরু করেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য থেকে কাউন্সিলররা। ৪ মের পর বিজেপির দরজা খোলা রাখার আর্জি আসছিল ভুরি ভুরি।

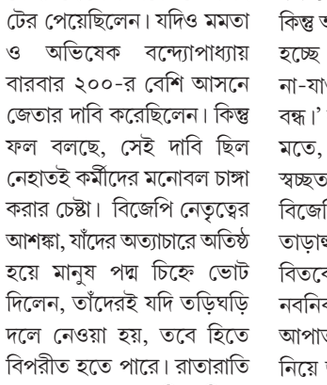

বিজেপি নেতাদের দাবি, তৃণমূল যে হারছে সেটা তাঁদের নেতারাই টের পেয়েছিলেন। যদিও মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার ২০০-র বেশি আসনে জেতার দাবি করেছিলেন। কিন্তু ফল বলছে, সেই দাবি ছিল নেহাতই কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করার চেষ্টা। বিজেপি নেতৃত্বের আশঙ্কা, যাঁদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ পদ্ম চিহ্নে ভোট দিলেন, তাঁদেরই যদি তড়িঘড়ি দলে নেওয়া হয়, তবে হিতে বিপরীত হতে পারে। রাতারাতি তৃণমূলের নেতারা বিজেপিতে ঢুকে 'মাতব্বর' হয়ে উঠলে জনতা ক্ষুব্ধ হবে। সেই জনরোষ এড়াতেই আপাতত যোগদানে 'নিষেধাজ্ঞা' জারি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সাফ জানিয়েছেন, 'যোগদান করানো একদম বন্ধ! অন্য কোনও দল থেকে আপাতত কাউকে বিজেপিতে নেওয়া যাবে না। সংগঠনের প্রত্যেকটি স্তরে আমরা সে বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছি।' একই সুর শোনা গিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের গলায়। তিনি জানিয়েছেন, 'কেউ কখনও যোগ দিতে পারবেন কি না, দল সে সব পরে স্থির করবে। কিন্তু আপাতত কাউকেই নেওয়া হচ্ছে না। পরবর্তী নির্দেশ না-যাওয়া পর্যন্ত সব যোগদান বন্ধ।' রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, জয়ের পর সংগঠনের স্বচ্ছতা বজায় রাখাই এখন বিজেপির প্রধান চ্যালেঞ্জ। তাই তাড়াহুড়ো করে দরজা খুলে বিতর্কে জড়াতে চাইছে না নবনির্বাচিত শাসক দল। আপাতত নিজেদের ঘর গুছিয়ে নিয়ে জনমানসে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ধরে রাখাই তাঁদের লক্ষ্য। তৃণমূলের বিক্ষুব্ধদের ভিড় তাই আপাতত বিজেপির সদর দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকছে। গেরুয়া শিবিরের এই কড়া অবস্থানে অস্বস্তি বেড়েছে দলবদল করতে চাওয়া নেতাদের শিবিরে। ফাইল ফটো।

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

মমতার হার, মেয়েদের জিত

নির্বাচনের আগে পাক্কা পনেরো দিন তৃণমূলের হয়ে দেওয়াল লিখেছিলেন তপন হাজরা। দলের প্রতি সমর্থনে নয়, ভয়-বিরক্তিতে। তা গেলেই হুমকি, টোটোর লাইনে দাঁড়াতে দেবে না। কেবল সেই ক'দিনের রোজগার হারানোর আক্ষেপ নয়, ভয় ছিল আরও; স্থানীয় থানা তাঁদের স্ট্যান্ড থেকে এত দিন মাসে দু'হাজার টাকা নিত। মাসখানেক আগে জানিয়েছে, ভোটের পরে পাঁচ হাজার টাকা করে দিতে হবে। ও দিকে নেতারা এ-ওর সঙ্গে রেষারেষি করে নতুন নতুন স্ট্যান্ড তৈরি করছে, ফলে কেটে যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার। ওদের যাওয়ার সময় হয়েই গেছিল, টিভি-তে ফলাফল দেখে বললেন তপন।টোটো-অটো চালক, ভ্যান চালক, রাস্তার বাজারের খুচরো বিক্রেতা, হকার, রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে, পুরসভা-সহ নানা সরকারি সংস্থার নিচু স্তরের ঠিকা কর্মী, এঁরা এত দিন ছিলেন তৃণমূলের সমর্থনের ভিত্তি। এই সব বস্তিবাসী শ্রমজীবী মানুষ সরকারের সহায়তা ছাড়া যাঁদের জীবন-জীবিকা চলে না, তাঁরা তৃণমূল নেতাদের নানা ছোট-বড় দুর্নীতির সব খ বরই রাখেন। পুকুর বা ভেড়ি বুজিয়ে জমি করা, বেআইনি জমি দখল, নির্মীয়মাণ বাড়ির অংশ অথবা টাকা দাবি করা, সিন্ডিকেট ব্যবসা, এবং এ সবের ফলে নেতার চার তলা বাড়ি, সত্তর লক্ষ টাকার গাড়ি, সবই তাঁরা দেখেছেন। গরু পাচার, কয়লা পাচার, বালি-পাথর খাদানে টাকা লুট তাঁরা মনে রেখেছেন, সারদার মতো 'স্ক্যাম'-এর কথাও ভোলেননি। কিন্তু 'আমার প্রয়োজনে পাশে কে থাকবে?' এই প্রশ্নের উত্তরে 'তৃণমূল' ছাড়া কোনও বিকল্প এত দিন খুঁজে পাননি শহর, শহরতলির দরিদ্র লোক। অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষের নিয়োগ, ব্যবসা বা আবাস, কোনওটারই নথিপত্রে স্বীকৃতি নেই। তাই আইন এড়িয়ে পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে সামূহিক সমঝোতায় যান তাঁরা। শাসক দলের পক্ষে থাকা সেই সমঝোতার প্রধান শর্ত। ভোটের বাক্সে তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যানের অর্থ, শাসক কথা রাখেনি। তোলাবাজি এতই লাগামহীন হয়ে উঠেছে যে, খেটে-খাওয়া মানুষকে রক্ষা করার পরিবর্তে তাঁদের বিপন্ন করে তুলেছে; টোটো বেচে দিয়ে গ্রামে ফেরার কথা ভাবছিলেন তপন।সেই সঙ্গে রয়েছে স্থানীয় বিধায়কদের উদ্ধত, সংবেদনহীন আচরণে ক্ষোভ। পাটুলির রেল বস্তির মেয়েরা বলছিলেন, গত বছর ২৩ সেপ্টেম্বর প্রবল বৃষ্টির পরে তাঁদের ঘরগুলোতে গলা অবধি জল দাঁড়িয়ে যায়। ড্রেনের জন্য স্থানীয় বিধায়কের কাছে দরবার করলে তিনি বলেন, ওখানে বস্তি রয়েছে নাকি? যদিও প্রতি বারই ভোটের সময়ে এসে রাস্তা, ড্রেন, শৌচাগারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান তিনি। রেললাইন পেরিয়ে শৌচাগারে যেতে হয়, বৃষ্টি-কুয়াশায় ট্রেন দেখতে না পেয়ে কাটা পড়েছে কারও বোনঝি, কারও স্বামী। বলতে গিয়ে চোখ থেকে স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে আসে মেয়েদের। রাজনীতির বৃহৎ চালচিত্রে এ হয়তো ক্ষুদ্র এক রেখা, কিন্তু অজস্র এমন আঁচড় এক হলে বদলে যায় ছবিটা।এসআইআর-এ কাটা-পড়া ভোট জুড়লে সে ছবি বদলে যেত কি? হয়তো যেত, কিন্তু এ-ও ঠিক যে, অন্তত দু'টি গোষ্ঠী এ বার ভোট দিয়েছেন, যাঁদের ভোট আগে সে ভাবে পড়েনি। এক, পরিযায়ী শ্রমিকরা। বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালি শ্রমিকের (অধিকাংশ মুসলিম) নির্যাতনের সংবাদগুলিকে মমতা প্রচারের অস্ত্র করেছিলেন। কিন্তু ভোটের গতি দেখে আন্দাজ হয়, রাজ্যে কাজ না পাওয়ার ক্ষোভ ছাড়িয়ে গিয়েছে হয়রানির ক্ষোভকে। দুই, শাসক দলের 'ভোট করানোর' জেরে আগের দু'তিনটি নির্বাচনে যাঁরা ভোট দিতে পারেননি, তাঁরা জবাব দিয়েছেন ভোটের বাক্সে।আর এক মস্ত প্রশ্ন; লক্ষ্মীর ভান্ডারে টাকা বাড়িয়েও ভোটলক্ষ্মী মুখ ঘোরাল কেন? এ হয়তো আশ্চর্য নয়। বিশ্লেষকরা দেখেছেন, জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু হলে ভোটের বাক্সে বার দুয়েক তার ফল পায় শাসক দল, তার পর ক্ষয়ে আসে। যেমন, গত লোকসভা ভোট-পরবর্তী সমীক্ষা দেখিয়েছে, ফ্রি রেশন, পিএম আবাস, উজ্জ্বলা থেকে উপকৃতদের প্রায় ৬০ শতাংশ কেন্দ্রকে প্রকল্পের কৃতিত্ব দিয়েছেন, কিন্তু মাত্র ৪৫ শতাংশ বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। সেখানে লক্ষ্মীর ভান্ডার তিনটি নির্বাচনে মমতার ঝাঁপি পূর্ণ করেছে; ২০২১ সালের বিধানসভা, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত, ২০২৪ সালের লোকসভা। এ বার মেয়েদের মুখে শোনা যাচ্ছিল; দিদি কি ঘর থেকে টাকা দিচ্ছেন? ও তো আমাদেরই টাকা। অথবা, ও তো সরকারি প্রকল্প। যে আসবে, সে-ই দেবে।দ হয়তো বিরোধীদের প্রচার, তবু মেয়েরা গ্রহণ করেছেন।বিজেপি বেশি টাকা দেবে, এই আশাই কি করছেন মেয়েরা? সম্ভবত না। 'অনুদান আজ অভাব মেটালেও কাল কী হবে'; এই প্রশ্নের কোনও উত্তর এ বার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাওয়া যায়নি। সারা জীবন লক্ষ্মীর ভান্ডার দেওয়া হবে, আরও বেশি লোক যুবসাথী পাবে, এটাই ছিল তাঁর প্রচার। মেয়েদের প্রশ্ন ছিল অন্য; অতি কষ্টে যে সন্তানকে পড়াচ্ছি, সে চাকরি পাবে তো? চাকরি পেতে গেলে ঘুষ দিতে হয়, এই ধারণা গাঢ় হয়েছে। মেয়ের নিরাপত্তার জন্য আশঙ্কাও ঘনিয়েছে সন্দেশখ ালি কাণ্ড, আর জি কর কাণ্ড, কসবা আইন কলেজ কাণ্ডে। ধর্ষককে উচিত শাস্তি দেবেন মমতা, এই আস্থা মেয়েরা হারিয়েছে।

চ্যালেঞ্জ, প্রত্যাশার পাহাড়

নতুন সরকারের কাছে

নয়া জামানা ডেক্স ঃ গেরুয়া ঝড়ে খ ড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছে তৃণমূল। প্রাক্তন হলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পদ্মাসনে কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তা অবশ্য আর দু',একদিনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু নতুন সরকারের উপরে মানুষের প্রত্যাশা যেমন হবে আকাশচুম্বী, তেমনই চ্যালেঞ্জও রয়েছে প্রচুর। রাজনৈতিক ও নাগরিক মহলের সঙ্গে কথা বলে প্রত্যাশা এবং চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরল 'এই সময়'!

ঋণের বোঝা

বিজেপি এমন একটা সময়ে সরকার গড়ছে যখন রাজ্য সরকারের ঋণের পরিমাণ প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকা। এই বিপুল ঋণ মেটানো এবং সুসংহত ভাবে করের বোঝা না চাপিয়েও রাজ্যের আয় বৃদ্ধি নতুন সরকারের কাছে একটা অন্যতম চ্যালেঞ্জ বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। যদিও অনেকেই জানাচ্ছেন, দীর্ঘদিন বাদে কেন্দ্র এবং রাজ্যের একই সরকার হওয়ায় কেন্দ্রীয় সহায়তা পেতে বিলম্ব হবে না।

আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি

বহু মানুষের, বিশেষ করে বিরোধীদের এতদিন অভিযোগ ছিল রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে বহু মানুষের উপরেই পুলিশি অত্যাচার, মামলার বোঝা চাপানো হয়েছে। প্রতিবাদী স্বরকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার অভিযোগও বহুদিনের। পাশাপাশি এলাকায় এলাকায় তোলাবাজি, পেশি আস্ফালনের অভিযোগও বহুদিনের। পুলিশ-প্রশাসনের নিরপেক্ষতাও কাঠগড়ায় উঠেছে বার বার। ফলে এই সব ক্ষেত্রে সত্যিই 'পরিবর্তন' দরকার বলে মনে করছেন অনেকে।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্র

বাম জমানার তুলনায় স্বাস্থ্য পরিষেবার কিছুটা উন্নতি হলেও সরকারি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে মাঝেমধ্যেই অভিযোগ উঠত বিগত সরকারের আমলে। কয়েকটি হাতে গোনা হাসপাতাল ছাড়া বেশির ভাগ রাজ্য সরকারি হাসপাতালই ধুঁকছে বলে অভিযোগ সাধারণ মানুষের। এসএসকেএমের মতো যে ক'টি হাসপাতালে পরিষেবা 'উন্নত', সেখ ানে বেড পাওয়া দুর্লভ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার উপরে ডাক্তার, নার্স না থাকা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির ভগ্ন দশা পরিবর্তনের আশা করছেন অনেকেই। তেমনই আবার শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়মিত এবং দুর্নীতিহীন নিয়োগ এক দিকে যেমন মানুষের প্রত্যাশা, তেমনই চ্যালেঞ্জ নতুন সরকারের কাছেও। পাশাপাশি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আর্থিক তহবিলও প্রায় তলানিতে। বহু নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হলেও সেখানে কোনও নিয়োগ হয়নি, অর্থ বরাদ্দও হয়নি।

শিল্প ও কর্মসংস্থান

সিঙ্গুরে টাটা বিদায় দিয়ে শুরু হয়েছিল তৃণমূলের বিজয়রথ। টাটা রাজ্য থেকে বিদায় নিয়ে তৃণমূল সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও গত ১৫ বছরে নতুন শিল্প তেমন আসেইনি। ফলে রাজ্যের কর্মসংস্থান তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে বলেই অভিমত অনেকের। সেই কারণেই পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ভিন রাজ্যে বাংলার যুবক-যুবতীদের পাড়ি দেওয়া, সেখানে হেনস্থার ঘটনা অহরহ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে স্থায়ী কর্মসংস্থানের প্রত্যাশা যেমন রয়েছে, তেমনই বিজেপি সরকারের কাছেও তা বড় চ্যালেঞ্জ।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 06-05-2026 09:55 Page 3

মহানগর
নয়া জামানা

অশান্তি রুখতে ‘কড়া’ শমীক

মুখ্যসচিবকে পদক্ষেপের আর্জি

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ জয়ের উল্লাস যেন কোনোভাবেই অশান্তির কারণ না হয়, এবার সেই বিষয়ে কড়া অবস্থান নিল বিজেপি। রাজ্যে ভোট-পরবর্তী হিংসা রুখতে মঙ্গলবার বিধাননগরের দলীয় কার্যালয়ে হাইভোল্টেজ বৈঠকে বসেন গেরুয়া শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্ব। সেই বৈঠক থেকেই স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, দলের নাম ভাঙিয়ে কেউ ভাঙচুর বা অশান্তিতে জড়ালে তাঁকে তৎক্ষণাৎ বহিষ্কার করা হবে। একইসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালাকে বার্তা দিয়ে জানানো হয়েছে, শান্তিরক্ষার খাতিরে পুলিশ যেন রাজনীতির রং না দেখে কড়া পদক্ষেপ করে। রাজ্যের ২৯৩টি আসনের ভোটগণনা শেষে দেখা গিয়েছে ২০৭টি আসনে জিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করতে চলেছে বিজেপি। তৃণমূল থমকে গিয়েছে ৮০টিতে। জয়ের পরের দিন সকালেই শমীক ভট্টাচার্য রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানান। বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি। তাঁর কথায়, ‘পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাঁরা এত দূর থেকে নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে এসেছেন এবং ভোট দিয়েছেন।’ কিন্তু এই জয়ের আবহেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির খবর আসায় উদ্বিগ্ন নেতৃত্ব। মঙ্গলবার বিধাননগরের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকরাও। সূত্রের খবর, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি রুখতেই এই জরুরি আলোচনা। বৈঠকে প্রতিটি স্তরে শান্তির বার্তা পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। শমীক বলেন, ‘বিজেপির পতাকা নিয়ে অনেক জায়গায় ভাঙচুর করা হচ্ছে বলে শুনেছি। এর বিরোধিতা করছি। কেউ এমন করলে আমরা তাঁকে দল থেকে বার করে দিতে বাধ্য হব।’ মুখ্যসচিবের উদ্দেশে তাঁর আর্জি, প্রশাসন যেন কোথাও কোনো খামতি না রাখে। শমীক বলেন, ‘প্রশাসনকেও বলতে চাই, কোথাও এমন কোনও হিংসার ঘটনা ঘটলে ব্যবস্থা নিন। কারণ, এই জন্যই বাংলার মানুষ বিজেপিকে বেছে নিয়েছেন। গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত আমাদের অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের যে স্বপ্ন ছিল, তা পূরণ হয়েছে। এখন আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে।’ তিনি দলীয় কর্মীদের সতর্ক করে বলেন, ‘দলের কর্মীদের বলতে চাই, শান্তিতে থাকুন। খুশি থাকুন। দল যে দায়িত্ব দিয়েছে, পালন করুন। কিন্তু জয়ের আনন্দে কাউকে আঘাত করবেন না। কারও ভাবাবেগে আঘাত দেবেন না।’ ইতিমধ্যেই অশান্তি রুখতে জয়ী প্রার্থীরা সরাসরি ময়দানে নামতে শুরু করেছেন। পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের চিত্রটি এক্ষেত্রে উজ্জ্বল উদাহরণ। সেখানে বিজেপি জেতার পর তৃণমূলের কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ উঠতেই মাইকিং শুরু করেন জয়ী প্রার্থী সৌমেন কার্ফা। গাড়ি নিয়ে এলাকায় ঘুরে তিনি দলীয় কর্মীদের সংযত হওয়ার আর্জি জানান। সৌমেন বলেন, ‘বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অতি উৎসাহী হয়ে যাঁরা অশান্তি করছেন, তাঁদের সতর্ক করছি। এর পরেও কেউ এই ধরনের কাজ করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ বিজেপি নেতৃত্ব স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ক্ষমতার পালাবদলে দলার রাজনীতি তাঁরা বরদাস্ত করবেন না। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই প্রশাসনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার কথা বলছেন তাঁরা। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং রাজ্যের ভাবমূর্তি রক্ষায় কঠোরতম পদক্ষেপ করার বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে নিচুতলা পর্যন্ত। সব মিলিয়ে, জয়ের আনন্দে উচ্ছ্বসিত কর্মীদের লাগাম টেনে অশান্তিহীন নতুন সরকার গড়াই এখন পদ্ম শিবিরের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ।

পরিবর্তন’, অবাধ মমতার পাড়ার গলি

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ফল বেরোনোর চব্বিশ ঘণ্টা পার হতেই বদলে গেল কালীঘাটের চিরচেনা ছবি। সোমবার রাত পর্যন্ত যে রাস্তায় কাকপক্ষী ঢোকার সাধ্য ছিল না, মঙ্গলবার সকালে সেই পথই অবারিত। বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনের সেই বিখ্যাত ‘সিজার ব্যারিকেড’ এখন ইতিহাসের পাতায়। হারিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের মুখে থাকা লোহার সেই বেড়া সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরাজয়ের গ্লানি আর বিজেপি-র জয়ের আবহে দক্ষিণ কলকাতার এই হাই-প্রোফাইল গলি এখন সাধারণের জন্য মুক্ত। এক রাতেই যেন সব পাল্টে গেল। তৃণমূলনেত্রীর বাড়ির রাস্তায় পা রাখা মানেই ছিল নিরাপত্তার কড়া ব্যূহ ভেদ করা। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হতো প্রত্যেককে। কী কারণে আসা, কার সঙ্গে দেখা করবেন; প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতেন পথচারীরা। এমনকি খোদ মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিবেশীদেরও দৈনন্দিন প্রয়োজনে বেরোতে হলে আধার কার্ড সঙ্গে রাখা ছিল বাধ্যতামূলক। মঙ্গলবার সকাল থেকে সেই কড়াকড়ি উধাও। নিরাপত্তারক্ষীরা দাঁড়িয়ে থাকলেও কাউকে আটকানোর বা পরিচয়পত্র চাওয়ার তাগিদ দেখালেন না। অজেয় দুর্গের সেই কাঁচি-ব্যারিকেড এখন রাস্তার একপাশে পড়ে রয়েছে। ভোটের ফলপ্রকাশের পর সোমবার রাতেই কালীঘাট চত্বরে বিজয় মিছিলে মেতেছিলেন গেরুয়া শিবিরের সমর্থকরা। বাইক নিয়ে মিছিলও হয়েছে অদূরের রাস্তায়। তবুও রাত পর্যন্ত নিরাপত্তার সেই লোহার খাঁচা অটুট ছিল। কেউ গলি দিয়ে যেতে চাইলে দু’টি গার্ডরেল কাঁচির মতো সরিয়ে পথ করে দিত পুলিশ। যাতায়াত শেষ হলেই আবার বন্ধ হতো মুখ। সাদা পোশাকের পুলিশের সতর্ক নজর থাকত আগন্তুকের প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর। গাড়ি নিয়ে ঢুকলে চলত নথিপত্র যাচাইয়ের লম্বা প্রক্রিয়া। সকাল হতেই সেই চেনা মেজাজ যেন এক লহমায় ফিকে হয়ে গেল। গলির ভেতর থেকে শশব্যস্ত অবস্থায় বেরিয়ে আসছিলেন এক যুবক। নাম রাজু মাহাতো। তিনি মমতার ঠিক উল্টো দিকের গলির বাসিন্দা। কড়াকড়ি কমে যাওয়ার প্রসঙ্গে রাজুর সাফ জবাব, ‘দেখতেই তো পাচ্ছেন, যাওয়া-আসায় কোনও বাধা নেই।’ এলাকার বাসিন্দাদের কাছে এই পরিবর্তন রীতিমতো বিস্ময়কর। এক সময় অবস্থা এমন ছিল যে, পাড়ার মুদিখানায় ডিম কিনতে গেলেও পকেটে টাকার সঙ্গে আধার কার্ড রাখতেন তাঁরা। নিজের ঘরে ফিরতে হলেও বলতে হতো, ‘ওই যে ওখানে আমার বাড়ি।’ নাম-পরিচয় ও বাবার নাম জানানোর পর তবেই মিলত প্রবেশের অনুমতি। এক রাতেই সেই সব নিয়ম যেন বাতিলের খাতায়। পরাজয়ের পরেই খুলে গেল সেই রুদ্ধদ্বার গলির মুখ। পরিস্থিতির আকস্মিক বদল দেখে ডিউটিতে থাকা এক পুলিশকর্তা আড়ালে টিপ্পনী কেটে বললেন, ‘যেন বার্লিন পাঁচিল ভাঙল!’ আপাতত ভিআইপি তকমা ঝেড়ে ফেলে হারিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট এখন আমজনতার যাতায়াতের সাধারণ এক গলি। ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তার বলয়ও এভাবে লুটিয়ে পড়বে, তা ভাবেননি প্রতিবেশীরাও। সব মিলিয়ে মমতার পাড়া এখন জটমুক্ত, পাহারামুক্ত। ছবি সংগৃহিত। বাঁদিকে ৪ মে-র । ডানদিকে ৫ মে-র ।

খেলা শুরু আমার’, অরূপ হারতেই বিস্ফোরক শতদ্রু

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ অরূপ বিশ্বাসের পরাজয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই মেসি-কাণ্ড নিয়ে রণংদেহি মেজাজে ধরা দিলেন শতদ্রু দত্ত। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় অভিযুক্ত ওই ক্রীড়া উদ্যোক্তা এবার সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে। এতদিন কেন মৌনব্রত পালন করেছিলেন, তা নিয়ে মুখ খোলার পাশাপাশি প্রভাবশালী মহলের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। স্পষ্ট জানিয়েছেন, পরিবারের নিরাপত্তার খাতিরেই এতদিন মুখ বুজে সব সহ্য করেছিলেন তিনি। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হতেই সব তথ্য ‘ফাঁস’ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। তৎকালীন মন্ত্রীর হারের একটি ছবি পোস্ট করে সমাজমাধ্যমে শতদ্রু লিখেছেন, ‘তোমার খেলা শেষ, এ বার আমার খেলা শুরু।’ তাঁর দাবি, যুবভারতীর ওই ঘটনার পেছনে বড় কোনও ষড়যন্ত্র ছিল। এমনকি তাঁর সংস্থাকে বিশেষ কার্ড জোগানের জন্য বলপূর্বক চাপ দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। রাজি না হওয়ায় তাঁকে একটি ঘরে আটকে রেখে রীতিমতো ভয় দেখানো হয় বলে বিস্ফোরক দাবি করেছেন শতদ্রু। সরাসরি নাম না নিলেও তাঁর নিশানায় যে অরূপই রয়েছেন, তা একপ্রকার স্পষ্ট। এতদিন কেন তিনি পুলিশের জালে ধরা পড়া বা কারাবাস নিয়ে সরব হননি? শতদ্রুর ব্যাখ্যা অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি জানিয়েছেন, ‘যখন আমাকে জেলে ঢোকানো হল, তখন শুধু আমাকে নয়, আমার পরিবারকেও টার্গেট করা হয়েছিল। আমাকে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছিল, ‘যদি মুখ খোলো, তোমার ফ্যামিলিকে শেষ করে দেব।’ আমি চুপ ছিলাম আমার পরিবারকে বাঁচাতে। প্রতিদিন, প্রতি রাত এই ভয় নিয়ে বাঁচতে হয়েছিল। আমি সব সয়েছি। কিন্তু এ বার আর নয়। এ বার সত্যি বেরোবে, এ বার সব সামনে আসবে। আমি চুপ থাকব না।’ দীর্ঘ তিন বছরের পরিশ্রমের ফসল লিয়োনেল মেসির ভারত সফর ঘিরে যে বিশৃঙ্খলা হয়েছিল, তার জন্য শতদ্রু নিজেকে বলির পাঁঠা বলে দাবি করেছেন। উল্টে ৫০ কোটি টাকার মানহানির মামলার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। গত বছর ডিসেম্বরে মেসির যুবভারতী সফরের সময় দর্শকেরা ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। হাজার হাজার টাকার টিকিট কেটেও প্রিয় তারকাকে কাছ থেকে দেখতে পাননি ফুটবলপ্রেমীরা। অভিযোগ ছিল, সাধারণ দর্শককে দূরে সরিয়ে মন্ত্রী ও প্রভাবশালীরাই মেসিকে ঘিরে রেখেছিলেন। সেই বিশৃঙ্খলার জেরেই গ্রেফতার হতে হয়েছিল আয়োজক শতদ্রু দত্তকে। ৩৭ দিন হাজতবাসের পর জামিনে মুক্ত হন তিনি। এবার অরূপের হারের পর নতুন করে রণকৌশল সাজাচ্ছেন এই উদ্যোক্তা। সব মিলিয়ে মেসি-কাণ্ডে রাজ্য রাজনীতিতে এখন টানটান উত্তেজনা।

ভবানীপুরে অকালহোলিতে মাতলেন ‘বাজিগর’ শুভেন্দু

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ পনেরো বছরের মাথায় ফের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখল বঙ্গভূমি। ঘাসফুলকে সরিয়ে নীল-সাদা প্রাসাদে এবার পদ্মের দাপট। ছাব্বিশের মহারণে বাজিমাত করে বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছেন শুভেন্দু অধিকারী। নিজের গড় নন্দীগ্রামের পাশাপাশি বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তাঁর খাসতালুক ভবানীপুরে পর্যুদস্ত করেছেন তিনি। জয়ের পরদিনই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভবানীপুরের মাটিতে পা রাখলেন শুভেন্দু। তাঁকে দেখতে কার্যত মানুষের ঢল নামে। নেতাকে কাছে পেয়ে কর্মী-সমর্থকরা মেতে ওঠেন অকালহোলিতে। গেরুয়া আবিরে ঢেকে যায় চারপাশ। এবারের নির্বাচনে শুভেন্দুর ঝুলি একেবারে ‘ফুল মার্কস’ ভরা। নন্দীগ্রামে ৯ হাজার এবং ভবানীপুরে ১৫ হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন নিজের দক্ষতা। সোমবার রাতেই ভবানীপুরবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন, আর মঙ্গলবার সরাসরি হাজির হলেন সেখানে। ২০১১ সালে বাম জমানার অবসান ঘটিয়ে যে পরিবর্তনের ডাক দিয়েছিল বাংলা, পনেরো বছর পর সেই জনতাকেই সাক্ষী রেখে ফের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হল। মাত্র ৭৭ থেকে একলাফে ২০০ আসনের ম্যাজিক ফিগার ছুঁল গেরুয়া শিবির। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিজেপির এই অভূতপূর্ব সাফল্যের নেপথ্যে আসল কারিগর কাঁথির শান্তিকুঞ্জের দ্বিতীয় পুত্র। ২০২০ সালে তৃণমূল ত্যাগের পর থেকে দীর্ঘ লড়াই আর বিশ্বাসের মর্যাদা পেয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার ভবানীপুরের কালো মাথার ভিড়ে মিশে গিয়ে শুভেন্দু উপভোগ করলেন সেই জয়ের আনন্দ। যে কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রীকে হারিয়েছেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে রাজ্যবাসীকে ফের একবার ধন্যবাদ জানালেন ছাব্বিশের নির্বাচনের এই আসল ‘বাজিগর’। সমবেত কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস বুঝিয়ে দিল, বাংলায় এক নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।

অকাল হোলির প্রস্তুতি বৃথা, গেরুয়া ঝড়ে লণ্ডভণ্ড জোড়াফুলের বাগিচা

সন্দীপ মজুমদার, নয়া জামানা, হাওড়া ঃ গত কয়েক দিন ধরে বিভিন্ন এলাকার দোকানগুলি থেকে উধাও হয়ে যায় সবুজ আবির। তৃণমূল কংগ্রেসের অত্যুৎসাহী কর্মীরা এলাকার সমস্ত দোকান থেকে বস্তা বস্তা সবুজ আবির কিনে বাড়িতে মজুদ করেছিলেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, গত তিনবারের মতো এবারেও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বাধিনায়িকা তথা গত তিন বারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারেও নবান্নের মসনদ অলংকৃত করবেন। তাই তৃণমূল কর্মীরা রাজ্যজুড়ে অকাল হোলি ও দীপাবলি উৎসবের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেন। সবুজ আবির ছাড়াও তাঁরা পর্যাপ্ত পরিমাণে শব্দবাজি ও অন্যান্য আতশবাজি কিনে রাখেন। কিন্তু তৃণমূল কর্মীদের সেই আবির আর বাজি কাজে লাগল না। তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননি যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাপক গেরুয়া ঝড় সুপার সাইক্লোন হয়ে জোড়া ফুলের বাগিচা ছিন্নভিন্ন করে দেবে। আর সোমবার বেলা যতো বেড়েছে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে গেরুয়া সুপার সাইক্লোনে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া জোড়া ফুল বাগিচাগুলির যন্ত্রণাময় বার্তা দিগন্তে বিস্তৃত প্রান্তরের বুকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তৃণমূল কর্মীরা গত ২০২১ সালের থেকেও এবার আরও ভালো ফল করবে বলে আশা করেছিলেন। বিশেষ করে তাঁদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যে নিরলস পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে অসংখ্য জনমুখী প্রকল্প গড়ে তোলেন। তাঁর প্রবর্তিত বেশ কয়েকটি প্রকল্প ইউনেস্কো সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে প্রথম স্থান প্রাপ্তির অনন্য সম্মানে ভূষিত হয়। এরাজ্যের বহু মানুষ মমতার মস্তিষ্কপ্রসূত নানারকম জনমুখী প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হন। বিশেষ করে নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির আর্থসামাজিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্তিত অসংখ্য জনমুখী প্রকল্পগুলির মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষদের দারিদ্র্যসীমার উপরে তুলে আনা হয়। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী এইসব হতদরিদ্র মানুষরা মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি তাঁরা বারংবার তাঁদের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। গত ১৫ বছর যাবৎ রাজ্যের প্রতিটি নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। তাই কেউই রাজ্যের অষ্টাদশতম বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস এতো খারাপ ফল করবে বলে কল্পনাতেও স্থান দেননি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের এই পরাজয় মেনে নিতে পারেননি। তিনি জানান, ‘অন্তত একশোটা বিধানসভা আসনে সঠিক নির্বাচন হয়নি। বিভিন্ন জায়গা থেকে ইভিএম সম্পর্কে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কোথাও রাতের অন্ধকারে স্ট্রং রুমের মধ্যে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে এসেছে আবার বেশ কিছু ক্ষেত্রে গণনার দিন সকালে ইভিএম (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) রাখা বেশ কিছু ট্রাঙ্কের তালা খোলা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।’ মন্ত্রী পুলক রায়ের অভিযোগ, ‘বিজেপির পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ এরাজ্যের মানুষদের উপর রাজনৈতিক সন্ত্রাস চালানো হয়েছে। কখনও ইডি, কখনও সিবিআই আবার কখনও ভিন রাজ্যের সমাজবিরোধীদের দিয়ে সারা রাজ্যে পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। এনআরসি-র মাধ্যমে ভোটার তালিকায় থাকা বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া, অন্যান্য রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছে। তাঁদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এনআরসি-র আতঙ্কে অসংখ্য নিরীহ প্রাণ বলি হয়েছে।’ তিনি এই নির্বাচনকে নিরপেক্ষ নির্বাচন বলে অভিহিত করেছেন। গণনার দিন উদয়নারায়ণপুরের চারবারের জয়ী তৃণমূল প্রার্থী সমীর কুমার পাঁজা তাঁর জয়ের সার্টিফিকেট নিতে গেলে তাঁর উপর ব্যাপক হামলা চালানো হয় বলে তাঁর অভিযোগ।এবারের নির্বাচনে হাওড়া জেলার ১৬ টি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জেলার দুই মন্ত্রী অরূপ রায় ও পুলক রায় জয়ী হন। ১৭১ হাওড়া মধ্য বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অরূপ রায় তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার মন্ডলকে ১৬ হাজার ৮৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। এবং ১৭৮ উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের আরও এক প্রাক্তন মন্ত্রী পুলক রায় তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী স্বামী মঙ্গলানন্দকে ১৭ হাজার ১৮৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। ১৮০ বাগনান বিধানসভা কেন্দ্রে গত তিনবারের বিজয়ী তৃণমূল প্রার্থী তথা হাওড়া গ্রামীণ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরুণাভ সেন (রাজা) বিজেপি প্রার্থী প্রেমাংশু রানাকে ১১ হাজার ৩১৬ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। ১৫৯ বালি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় কুমার সিংহ তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৈলাস কুমার মিশ্রকে ১১ হাজার ৯৯৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। এছাড়াও হাওড়া দক্ষিণ, পাঁচলা, উলুবেড়িয়া পূর্ব, উদয়নারায়ণপুর ও ডোমজুড় কেন্দ্রগুলিতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়ী হন এবং অন্যান্য আসনগুলি যায় বিজেপির ঝুলিতে। ছবিতে অরুণাভ সেন চতুর্থ বারের জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী।

ভয় কাটিয়ে জয়ের উল্লাস

নবান্নেও ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজ্যের প্রশাসনিক সদর দফতর নবান্নে এখন পালাবদলের হাওয়া। মঙ্গলবার সকাল থেকেই নবান্নের অলিন্দে আছড়ে পড়ল গেরুয়া আবির। কর্মীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল ‘জয় শ্রীরাম’ এবং ‘ভারতমাতা কি জয়’ স্লোগান। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ২০০-র বেশি আসনে জিতে ক্ষমতায় আসতেই খাস নবান্নের অন্দরে এমন নজিরবিহীন উল্লাস ধরা পড়ল। সোমবার ভোটের ফল স্পষ্ট হতেই নবান্নের সামনে জমায়েত করেছিলেন বিজেপি সমর্থকরা। মঙ্গলবার সেই উন্মাদনা ঢুকে পড়ল দপ্তরের ভেতরেই। হাতে গেরুয়া পতাকা নিয়ে মিছিলে শামিল হলেন সরকারি কর্মীদের একাংশ। আবির মেখে উচ্ছ্বসিত এক মহিলা কর্মী বলেন, ‘আগে ভয়ে ভয়ে কাজ করতাম। এখন তা থেকে মুক্তি পাওয়া গেল।’ কর্মীদের কথায় দীর্ঘদিনের বঞ্চনা আর মহার্ঘ ভাতার ক্ষোভ স্পষ্ট। নতুন সরকারের কাছে একরাশ প্রত্যাশা নিয়ে তাঁরা সরব হয়েছেন। ২০৭টি আসন জিতে ঘাসফুল শিবিরকে ধরাশায়ী করেছে পদ্মবাহিনী।

তৃণমূল মাত্র ৮০টি আসনে থমকে যাওয়ায় রাজ্যের রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে গিয়েছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ; সর্বত্র গেরুয়া ঝড়ের প্রভাব এখন নবান্নের অন্দরেও স্পষ্ট। সরকারি কর্মীদের হাততালিতে মুখরিত হল করিডোর। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিনের গুমোট ভাব কাটিয়ে অবশেষে মুক্তির স্বাদ পাচ্ছেন তাঁরা। নবান্নের বাইরে ও ভেতরে এখন শুধুই গেরুয়া দাপট। আকাশছোঁয়া জয়ের পর প্রশাসনিক স্তরেও শুরু হল পরিবর্তনের উদযাপন।

রাজ্যে পালাবদলের পর লোকভবনে নতুন সচিব

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদলের আবহেই প্রশাসনিক রদবদল শুরু হল রাজভবনে। মঙ্গলবার রাজ্যপালের নতুন সচিব হিসেবে দায়িত্ব নিলেন আইএএস আধিকারিক সৌমিত্র মোহন। রাজ্য প্রশাসনের সদর দফতর নবান্ন থেকে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ২০০২ ব্যাচের এই আধিকারিক এর আগে রাজ্যের পরিবহণ সচিবের দায়িত্বে ছিলেন। পদভার গ্রহণ করেই রাজ্যপালের কর্মজীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হল। অন্যদিকে, মঙ্গলবার সকালেই সস্ত্রীক কালীঘাট মন্দিরে পুজো দেন রাজ্যপাল আরএন রবি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পত্নী লক্ষ্মী রবি। মন্দিরে মা কালীর দর্শন সেরে রাজ্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি এবং জনগণের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন তাঁরা। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর এই মন্দির দর্শন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ভোটের ফল নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে রাজ্যপাল বলেন, ‘আমার প্রিয় বঙ্গের ভাই ও বোনেরা, গণতন্ত্রের এই উৎসব অভূতপূর্ব উৎসাহে উদ্‌যাপন করার জন্য আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সোনার বাংলা এবং বিকশিত ভারত ২০৪৭ গড়ে তোলার জন্য আপনাদের দৃঢ় সংকল্প ও অঙ্গীকারকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। মা কালীর আশীর্বাদ যেন আমাদের সকলের উপর সদা বিরাজমান থাকে। বন্দে মাতরম!’ উল্লেখ্য, ভোটের আগেই বাংলার রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন আরএন রবি। দায়িত্ব নেওয়ার পরেই তিনি নতুন সচিব নিয়োগের আবেদন জানিয়েছিলেন। তবে আদর্শ আচরণবিধি জারি থাকায় সেই প্রক্রিয়া থমকে ছিল। ভোট মিটতেই সেই জট কাটল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই দলের সরকার থাকায় এবার নবান্ন ও রাজভবনের চিরাচরিত সংঘাতের অবসান ঘটতে পারে। পালাবদলের এই আবহে দিল্লির বিজেপি সদর দফতরেও ছিল উৎসবের মেজাজ। ধুতি-পাঞ্জাবীতে সেজে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাশে ছিলেন অমিত শাহ, রাজনাথ সিং ও নিতিন নবীনের মতো শীর্ষ নেতৃত্ব। এবার প্রশাসনিক স্তরেও সেই পরিবর্তনের ছাপ স্পষ্ট হচ্ছে। সচিব নিয়োগের মধ্য দিয়ে রাজভবন ও নবান্নের প্রশাসনিক সমন্বয় আরও মজবুত হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে।

বিজেপি কর্মীকে খুনের অভিযোগ

নয়া জামানা,উদয়নারায়ণপুর ঃ জয়ের উল্লাস মুহূর্তেই বদলে গেল বিষাদে। সোমবার রাতে আবির খেলে বাড়ি ফেরার পথে খুন হলেন বিজেপির এক সক্রিয় কর্মী। হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরের দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪৮ নম্বর বুথ এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। নিহতের নাম যাদব বর (৪৮)। অভিযোগের তির তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বিজেপি ও স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার রাতভর দলের সতীর্থদের সঙ্গে জয়ের আনন্দে মেতেছিলেন যাদব। রাত ১১টা নাগাদ বাড়ি ফেরার পথে কয়েক জন তাঁকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায়। অভিযোগ, সেখানে তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁকে উদয়নারায়ণপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

মঙ্গলবার সকালে এই খবর জানাজানি হতেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। ভোটের ফলপ্রকাশের পর রাজ্যজুড়ে চলা অশান্তির তালিকায় এবার নাম জুড়ল উদয়নারায়ণপুরের। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ একটি খুনের মামলা রুজু করেছে। ধৃতের রাজনৈতিক পরিচয় এখনও স্পষ্ট নয়। তবে জয় উদ্‌যাপনের পর এই খুনের ঘটনায় এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ বাহিনী।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 06-05-2026 09:56 Page 4

উত্তরবঙ্গ
নয়া জামানা

শিলিগুড়ি পুরবোর্ড নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করল বিজেপি

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ শিলিগুড়ির রাজনৈতিক মহলে চলা জল্পনায় ইতি টানলেন শংকর ঘোষ। সম্প্রতি বাংলায় ক্ষমতার পরিবর্তনের পর ধারণা তৈরি হয়েছিল যে শিলিগুড়ি পুরনিগমের তৃণমূল বোর্ড ভেঙে দেওয়া হতে পারে। তবে বিজেপি বিধায়ক স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তাঁদের দল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী এবং কোনো নির্বাচিত বোর্ডকে মেয়াদপূর্তির আগে ভেঙে দেওয়ার পক্ষে নয়। জেলা বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, বিজেপি চাই বর্তমান বোর্ড পূর্ণ সময় কাজ করুক। বিজেপির নীতি অনুযায়ী, জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্মান জানানো জরুরি। তাই পুরনিগমে সরাসরি হস্তক্ষেপের বদলে সহযোগিতার পথই বেছে নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, শিলিগুড়ির উন্নয়নের স্বার্থে বিজেপির কাউন্সিলররা গঠনমূলক ভূমিকা নেবেন। রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকলেও নাগরিক পরিষেবা যাতে ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করা হবে। অতীতে রাজ্যে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের দাবি উঠলেও নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার কখনও নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান ভাঙার পথে হাঁটেনি বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এই ঘোষণার ফলে তৃণমূল পরিচালিত পুরনিগম বোর্ড নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল, তা অনেকটাই কেটে গেছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও স্বস্তি ফিরে এসেছে।

নির্বাচনী ঢেউয়ে বদল উত্তরবঙ্গের পরিবহন

টোল আদায়ের অবসানে স্বস্তিতে ট্রাকচালকরা

রিঙ্কু সরকার ।। নয়া জামানা ।। শিলিগুড়ি

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর রাজ্য রাজনীতির সমীকরণ বদলাতেই তার আঁচ গিয়ে পড়ল উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক ও জনপরিষেবা ক্ষেত্রে। নির্বাচনের ফলাফল সামনে আসতেই ৫ মে ২০২৬ থেকে উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি বাইপাসে টোল সংগ্রহ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক পালাবদলের জল্পনা ও জয়ের আমেজ গায়ে মেখে ই এই ঘটনাটিকে পরিবহণ ক্ষেত্রে এক বড় মাইলফলক হিসেবে দেখ ছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ। দীর্ঘদিন ধরেই ফুলবাড়ি টোল প্লাজায় ট্রাক ও অন্যান্য বাণিজ্যিক গাড়ির চালকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ও নিয়মবহির্ভূত টোল আদায়ের অভিযোগ উঠছিল। স্থানীয় বাসিন্দা এবং দূরপাল্লার ট্রাকচালকদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, এই টোল প্লাজাটি যাতায়াতের পথে কেবল আর্থিক বোঝাই নয়, বরং দীর্ঘ যানজট ও ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্বাচনী প্রচারেও এই বিষয়টি অন্যতম প্রধান ইস্যু হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক পরিবর্তনের হাওয়া লাগতেই ৫ মে থেকে টোল প্লাজার তৎপরতা আচমকা বন্ধ হয়ে যায়, যা সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যাপক স্বস্তি ও উল্লাস তৈরি করেছে। নির্বাচনী লড়াইয়ে শিলিগুড়ির এই টোল প্লাজাটি ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। প্রচার চলাকালীন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা অভিযোগ করেছিলেন যে, ফুলবাড়ি দিয়ে যাতায়াত করা ট্রাকচালকদের কাছ থেকে বেআইনিভাবে 'বিশেষ রাজনৈতিক ট্যাক্স' সংগ্রহ করা হচ্ছে। ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, ক্ষমতায় এলে এই 'তোলাবাজি' বন্ধ করা হবে। গতকালের নির্বাচনী ফলাফল বিজেপির অনুকূলে যাওয়ার পর থেকেই সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে বলে দাবি করছেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এসজেডিএ) পরিচালিত এই প্লাজায় যেখানে আগে প্রতিটি গাড়ি থেকে প্রায় ৪০০ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হতো, আজ তা পুরোপুরি ট্যাক্স-মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ফুলবাড়ি বাইপাস উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধমনী। টোল বন্ধ হওয়ায় ট্রাকচালকরা সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন। এর ফলে পণ্য পরিবহণের খরচ কমবে এবং বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। এক ট্রাকচালক উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, এটি পরিবর্তনের হাওয়ার সুফল। বিনা বাধায় যাতায়াত করতে পারা আমাদের বড় পাওনা। বর্তমানে প্রশাসনিকভাবে কোনো স্থায়ী নির্দেশিকা না এলেও, আপাতত ফুলবাড়ি টোল প্লাজাটি কার্যত টোল-মুক্ত। এই পরিবর্তনের ফলে উত্তরবঙ্গের ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিবহণ ক্ষেত্রে এক নয়া জমানার সূচনা হবে বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

ডাম্পিং গ্রাউন্ড সমস্যা সমাধানে সরব নরেশ রায়

অশোক মিত্র, নয়া জামানা, ধূপগুড়ি ঃ ধূপগুড়ি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখা গেছে। বিজেপি প্রার্থী নরেশ রায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিদায়ী বিধায়ক ড. নির্মল চন্দ্র রায়কে প্রায় ৩৮ হাজার ভোটে পরাজিত করে জয়ী হন। এই ফল ঘোষণার পর থেকেই গেরুয়া শিবিরে উচ্ছ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়। জয়ের পরদিন সকাল থেকেই নবনির্বাচিত বিধায়কের বাড়িতে দলীয় কর্মী ও সাধারণ মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। তিনি সকলের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি ধৈর্যের সঙ্গে মানুষের সমস্যা ও দীর্ঘদিনের অভিযোগ শোনেন। স্থানীয়দের বিভিন্ন নাগরিক সমস্যার কথাও উঠে আসে এই সাক্ষাতে। সংবাদমাধ্যমের সামনে নরেশ রায় জানান, ধূপগুড়ির সার্বিক উন্নয়নই তাঁর প্রধান অগ্রাধিকার। বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে চলা ডাম্পিং গ্রাউন্ড সমস্যা এবং পরিকাঠামোগত ঘাটতি দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, এই জয় ব্যক্তিগত নয়, এটি সাধারণ মানুষের জয় এবং তাদের সেবাই তাঁর মূল লক্ষ্য। তিনি ধূপগুড়িবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং জানান, মানুষের পাশে থেকে কাজ করাই তাঁর দায়িত্ব। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ফলাফল এলাকার রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। এখন নজর থাকবে, ঘোষিত উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি কত দ্রুত বাস্তবায়িত হয় এবং স্থানীয় সমস্যাগুলি কতটা কার্যকরভাবে সমাধান করা যায়।

উত্তরকন্যা ঘিরে রাজনৈতিক রঙের দাবি

বাপ্পা রায়, নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির উত্তরকন্যাকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ তৈরি হয়েছে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের আবহে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একাংশ প্রশাসনিক ভবনের নীল-সাদা রং বদলে গেরুয়া করার দাবি তুলেছেন। মঙ্গলবার উত্তরকন্যার সামনে জড়ো হয়ে তারা বিজয়ের উল্লাসে মেতে ওঠেন এবং স্লোগানে মুখরিত করে তোলেন গোটা এলাকা। এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে আশাবাদ প্রকাশ করেন। তাদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্গ বঞ্চনার শিকার হয়েছে এবং নতুন সরকার গঠনের পর সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে। তারা মনে করছেন, উত্তরবঙ্গের ৫৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা এবার উত্তরকন্যা থেকেই পরিচালিত হবে এবং প্রশাসনিক কাজের গতি আরও বাড়বে। উল্লাসের আবহেই তারা প্রশাসনিক ভবনের রং পরিবর্তনের দাবি জোরালোভাবে তোলেন। তাদের মতে, নীল-সাদা রং পরিবর্তন করে গেরুয়া করা হলে তা রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হবে।

পাশাপাশি তারা দাবি করেন, নতুন সরকারের মন্ত্রীরা উত্তরকন্যাকে কেন্দ্র করেই উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করবেন এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবেন। এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুন মোড় নিতে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই। প্রশাসনিক ভবনের রং পরিবর্তনের দাবি শুধু প্রতীকী নয়, বরং তা বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিবর্তনের বার্তা বহন করছে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের।

মন্ত্রীত্বের দৌড়ে শীর্ষে ফালাকাটার দীপক বর্মন

সুকমল ঘোষ, নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ ফালাকাটা বিধানসভা থেকে দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপি নেতা দীপক বর্মন। দীর্ঘদিন রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমানে সহ-সভাপতি পদে থাকা এই অভিজ্ঞ নেতাকে ঘিরে এখন রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা চলছে যে তিনি নতুন রাজ্য মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে পারেন। দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, সংগঠনের ভিত শক্ত করা এবং একাধিক আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকার কারণে মন্ত্রিসভায় তাঁর স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বলে মনে করছেন অনেকেই। এমনকি ফালাকাটা থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা জুড়ে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে এ নিয়ে ব্যাপক উৎসাহ দেখা দিয়েছে। উল্লেখ্য,

নির্বাচনের আগে তাঁর সমর্থনে জনসভা করতে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রচারের সময় একাধিক বাধা ও আক্রমণের মুখে পড়লেও দীপক বর্মনকে 'লড়াকু নেতা' হিসেবে প্রশংসা করেছিলেন তিনি। তবে নিজে এই বিষয়ে ভিন্ন অবস্থান নিয়েছেন বিধায়ক।

তিনি বলেন, মন্ত্রিত্ব নিয়ে এখনই ভাবছি না। আমার প্রথম অগ্রাধিকার ফালাকাটার মানুষের উন্নয়ন। তাঁদের দেওয়া আস্থা পূরণ করাই আমার লক্ষ্য। ফালাকাটা টাউন মণ্ডল সভাপতি চন্দ্রশেখর সিনহা জানান, দীপক বর্মনের সাংগঠনিক দক্ষতা ও রাজ্যজুড়ে পরিচিতি রয়েছে, তাই নতুন সরকারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাবেন বলে তাঁরা আশাবাদী। এখন নজর রয়েছে দলের সিদ্ধান্তের দিকে।

খড়িবাড়িতে নথি-কাণ্ডে ঘনীভূত রহস্য

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়িতে আচমকাই প্রকাশ্যে চলে আসা বিপুল পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নবান্নের তরফে সরকারি নথি সংরক্ষণে কড়া নির্দেশিকা জারির পরপরই এই ঘটনা সামনে আসায় রহস্য আরও গভীর হয়েছে। জানা গিয়েছে, খড়িবাড়ির ভূমি দফতর থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে, ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বাতাসীর দুর্গামন্দির সংলগ্ন এলাকায় মঙ্গলবার ভোরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় বহু নথি। পথচলতি মানুষের নজরে আসতেই দ্রুত এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায়। উদ্ধার হওয়া নথিগুলির মধ্যে রয়েছে জমির দলিল, খতিয়ান, পাশাপাশি ভোটার কার্ড ও আধার কার্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়পত্র। এত গুরুত্বপূর্ণ নথি কীভাবে প্রকাশ্যে এল, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই উঠছে একাধিক প্রশ্ন। বিশেষ করে ভূমি দফতরের এত কাছাকাছি এলাকায় এই ঘটনা ঘটায় সন্দেহ আরও বেড়েছে। স্থানীয়দের একাংশের ধারণা, রাতের অন্ধকারে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে নথিগুলি ফেলে দিয়ে গিয়েছে। আবার অনেকেই মনে করছেন, কোনওভাবে দফতর থেকেই এই নথি বাইরে এসেছে। ফলে এটি অব্যবস্থাপনা নাকি বড় ধরনের দুর্নীতির ইঙ্গিত;তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। খবর পেয়ে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে নথিগুলি বাজেয়াপ্ত করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে এবং নথির উৎস ও জড়িতদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় কৌতূহল ও উদ্বেগ বাড়ছে। এখন তদন্তেই স্পষ্ট হবে এই নথি-কাণ্ডের আসল রহস্য।

'মিনি হিমঘরে' পরিনত অঙ্গনওয়াড়ি পুনরুদ্ধার গ্রামবাসীদের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ আলিপুরদুয়ার ১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামে ২০১৭ সালে একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরি হলেও দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তা এখনও চালু হয়নি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি কার্যত অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থেকে 'মিনি হিমঘর'-এ পরিণত হয়েছে, যেখানে আলু মজুত করে রাখা হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, কেন্দ্রের জমিদাতা বিশ্বজিত সরকার ওই পাকা ঘরটি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করছিলেন। ফলে সরকারি প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে বলে দাবি গ্রামবাসীদের। মঙ্গলবার হঠাৎ করেই গ্রামের মানুষ সেখানে জড়ো হয়ে কেন্দ্রের তালা খুলে ভিতরের পরিস্থিতি দেখেন এবং পরে নিজেরাই আবার তালা লাগিয়ে চাবি পঞ্চায়েত সদস্য ঝন্টু সরকারের হাতে তুলে দেন। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত এই কেন্দ্রটি প্রশাসনের অধীনে এনে শিশুদের পঠন-পাঠনের জন্য চালু করা হোক। কিন্তু এত বছর পরও কেন্দ্রটি কেন চালু হয়নি, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ঘটনাস্থলে আসেন আলিপুরদুয়ার ১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য জীবন সরকার। তিনি জানান, বিষয়টি উচ্চপর্যায়ে জানানো হবে। অন্যদিকে, অভিযুক্তের স্ত্রী মঞ্জু সরকার দাবি করেন, জমিটি তাদের, এবং কেন্দ্র চালু না হওয়ায় বাধ্য হয়েই সেখানে আলু রাখা হয়েছে।

দিনহাটায় শান্তির আহ্বান অজয় রায়ের

প্রদীপ কুণ্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ নির্বাচনোত্তর উত্তেজনার আবহে দিনহাটার বিভিন্ন এলাকায় অশান্তির খবর সামনে আসতেই উদ্বেগ প্রকাশ করলেন নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক অজয় রায়।মঙ্গলবার সকালে নিজের বাসভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি সকলকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন,

রাত থেকেই একাধিক এলাকা থেকে ভাঙচুর ও অশান্তির খবর আসছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং চিন্তার বিষয়। অজয় রায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেন, জয়ের মুহূর্তে সংযম বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। কোনও ধরনের উত্তেজনা বা হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডে জড়ানো যাবে না। একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, কিছু ব্যক্তি নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় বদলে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে, যা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। এ ধরনের ঘটনায় কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। বিধায়কের বক্তব্য, দিনহাটার মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছেন এবং সেই রায়কে সম্মান জানিয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা সকলের দায়িত্ব। তাঁর মতে, অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে এখন উন্নয়নের পথে এগোনোই মূল লক্ষ্য। তিনি প্রশাসনের কাছে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের আবেদন জানান এবং সাধারণ মানুষকে গুজবে কান না দিয়ে শান্ত ও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন।

বিজেপি কর্মীদের উপর হামলায় উত্তপ্ত রংধামালী

সুস্মিতা রায়, নয়া জামানা, রাজগঞ্জ ঃ জলপাইগুড়ি জেলার রংধামালী এলাকায় ভোটে জয়ের পরই রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার পথে বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের উপর হামলার ঘটনা সামনে এসেছে। আহত হয়েছেন অন্তত ৬ জন, যাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেলাকোবা এলাকা থেকে কয়েকজন বিজেপি কর্মী ও সমর্থক বোদাগঞ্জের ভামরি দেবী মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, রংধামালী এলাকায় আগে থেকেই কিছু লোক রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে ছিল। বিজেপি কর্মীদের দেখেই তাদের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয় বলে দাবি। রাস্তায় ফেলে মারধর এবং কোপানোর অভিযোগও উঠেছে, যা পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হন বেশ কয়েকজন। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বিজেপি নেতা তপন রায় এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন, হঠাৎ করেই হামলা চালানো হয়েছে এবং একাধিক কর্মী গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন। তিনি অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। অন্যদিকে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রশাসন সূত্রে খবর, হামলায় জড়িতদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

সবাইকে সাথে নিয়ে চলার বার্তা বিধায়কের

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ নির্বাচনের লড়াই শেষ, এবার মূল লক্ষ্য উন্নয়ন ও মানুষের পাশে দাঁড়ানো;এই বার্তাই দিলেন আলিপুরদুয়ারের নবনির্বাচিত বিধায়ক পরিতোষ দাস। জয়ের পর তিনি স্পষ্ট করে জানান, রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে সকল মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন। ভোটে জয়ের পর আলিপুরদুয়ারবাসীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। সাধারণ মানুষ যে আস্থা ও বিশ্বাস রেখে তাঁকে নির্বাচিত করেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, আমি আলিপুরদুয়ারের মানুষের কাছে ঋণী।

তাদের প্রত্যাশা পূরণ করাই এখন আমার প্রধান দায়িত্ব। পাশাপাশি তিনি বদলার রাজনীতি নয়, বদলের রাজনীতির পক্ষে সওয়াল করেন। তাঁর অভিযোগ, অতীতে বিরোধী দলের কর্মীদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং শাসকদলের প্রতিনিধিদের কাছে গিয়ে অপমানিত হতে হয়েছে।

তবে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে তিনি বদ্ধপরিকর। তিনি আরও বলেন, নির্বাচনের আগে তিনি একটি দলের প্রার্থী ছিলেন ঠিকই,

কিন্তু এখন তিনি সমগ্র আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক। তাই দল-মত নির্বিশেষে যে কেউ তাঁর কাছে আসতে পারেন। যারা তাঁকে ভোট দেননি বা বিরোধিতা করেছেন, তাদের প্রতিও তাঁর কোনও বিদ্বেষ নেই বলেই জানান তিনি। নির্বাচনের পর উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশে তাঁর এই সৌহার্দ্যের বার্তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

শিলিগুড়ির তৃণমূল অফিসে ভাঙচুর

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ শিলিগুড়ির ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি পার্টি অফিসে ভাঙচুর ও উত্তেজনার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, বিজেপি কর্মীদের একাংশ ওই কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে এবং পরে সেখানে বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দেয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা তৈরি হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এনজেপি থানার পুলিশ। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, একদল দুষ্কৃতী হঠাৎ করেই পার্টি অফিসে ঢুকে আলমারি, ফ্যান ও টেলিভিশন ভেঙে ফেলে। অভিযোগ আরও, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং কার্যালয়ের রং বদলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। পরে সেখানে বিজেপির পতাকা টাঙানো হয় বলে অভিযোগ।

ঘটনার পর তৃণমূলের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হলেও প্রথমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। পরে বিজেপি নেতৃত্ব ঘটনাস্থলে গিয়ে দলীয় পতাকা সরিয়ে নেয় বলে জানা যায়। অন্যদিকে, বিজেপির দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে দলের কোনও সংগঠিত যোগ নেই। তাঁদের বক্তব্য, এটি জনরোষের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে।

তবে তারা পরিস্থিতি শান্ত করতে পতাকা সরিয়ে নিয়েছে। এই ঘটনায় শিলিগুড়ি জুড়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বেড়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 06-05-2026 09:56 Page 5

৬ মে ২০২৬

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

২ দশক পর চোপড়ায় পুনরুজ্জীবিত বামেদের পার্টি অফিস

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ দীর্ঘ দুই দশকের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে চোপড়ার ভৈষপিটা এলাকায় পুনরায় খুলল সিপিএমের দীর্ঘদিনের বন্ধ থাকা দলীয় কার্যালয়। মঙ্গলবার লাল পতাকায় সেজে ওঠে গোটা এলাকা। স্থানীয় বাম নেতৃত্বের দাবি, প্রায় ২০ বছর পর এই এলাকায় আবারও সংগঠনকে দৃশ্যমানভাবে সক্রিয় করা সম্ভব হল।দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির জেরে কার্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায়। অভিযোগ, তৎকালীন কংগ্রেস নেতা তথা বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক হামিদুল রহমানের নেতৃত্বে ওই অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া

হয়েছিল।

যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূলের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।স্থানীয় সিপিএম কর্মীদের দাবি, গত দুই দশক ধরে একাধিকবার কার্যালয় পুনরায় খোলার চেষ্টা করা হলেও তৃণমূলের বাধা ও 'দাদাগিরি'র কারণে তা সম্ভব হয়নি। এদিন পরিস্থিতির পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে প্রবীণ সিপিএম নেতা সিরাজুল হক বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমাদের কার্যালয় বন্ধ ছিল। বারবার বাধার মুখে পড়েছি , এমনকি মারপিটের ঘটনাও ঘটেছে।

তবে বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। সেই সুযোগে আমরা আজ পতাকা উত্তোলন করে কার্যালয়টি পুনরায় উদ্বোধন করলাম।তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে এখান থেকেই দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে এবং কর্মীরা নিয়মিতভাবে এই কার্যালয়ে বসবেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ তৈরি হয়েছে। আসন্ন দিনে এই ইস্যু ঘিরে শাসক-বিরোধী তরজা আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক।

দীর্ঘ ১০ বছর পর খুলল কাঁচাকালির সিপিএম কার্যালয়

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ দীর্ঘ ১০ বছর বন্ধ থাকার পর মঙ্গলবার খোলা হল চোপড়ার কাঁচাকালির সিপিআইএম এর দলীয় কার্যালয়। উল্লেখ্য, চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালী অঞ্চলের কাঁচাকালি স্থিত সিপিএমের দলীয় কার্যালয় বন্ধ ছিল এক দশক ধরে। মাঝিয়ালী অঞ্চলের প্রবীণ সিপিএম নেতা বিশ্বনাথ সিংহ জানান, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের পরাজয়ের পর তৃণমূল কংগ্রেস চক্রান্ত করে আমাদের দলীয় কার্যালয়ে তীর ধনুকসহ বোম রাখার মিথ্যা অপবাদ দিয়ে প্রশাসনিক মদতে বন্ধ করে দেয়। এছাড়াও চাপে পড়ে আমাদের প্রার্থী তৃণমূলে যোগদান করেন। সেই

থেকে দীর্ঘ ১০ বছর ধরে মাঝিয়ালী অঞ্চলের সিপিএমের দলীয় কার্যালয় খোলা যায়নি।সোমবার বিধানসভার ফল ঘোষণার পরে তৃণমূলের পতনের পর মঙ্গলবার বিনা বাঁধায় আমাদের দলীয় কার্যালয় খুলতে পেরে আমরা ভীষণ খুশি। এছাড়াও ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় খুশি বামেরা।

ভয়াবহ! পারিবারিক বিবাদের জেরে বৌদির হাতে খুন দেওর

নয়া জামানা, মালদহ ঃ পারিবারিক অশান্তি যে কতটা ভয়াবহ রূপ নিতে পারে তারই এক শিহরণ জাগানো উদাহরণ সামনে এল। বৌদির ধারালো অস্ত্রের আঘাতে প্রাণ হারালেন এক যুবক যা ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।ঘটনাটি ঘটেছে মোথাবাড়ি থানার গঙ্গাপ্রসাদ অঞ্চলের দেবীপুর গ্রামে।জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম সম্রাট মন্ডল।

বছরখানেক আগেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল। বাড়িতে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী ও বৃদ্ধা মা। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই অভিযুক্ত বৌদি পূজা মন্ডলের সঙ্গে পরিবারের অশান্তি লেগেই থাকত। ছোটখাটো বিষয় নিয়েও প্রায়শই ঝগড়া-বিবাদ হত।ঘটনার সূত্রপাত ভোটগ্রহণের দিন। অভিযোগ, বাড়ির একটি সামান্য বিষয় নোংরা ফেলার বালতি রাখা নিয়ে প্রথমে শাশুড়ির সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন পূজা মন্ডল।পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে তিনি শাশুড়ির উপর চড়াও হন বলেও অভিযোগ। মায়ের উপর হামলা দেখে প্রতিবাদ করেন সম্রাট মন্ডল। আর সেই প্রতিবাদের জেরেই রক্তাক্ত পরিণতি।অভিযোগ, উত্তেজনার মুহূর্তে পূজা মন্ডল ধারালো অস্ত্র দিয়ে সম্রাটের উপর এলোপাথাড়ি কোপ মারেন।গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।কয়েকদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পর শেষমেশ মঙ্গলবার সকালে মৃত্যু হয় তাঁর।এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিক্ষোভ দেখান এবং অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি তোলেন। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

ভিডিও তুলতে গিয়ে মৃত্যুফাঁদ! ইসলামপুরে দুই কিশোরের রহস্যমৃত্যু

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরে দুই কিশোরের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভিডিও তুলতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু, নাকি পরিকল্পিত খুন;এই প্রশ্নেই এখন সরগরম গোটা এলাকা। ইতিমধ্যেই ঘটনার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ায় রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। ভাইরাল ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি নয়া জামানা সংবাদ মাধ্যম। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই কিশোরের নাম রাজেশ চৌহান (নবম শ্রেণি) ও শুভঙ্কর দাস (দশম শ্রেণি)। রাজেশের বাড়ি ইসলামপুরের রামকৃষ্ণপুর এলাকায় এবং শুভঙ্করের বাড়ি নেতাজীপল্লিতে। দু'জনেই ইসলামপুর হাইস্কুলের ছাত্র ছিল।ঘটনাটি ঘটে সোমবার দুপুরে, তেলিভিটা এলাকার একটি পুকুরে। পরিবারের অভিযোগ, শর্ট ভিডিও বানানোর উদ্দেশ্যে তারা পুকুরে স্নান করতে নামে। সেই সময়ই এক কিশোরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে; সে নাকি রাজেশকে গভীর জলে ঠেলে দেয় এবং শুভঙ্করকেও একইভাবে জলে ডুবিয়ে দেয়।

মৃতদের পরিবারের দাবি, ভাইরাল হওয়া ভিডিওতেই ঘটনার প্রমাণ মিলেছে।

রাজেশের মায়ের কথায়, ভিডিও সামনে না এলে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না। অন্যদিকে, রাজেশের বাবার অভিযোগ, অভিযুক্ত পরিবারের সঙ্গে পুরনো শত্রুতার জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে।শুভঙ্কর দাসের জীবনও ছিল সংগ্রামের। বাবা-মা না থাকায় তিনি ঠাকুমার কাছেই বড় হচ্ছিলেন। পরিবারের দাবি, মোবাইল সারানোর কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আর ফেরেনি সে। বন্ধুরা জোর করে তাকে পুকুরে নিয়ে যায় বলেও অভিযোগ।ঘটনার পর পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ইতিমধ্যেই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

অভিযুক্ত কিশোরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা চলছে।এই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বন্ধুত্বের আড়ালে কি লুকিয়ে ছিল প্রতিশোধের ছক, নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনো রহস্য;তার উত্তর খুঁজছে পুলিশ। তদন্ত চলছেই।

গরমে স্বস্তি! ১০ই মে পর্যন্ত গৌড়বঙ্গে ভিজবে মাটি!

সাজাহান আলি , নয়া জামানা , দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ বর্ষাকাল আসতে এখনো প্রায় একমাস বাকি। কিন্তু গৌড়বঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা পিছু ছাড়ছে না কিছুতেই। মঙ্গলবার মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে আবহাওয়া বার্তায় জানানো হয়েছে , আগামী ৬ থেকে ১০ মে দক্ষিণ দিনাজপুর , মালদা ও উত্তর দিনাজপুর জেলা সহ গৌড়বঙ্গ জুড়ে আবারো হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বৃষ্টিপাত হতে পারে ৫০ মিলিমিটার , উত্তর দিনাজপুর জেলায় ৬১ মিলিমিটার এবং মালদা জেলায় ৪৭ মিলিমিটারের মতো। আগামী চার দিন গৌড়বঙ্গের তিনটি জেলার আকাশ প্রধানত আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে ৩ থেকে ১৬ কিলোমিটার গতিবেগে বাতাস বইতে পারে।এই দিনগুলিতে গৌড়বঙ্গে আপেক্ষিক আদ্রতার পরিমাণ দাঁড়াতে পারে সর্বোচ্চ ৭৮ - ৮৮ এবং সর্বনিম্ন ৩৭ - ৫১ শতাংশের মতো। তিনটি জেলায় দিনের তাপমাত্রা থাকার কথা সর্বোচ্চ ২৯ থেকে ৩৩ এবং সর্বনিম্ন ২১ থেকে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। ফলে গরমের পরিমাণ অনেকটা কম থাকবে। কখনো উজ্জ্বল রৌদ্র , আবার কখনো মেঘলা আকাশ দেখা যাবে।বর্ষাকাল নয় অথচ লাগাতার বৃষ্টি চলছে , এর কারন কি জিজ্ঞাসা করা হলে মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের নোডাল অফিসার ডঃ জ্যোতির্ময় কার ফর্মা বলেন , কয়েকদিন আগে বাংলাদেশে যে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে তার প্রভাব গৌড়বঙ্গ থেকে এখনো পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। তাই বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

তারপরে ধীরে ধীরে নিম্নচাপের প্রভাব কেটে যাবে। মাঝিয়ানের আবহাওয়া পর্যবেক্ষক সুমন সূত্রধর বলেন , বুধবার রাতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি হওয়ার কথা । তারপর ধীরে ধীরে বৃষ্টি কমে যাবে এবং ১০ তারিখের পর স্বাভাবিক আবহাওয়া ফিরে আসতে পারে। তবে আগামী চার দিনের বৃষ্টিপাতে জনজীবন খুব বেশি ব্যাহত হবে না বলে মনে করা হচ্ছে।

গাজোলে ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনায় মৃত ২

আহমেদ বাপি, নয়া জামানা, মালদা ঃ তেলের ট্যাঙ্কার এর সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল দুই যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে গাজোলের ২০মাইলের মুদিপুকুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাইক আরোহী গাজোল থেকে দেওতলার দিকে যাচ্ছিল ও তেলের ট্যাঙ্কারটি বালুরঘাট থেকে মালদার দিকে যাচ্ছিল। গাজোলের ২০ মাইলের মুদিপুকুর এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ফলে একজন সেখানেই স্পট ডেথ হয়ে যায় এবং অন্য একজনকে স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে, হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সূত্রের খবর, মৃত বাইক আরোহীর বাড়ি গাজোলের দেওতলা অঞ্চলের নদীপুর গ্রামে।

মৃত দুই ব্যক্তির নাম লিটন মন্ডল (১৮) ও পলাশ মন্ডল (২৩)।এই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনার জেরে স্থানীয় বাসিন্দারা বেশ কিছু সময় ধরে যান চলাচল বন্ধ করে রাখে।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে গাজোল থানার পুলিশ। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং তেলের ট্যাঙ্কার গাড়িটিকে উদ্ধার করে গাজোল থানায় নিয়ে যায়। কিভাবে এই দুর্ঘটনা, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, দুর্ঘটনাটির কিছুক্ষণ পরেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় তেলের ট্যাঙ্করটির ড্রাইভার।

বিজেপির বিজয় মিছিলে তৃণমূল দুষ্কৃতীদের হামলা, আহত একাধিক

নয়া জামানা, মালদা ঃ সোমবার ভোট গণনায় সারা রাজ্যব্যাপী বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়েছে গিরুয়া শিবির। এদিন বিজয়োল্লাসের সময় বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালিয়ে তাদের বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সোমবার ভোট ঘোষণার ফল প্রকাশের পর এমনই ঘটনাকে ঘিরে কার্যত রণক্ষেত্র হয়ে উঠল মালদার পুখুরিয়া থানার পরাণপুর কালীতলা এলাকা। ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার আক্রান্ত কর্মীদের নিয়ে পুখুরিয়া থানার দ্বারস্থ হল বিজেপি নেতৃত্ব। হামলার ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীদের দ্রুত চিহ্নিত করে তাদের কঠোর শাস্তির দাবী জানালেন রতুয়ার বিজেপির পরাজিত প্রার্থী অভিষেক সিংহানিয়া। জানা গেছে, সোমবার ভোটের ফলাফল অনুযায়ী মালদার রতুয়া বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী অভিষেক সিংহানিয়া পরাজিত হলেও, তার

দলের নেতাকর্মীরা রাজ্যে বিজেপির জয়জয়কারের জন্য পুখুরিয়া থানার পরাণপুর কালীতলা এলাকায় বাজি পটকা ফাটিয়ে বিজয়োল্লাস করছিল। ঠিক তখনই তৃণমূল আশ্রিত একদল দুষ্কৃতী তাদের উপর হামলা চালিয়ে তাদের বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। এমনকি বিজেপির মহিলা কর্মী সমর্থকদের উপর ও শারীরিক নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় মহিলা-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ১০-১৫ জন বিজেপি কর্মী আহত হন। এই ঘটনার খবর জানতে পেরেই মঙ্গলবার আক্রান্ত কর্মীদের নিয়ে পুখুরিয়া থানায় যান অভিষেক সিংহানিয়া। তিনি কার্যত দুষ্কৃতীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এই ঘটনায় যারা যারা জড়িত রয়েছে তাদের কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না। পুলিশ প্রশাসন প্রত্যেককে খুঁজে বের করে তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।যদিও এই বিষয়ে তৃণমূলের তরফে কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

বিজেপির জয়ে বালুরঘাটে বিনামূল্যে ডালপুরি খাওয়ালেন ব্যবসায়ী

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ চায়ের ঠেক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক পালাবদলের ঢেউ আছড়ে পড়ল ডালপুরির প্লেটে। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার আনন্দে যখন গেরুয়া শিবিরের উল্লাস তুঙ্গে, তখন বালুরঘাট শহরের এক ব্যবসায়ী তাঁর জমানো পুঁজি খরচ করে শামিল হলেন এই উৎসবে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই শহরের রঘুনাথপুর এলাকা ছিল মানুষের ভিড়ে ঠাসা।

সৌজন্যে ছিলেন উত্তম রবিদাস।রঘুনাথপুর এলাকার ডালপুরি বিক্রেতা উত্তম রবিদাস এদিন সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সকলকে বিনামূল্যে গরম গরম ডালপুরি খাইয়েছেন। কোনো অনুদান বা সাহায্য ছাড়াই নিজের ইচ্ছায় কয়েকশো মানুষকে আপ্যায়ন করেছেন তিনি। কিন্তু, কেন এমন উদ্যোগ? উত্তরে উত্তমবাবু বলেন, গত ১৫ বছরে রাজ্যে কোনো শিল্প হয়নি।

শিক্ষিত যুবকরা কর্মসংস্থান না পেয়ে টোটো চালাচ্ছে কিংবা রাস্তার ধারে ঘুগনি বিক্রি করছে। এই অবস্থার পরিবর্তন দরকার ছিল। তাই বিজেপির জয়ে আমি সাধারণ মানুষকে ডালপুরি খাওয়াচ্ছি।

গেরুয়া ঝড়ে চোপড়ায় উচ্ছ্বাস হারালো ঘাসফুল শিবির

সুবল গোপ, নয়া জামানা উত্তর দিনাজপুর ঃ গেরুয়া ঝড়ে উড়ে গেছে চোপড়ায় তৃণমূলের জয়ের উচ্ছ্বাস।চার তারিখের গণনার ফলাফলে চোপড়ায় তৃণমূল প্রার্থী হামিদুল রহমানের জয় হলেও, খুশির আবহাওয়া নেই ঘাসফুল শিবিরে । ফলাফল ঘোষণার সাথে সাথেই চোপড়ায় কোথাও তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে দখল কোথাও পঞ্চায়েতে পদ্ম ফুলের পতাকা।এমনই দৃশ্য গোটা চোপড়া জুড়ে।

উত্তর দিনাজপুর জেলার ২৮ নং চোপড়া বিধানসভার সদর চোপড়া ৩ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে এখন বিজেপির ঝান্ডা উড়ছে। সোমবার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হতেই বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়।সারা রাজ্যের সাথে চোপড়াতেও তার প্রভাব পড়েছে।যদিও চোপড়া বিধানসভা কেন্দ্র তৃণমূলের দখলে গিয়েছে।এই বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হামিদুল রহমান তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী শংকর অধিকারী কে ৬৯ হাজার ১২৪ ভোটে হারিয়েছেন।তবুও এই কেন্দ্রে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা মেতেছেন গেরুয়া আবিরে, রাজ্য সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথেই চোপড়া এলাকায় তৃণমূল শাসিত মাঝিয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েত, এবং সদর চোপড়া ৩ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি সমর্থকেরা দলীয় ঝান্ডা লাগিয়ে দিয়েছেন।অন্যদিকে চোপড়ার জয়ী বিধায়ক হামিদুল রহমানের নিজের অঞ্চলের গ্রাম পঞ্চায়েতে ভাঙচুর চালায় বিজেপির কংগ্রেস সমর্থকরা, এমনটাও জানা গেছে। এই ঘটনায় কিছুক্ষণ জন্য পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে চোপড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। যদিও চোপড়ার বিজেপি নেতৃত্বদের পক্ষ থেকে এলাকা শান্ত রাখার বার্তা দেওয়া হয় কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে,। পরবর্তীতে পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চোপড়া পুলিশ প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।এলাকায় শান্তি ফেরাতে পুলিশ প্রশাসনের নজরদারি রয়েছে । এ ব্যাপারে সদর চোপড়ার বাসিন্দা এবং বিজেপি নেতা সৌমেন সিংহ জানান বিগত পঞ্চায়েত ভোটে চোপড়ার মানুষ ভোট দিতে পারেনি, এখানে কোন ভোট হয়নি। সেই আক্ষেপে তৃণমূলের পতনের পর চোপড়ার সাধারণ মানুষ পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ এবং বিজেপির দলীয় পতাকা লাগাচ্ছে। অবশ্য বিজেপির দলীয় নেতৃত্বরা সমস্ত কর্মী সমার্থকদের এবং সাধারণ মানুষকে শান্তি বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

দখলকৃত তৃণমূল পার্টি অফিসের তালা খুললেন বিজেপি কর্মী , দিলেন শান্তির বার্তা

অপূর্ব বর্মন, নয়া জামানা, মালদা ঃ রাজ্যে নির্বাচনে জয়ের পরেই দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার কড়া বার্তা দিল বিজেপি নেতৃত্ব। ভয়মুক্ত ও ভরসাযুক্ত অসোনার বাংলাদ গঠনের লক্ষ্যে বিরোধী দলের কোনও বুথ, পার্টি অফিস, সাইনবোর্ড, অটো-টোটো স্ট্যান্ড বা অন্য কোনও যানবাহনের স্ট্যান্ড দখল না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি, অন্য রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের নেমপ্লেট খুলে ফেলা বা কোনওরকম অশান্তি সৃষ্টি করলে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।মঙ্গলবার সেই বার্তাই মালদার বিজেপি নেতাকর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিনা সরকার কীর্তনীয়া।নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর বামনগোলা ও মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সাময়িক উত্তেজনার খবর পাওয়া যায়। অভিযোগ ওঠে, বিজেপির জয়ের পর তৃণমূলের কয়েকটি পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।ঘটনার খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে এলাকায় পৌঁছে স্বয়ং তালা খুলে দেন বিনা সরকার কীর্তনীয়া। তিনি বলেন, বিজেপির কর্মীদের এ ধরনের কাজ করার কোনও নির্দেশ নেই।

অন্য দলের অফিস দখল বা তালা ঝুলিয়ে দেওয়া আমাদের নীতির পরিপন্থী। এই ধরনের কাজ তৃণমূলের সংস্কৃতি হতে পারে, বিজেপির নয়। তিনি আরও জানান, রাজ্যে তৃণমূল সরকারের আমলে বিজেপি কর্মীদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে, তারই জবাব গণতান্ত্রিক উপায়ে দিয়েছে সাধারণ মানুষ। তবে জয়ের পর কোনওরকম প্রতিশোধমূলক রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয় বিজেপি। সেই কারণেই হবিবপুর বিধানসভার অন্তর্গত বামনগোলা ও মদনাবতী অঞ্চলের তৃণমূল পার্টি অফিসের তালা খুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

খালি পায়ে প্রচারের প্রতিজ্ঞা পূরণ-জয়ের পর জুতা পরলেন কুশমন্ডির বিজেপি বিধায়ক

দিলদার আলী, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ৩৭ নং কুশমন্ডি বিধানসভা কেন্দ্রে জয়লাভ করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বিজেপির প্রার্থী তাপস চন্দ্র রায়। নির্বাচনী প্রচারের শুরু থেকেই তিনি খালি পায়ে মানুষের কাছে পৌঁছনোর প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন;জয় না হওয়া পর্যন্ত জুতা পরবেন না বলেই সংকল্প করেছিলেন তিনি।সোমবার ৯ হাজার ৬৩ ভোটের ব্যবধানে বিপুল জয় পান তাপস চন্দ্র রায়। এই জয়ের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা পায় তাঁর দীর্ঘদিনের সেই প্রতিজ্ঞা।জয়ের পর মঙ্গলবার কুশমন্ডির শীতলাতলা এলাকায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উদ্যোগে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ফুলের তোড়া দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনার পাশাপাশি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে জুতা পরিয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞার অবসান ঘটানো হয়।

মুহূর্তটি ঘিরে আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে তাপস চন্দ্র রায় বলেন, এই জয় সাধারণ মানুষের জয়। তাঁদের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ নিয়েই আমি আগামী দিনে কাজ করে যেতে চাই। তিনি আরও জানান, এই জুতা পরেই তিনি বিধানসভায় যাবেন, যা তাঁর কাছে মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রতীক। এদিন উপস্থিত বিজেপির প্রাক্তন জেলা যুব মোর্চার সম্পাদক রাকেশ কুমার সরকার বলেন, আজকের দিনটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের।

প্রার্থীকে জুতা পরিয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণের সাক্ষী থাকতে পেরে আমরা আনন্দিত।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুশমন্ডিতে উৎসবমুখর ও আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 06-05-2026 09:56 Page 6

ঝাল মুড়ি জনসংযোগে বিধায়ক চিত্ত মুখার্জি

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুর বিধানসভায় সদ্য নির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক চিত্ত মুখার্জি এক অভিনব উদ্যোগের মাধ্যমে নজর কাড়লেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে সংযোগ স্থাপন করতে তিনি এদিন কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে রাস্তায় নেমে ঝাল মুড়ি খাওয়ানোর কর্মসূচি পালন করেন। রাজনীতির প্রচলিত ধারা থেকে কিছুটা ভিন্ন এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই এলাকায় ব্যাপক চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।এদিন সকাল থেকেই জঙ্গিপুরের বিভিন্ন এলাকায় পায়ে হেঁটে জনসংযোগ শুরু করেন বিধায়ক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দলীয় কর্মী ও অনুগামীরা। পথচলতি সাধারণ মানুষকে থামিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের সমস্যার কথা শোনেন এবং পাশাপাশি সকলকে ঝাল মুড়ি খাওয়ানোর মাধ্যমে এক আন্তরিক পরিবেশ তৈরি করেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এমন সরল ও ঘনিষ্ঠ আচরণে অনেকেই খুশি প্রকাশ করেন।কর্মীদের কথায়, এভাবে বিধায়কের সঙ্গে সরাসরি রাস্তায় নেমে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং একসঙ্গে ঝাল মুড়ি খাওয়া সত্যিই এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি। এই উদ্যোগ কর্মীদের মধ্যেও নতুন উদ্দীপনা তৈরি করেছে বলে মত অনেকের। চিত্ত মুখার্জি জানান

, নির্বাচনে জয়লাভ করার পর তাঁর প্রথম লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের পাশে থাকা এবং তাদের আস্থা অর্জন করা। তাই কোনও বড় মঞ্চ নয়, সাধারণ মানুষের ভিড়েই তিনি নিজের কাজ শুরু করতে চান। তাঁর এই পদক্ষেপে রাজনীতির প্রতি মানুষের আগ্রহ ও বিশ্বাস আরও বাড়বে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। সব মিলিয়ে,

জঙ্গিপুরে এই ঝাল মুড়ি জনসংযোগদ কর্মসূচি এক নতুন রাজনৈতিক বার্তা দিল;জনগণের কাছে পৌঁছাতে হলে সরলতা এবং আন্তরিকতাই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

রোগী মৃত্যু ঘিরে তাণ্ডব,চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ পরিবারের

রহমতুল্লাহ,নয়া জামানা,আজিমগঞ্জ ঃ চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে উত্তাল মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জ হাসপাতাল। এক রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে সোমবার তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্যরা ও স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে হাসপাতালে মোতায়েন করা হয় পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম স্বপন মণ্ডল, বাড়ি আজিমগঞ্জের ফুলবাগান এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, জ্বর ও পায়খানার সমস্যায় গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে গতকাল আজিমগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রথমদিকে সাধারণ চিকিৎসা শুরু হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। অভিযোগ, সেই সময় থেকেই পরিবারের পক্ষ থেকে বারবার চিকিৎসকদের কাছে অনুরোধ করা হয় রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য মহকুমা বা জেলা হাসপাতালে রেফার করার জন্য। কিন্তু চিকিৎসকরা সেই আবেদন উপেক্ষা করেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেননি বলেই দাবি পরিবারের। পরিবারের অভিযোগ, সময়মতো সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে এবং দ্রুত রেফার করা হলে স্বপন মণ্ডলের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব ছিল। সোমবার দুপুরে হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা। তাঁরা হাসপাতালের ভিতরে কর্তব্যরত চিকিৎসককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান এবং চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তোলেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, রোগীকে কার্যত বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা হয়েছিল। যদিও অভিযুক্ত চিকিৎসকের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনার জেরে হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়ালে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এলাকায় চাপা উত্তেজনা বজায় রয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে ফের একবার প্রশ্নের মুখে জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবা। স্থানীয়দের দাবি, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে।

ফল প্রকাশের পরই সন্ত্রাসের আগুন

আতঙ্কের প্রহর গুনছে বহরমপুর

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহর ও সংলগ্ন এলাকায় উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। সোমবার রাতভর একাধিক হিংসাত্মক ঘটনার অভিযোগ সামনে আসে, যার জেরে আতঙ্ক ছড়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে। ভাকুড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের উপপ্রধান বিপ্লব কুণ্ডুর বাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে। বাড়ির জানালা, দরজা ভেঙে ফেলা হয় এবং বাড়ির সামনে রাখা একাধিক মোটরবাইকও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অভিযোগ, একটি বিজয় মিছিল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছু দুষ্কৃতী এই হামলা চালায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিজে বাজিয়ে মিছিলটি চুঁয়াপুর কদমতলা বটতলা এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময়ই এই হামলার ঘটনা ঘটে। বিপ্লব কুণ্ডুর দাবি, হামলাকারীরা বাড়িতে আগুন ধরানোর পরিকল্পনাও করেছিল। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বহরমপুর থানার পুলিশ এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। একই রাতে বহরমপুর শহরের আরেকটি এলাকায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দলীয় কার্যালয়ে

ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এই কার্যালয়টি বহরমপুর মহিলা থানা ও জেলা পুলিশ লাইনের খুব কাছেই অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও হামলাকারীরা নির্বিঘ্নে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। অফিসের আসবাবপত্র ভেঙে ফেলা হয় এবং ফ্লেক্স ও হোর্ডিং খুলে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বহরমপুর কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্র অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বিজেপি সমর্থকরা প্রতিহিংসার রাজনীতি করে না এবং ঘটনার পেছনে অন্য কারণ থাকতে পারে। অন্যদিকে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি ভীষ্মদেব কর্মকারের অভিযোগ, বিজেপির জয়ের পর থেকেই পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার সচিন মাক্কার বলেন, প্রতিটি অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এবারের নির্বাচনে বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রসহ মুর্শিদাবাদ জেলায় বিজেপির উল্লেখযোগ্য সাফল্য রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তন এনেছে। একসময় কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এই এলাকায় অধীর রঞ্জন চৌধুরী-র প্রভাব কমে যাওয়া নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতাকে সামনে এনেছে। এদিকে, একই রাতে নওদা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সফিউজ্জামান শেখকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়াও এক পঞ্চায়েত প্রধানকেও আটক করা হয়েছে। জেলা জুড়ে বিচ্ছিন্ন অশান্তির ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণই এখন শান্তি ফেরানোর প্রধান উপায় বলে মনে করছেন স্থানীয়

মুর্শিদাবাদি মিনিয়েচারের উপাখ্যান

নয়া জামানা ঃ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কেবল বাংলার অন্ন কেড়ে নেয়নি, গিলে খেয়েছিল এক রাজকীয় শিল্পশৈলীকেও। ভাগীরথীর তীরে যে মুর্শিদাবাদ একসময় রঙের বন্যায় ভাসত, প্রাসাদে প্রাসাদে চলত তুলির কারসাজি, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস সেই ‘মুর্শিদাবাদি কলম’ বা চিত্রকলাকেও চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়। মুর্শিদকুলি খাঁ থেকে সিরাজউদ্দৌলা; বাংলার নবাবদের হাত ধরে যে ছবির দুনিয়া ডানা মেলেছিল, ব্রিটিশ বেয়নেটের দাপটে তা শেষমেশ ‘কোম্পানি স্টাইলে’ মাথা নত করতে বাধ্য হয়। জলরঙের সেই সূক্ষ্ম আঁচড়েই আসলে লেখা হয়েছিল বাংলার মধ্যযুগের বিদায় আর আধুনিকতার নিষ্ঠুর এক ‘মহাভারত’। মুঘল দরবার যখন ভাঙনের মুখে, ঠিক তখনই মুর্শিদাবাদে শিল্পের বসন্ত শুরু হয়েছিল। সম্রাট হুমায়ুন পারস্যের টানে যে শিল্পীদের দিল্লিতে জড়ো করেছিলেন, আকবর বা জাহাঙ্গীরের আমলে তা পূর্ণতা পায়। শাহজাহান স্থাপত্যে মজে থাকলেও চিত্রকলা সচল ছিল। কিন্তু শিল্প-বিরাগী ঔরঙ্গজেবের জমানায় মৌচাকে ঢিল পড়ে। দিল্লির সেই আশ্রিত মৌমাছিরা বা শিল্পীরা এরপর নতুন ঠিকানা খুঁজতে ছড়িয়ে পড়েন দেশজুড়ে। তাদেরই এক দল আস্তানা গাড়েন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে। দিল্লির মুঘল ঘরানার সাথে বাংলার নিজস্ব আবেগের মিশেলে তৈরি হয় এক অনন্য চিত্ররীতি। লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রাখা লর্ড ক্লাইভের অ্যালবামে আজও সেই বৈভবের সাক্ষী মেলে। মুর্শিদকুলির দরবার থেকে শুরু করে মহরমের শোভাযাত্রা কিংবা খাজা খিজিরের উৎসব; শিল্পীদের নিপুণ হাতের মিনিয়েচারে বন্দি হয়েছিল সেই রঙিন ইতিহাস। রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতি কাটিয়ে নবাব আলিবর্দি খাঁ যখন মসনদে বসেন, তখন শিল্পীরাও নতুন উৎসাহে রঙ-তুলিতে শান দিতে থাকেন। একদিকে বর্গি হাঙ্গামা সামলানো আর অন্যদিকে ইউরোপীয় বণিকদের নজরদারি; এর মাঝেই নবাবকে নিয়ে আঁকা হয় একের পর এক অনবদ্য ছবি। ইন্ডিয়া হাউসের সংগ্রহে থাকা হরিণ শিকারের একটি ছবিতে আলিবর্দিকে দেখা যায় বিপুলা প্রকৃতির মাঝে এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে। কেবল শিকার নয়, পারিবারিক আবহের ছবিতেও শিল্পীরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। একটি বিশেষ ফ্রেমে দেখা যায়, নবাব তাঁর স্বজনদের নিয়ে বসে আছেন, আর ঠিক উল্টোদিকে মুখোমুখি বসে কিশোর নাতি সিরাজউদ্দৌলা। রাজকীয় আভিজাত্য তখন তুলির ডগায় কথা বলছে। আলিবর্দি যাদের ‘মৌমাছি’ বলে ডাকতেন, সেই ইংরেজরা তখন বাংলায় হুল ফোটানোর অপেক্ষায়। তবে সিরাজউদ্দৌলা যতদিন নবাব ছিলেন, শিল্পচর্চায় ভাটা পড়েনি। বরং এই সময় রাজস্থানি শৈলী আর নবাবি দরবারি মেজাজ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। চিরাচরিত জ্যামিতিক শৃঙ্খলা ভেঙে শিল্পীরা তখন মজেছেন ‘রাগমালা’ সিরিজের ছবিতে। দীপক, গুজরী বা হিন্দোল রাগের সুর তখন রঙ হয়ে ফুটে উঠছে কাগজের ক্যানভাসে। অনেক ছবিতে তরুণ নবাব সিরাজকেই দেখা যাচ্ছে পরম নায়কের বেশে। জমিদার থেকে সভাসদ; সবার জন্যই তখন মুর্শিদাবাদে ছবির হাট বসেছে। পলাশীর প্রান্তরে নবাবের পতনের পর ছবির জৌলুসও ফিকে হতে শুরু করে। মিরজাফর বা মিরকাশিমের আমলে ছবি আঁকা চললেও তাতে ছিল ‘ভাবের দৈন্য’। পুরোনো কারুকার্যের অনুকরণ করার চেষ্টা হলেও সৃজনশীলতার সেই তেজ আর ছিল না। এরপর এল সেই ভয়ংকর মন্বন্তর। না খেতে পাওয়া শিল্পীদের কেউ পাড়ি দিলেন লখনউতে, কেউ বা পেটের দায়ে ব্রিটিশ সাহেবদের ফরমায়েশে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। ভাগীরথীর তীরের সেই ঝকঝকে মুর্শিদাবাদ ক্রমশ অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকল। গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে যাওয়ার পর বাংলার শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল কলকাতা। এক শতাব্দীর সমাপ্তি ঘটিয়ে অন্য এক স্বপ্নের বীজ বোনা হল ঠিকই, কিন্তু মুর্শিদাবাদের সেই নবাবি মেজাজের জলরঙা ইতিহাস চিরতরে হারিয়ে গেল ভাগীরথীর চরে। ছবিটি এআই দ্বারা নির্মিত ।

বাংলার বৃহত্তম টাঁকশালের স্মৃতি...

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ গঙ্গার পলিতে ঢাকা পড়েছে ইতিহাস। অথচ এক সময় এই মাটির নিচেই স্পন্দিত হতো বাংলার অর্থনীতির হৃদপিণ্ড। মুর্শিদাবাদের এলাহিগঞ্জে মাটি খুঁড়তে গিয়ে শ্রমিকের কোদালে হঠাৎই বেজে উঠেছিল ধাতব শব্দ। মাটির জালা ভর্তি মোহর দেখে চমকে উঠেছিলেন সকলে। সেই মোহর পরীক্ষার পর রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ নিশ্চিত করেছে, এগুলি মুর্শিদাবাদের নিজস্ব টাকশালের তৈরি। উদ্ধার হওয়া সেই পঁয়ষট্টিটি মোহর এখন ইতিহাসের সাক্ষ্য দিচ্ছে। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ও জগৎশেঠ মানিকচাঁদের হাতে গড়া সেই টাকশালই ছিল এক সময় বাংলার বৃহত্তম মুদ্রা তৈরির কেন্দ্র। দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ যখন ‘মুকসুদাবাদের’ নাম বদলে ‘মুর্শিদাবাদ’ রাখলেন, তখনই তিনি এক বিশাল বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের স্বপ্ন বুনেছিলেন। সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন ধুরন্ধর ব্যবসায়ী মানিকচাঁদকে। সুদূর পাটনা বা ঢাকা থেকে মুদ্রা আনিয়ে ব্যবসা চালানো ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। সেই সমস্যা মেটাতেই জন্ম নিল মুর্শিদাবাদের এই ঐতিহাসিক টাকশাল। মূলত মানিকচাঁদের কুঠির বিপরীত দিকে গঙ্গার তীরেই এটি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। কালক্রমে মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় আলমগীর ও দ্বিতীয় শাহ আলমের নামাঙ্কিত মুদ্রাও এই কারখানায় তৈরি হয়েছে। তবে টাকশালের সঠিক অবস্থান নিয়ে আজও গবেষকদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। কারো মতে এটি ছিল ইচ্ছাগঞ্জের বিপরীতে, পরে যা ইমামবাড়ার কাছে সরে আসে। বর্তমান ইমামবাড়ার

সামনের ঘাটটির নাম আজও ‘মিন্টঘাট’, যা সেই ইতিহাসের স্মৃতি বহন করে। আবার একাংশের দাবি, যেহেতু টাকশাল দেখভালের ভার ছিল জগৎশেঠদের ওপর, তাই কারখানাটি ছিল তাঁদের বাড়ির ঠিক পাশেই। কিন্তু গঙ্গার করাল গ্রাসে জগৎশেঠদের সেই বসতবাড়ির সঙ্গেই হারিয়ে গিয়েছে বাংলার বৃহত্তম টাকশালের অস্তিত্ব। নবাবী আমলে সোনা-রুপোর একচেটিয়া কারবারী ছিলেন জগৎশেঠরা। যে কেউ সোনা বা রুপো নিয়ে এই টাকশালে গেলে নির্দিষ্ট কমিশনের বিনিময়ে মোহর তৈরি করে নিতে পারত। এই কমিশন ভাগ হতো নবাব ও শেঠদের মধ্যে। ইংরেজ, ফরাসি বা ডাচ বণিকরাও বাধ্য হতেন এই দেশি টাকশালের দ্বারস্থ হতে। ১৭২৫ সালের এক হিসেবে দেখা যায়, শুধু টাকশালের কমিশন বাবদ নবাবের কোষাগারে জমা পড়েছিল ছয় লক্ষ টাকা। লভ্যাংশের নিরিখে এটি ছিল তৎকালীন ভারতের অন্যতম সফল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। মুর্শিদাবাদের এই টাকশালের মুদ্রা চেনার এক অমোঘ বৈশিষ্ট্য ছিল ‘যুঁইফুল’ ছাপ। বাদশা ঔরঙ্গজেবের নামাঙ্কিত এই টাকশালের মুদ্রা আজও সংরক্ষিত আছে পাকিস্তানের লাহোর মিউজিয়ামে। দ্বিতীয় শাহ আলমের রাজত্বের বিশেষ বছরগুলিতে যে মুদ্রাগুলি বের হতো, তার এক পিঠে থাকত ফার্সি হরফে বাদশার নাম এবং অন্য পিঠে লেখা থাকত ‘জবরে মুর্শিদাবাদ’ বা ‘জলুষ ১৯’। এই নিখুঁত ছাঁচ ও শৈলী দেশি মুদ্রাশিল্পের এক অনন্য উদাহরণ হয়ে রয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে বাংলার রাজধানী কলকাতায় স্থানান্তরিত হলে এই টাকশালের গুরুত্ব কমতে শুরু করে। মজার বিষয় হলো, কোম্পানি যখন কলকাতায় নিজস্ব টাকশাল গড়ল, তখনও তারা দীর্ঘকাল ধরে মুর্শিদাবাদের নাম ও বিখ্যাত যুঁইফুল প্রতীক ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিল মুদ্রার বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে। মানিকচাঁদের পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন এই টাকশালের দায়িত্ব সামলেছিলেন। প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরে সগৌরবে চলার পর অবশেষে আধুনিকতার চাপে ও নদী ভাঙনে বিলীন হয়ে যায় বাংলার এই শ্রেষ্ঠ টাকশাল। আজ মাটির ঢিপি আর ভাঙা কলসিতেই আটকে আছে সেই স্বর্ণযুগের ইতিহাস। ফটো সোশ্যাল মিডিয়া ।

ভরতপুর ঃ ৩০,৭৫৩ ভোটে বিজয়ী তৃণমূল প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান

আইয়ুব আলী,নয়া জামানা, ভরতপুর ঃ ভরতপুর ৬৯ নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান সুমন বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন। তিনি মোট ৯০,৮৭০ ভোট পেয়ে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী অনামিকা ঘোষকে ৩০,৭৫৩ ভোটে পরাজিত করেন। অনামিকা ঘোষ পেয়েছেন ৬০,১১৭ ভোট।

কান্দি মহাকুমা রাজ স্কুলে ভোট গণনা শেষে ফলাফল ঘোষণা হতেই এলাকায় উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়। গণনা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসার সময় মুস্তাফিজুর রহমান সুমনকে ঘিরে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ও ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। ঢাক-ঢোল, আবির এবং আনন্দ মিছিলে জয়ের উল্লাসে মেতে ওঠেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। এই জয়ের পর আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি ভরতপুর বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়ক (এমএলএ) হিসেবে নির্বাচিত হন। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ভরতপুর এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নজরুল ইসলাম টারজেনসহ ভরতপুর ও সালার এলাকার একাধিক তৃণমূল নেতা-কর্মী। জয়ের পর মুস্তাফিজুর রহমান সুমন ভরতপুর বিধানসভার সকল মানুষকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, এই জয় এলাকার সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ, দোয়া ও ভালোবাসার ফল। আগামী দিনে তিনি সকলকে সঙ্গে নিয়ে এলাকার উন্নয়নে কাজ করবেন বলেও আশ্বাস দেন।

নির্বাচনে অশান্তি

বিরোধী প্রার্থীদের হুমকি দেওয়ায় ধৃত তৃণমূল নেতা

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ ভোট গণনা শেষ হতেই মুর্শিদাবাদের নওদার তৃণমূল নেতা শফিউজ্জামান শেখ ওরফে হাবিবকে গ্রেফতার করল পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে তাকে বহরমপুর থানার হেফাজত থেকে বের করে আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তার বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ, নওদা বিধানসভায় নির্বাচন চলাকালীন অশান্তি সৃষ্টি, ভোটদানে বাধা প্রদান, বিরোধী প্রার্থীদের হুমকি দেওয়া সহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন তিনি। ভোটের দিন সদ্য নির্বাচিত বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের সঙ্গেও তার বচসার ঘটনাও সামনে আসে।শফিউজ্জামান শেখ, মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ আবু তাহের খানের ভাগ্নে বলেও জানা গিয়েছে। সোমবার গভীর রাতে নওদা থানার পুলিশ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, তদন্তের স্বার্থে আদালতে পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়েছে। ঘটনার জেরে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নওদা কেন্দ্রে সদ্য নির্বাচিত বিধায়ক হুমায়ুন কবির বলেন,এই সব নেতাদের জন্য মমতার এই অবস্থা।

বেলা বাড়তেই উধাও তৃণমূল কর্মীদের উচ্ছ্বাস

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ কান্দিতে ভোট গণনার দিন সকাল থেকেই চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। গণনা কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় ভোর থেকেই তৃণমূলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কার্যত তিল ধারণের জায়গা ছিল না। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে।বাংলার ভোটের ফলাফলের ট্রেন্ড সামনে আসতেই শাসক দলের কর্মীদের উচ্ছ্বাস ক্রমশ ম্লান হয়ে যায়। বিশেষ করে কান্দির তিনবারের বিধায়ক অপূর্ব সরকারের পিছিয়ে পড়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সমর্থকদের মধ্যে হতাশার সুর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সকালবেলায় যাঁরা উচ্ছ্বাস নিয়ে গণনা কেন্দ্রের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন, বেলা ১২টার পর তাঁদের অনেককেই আর দেখা যায়নি।শহরের বাজার এলাকাতেও এর প্রভাব পড়ে। ঝালমুড়ি থেকে

শুরু করে ফলের দোকান ও হোটেল;একাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে যায়। যদিও কিছু ব্যবসায়ীর দাবি, খাদ্য সামগ্রীর ঘাটতির কারণেই তাঁরা দোকান বন্ধ করতে বাধ্য হন। হোটেল ব্যবসায়ী শ্যামসুন্দর দাস জানান, খাবার ফুরিয়ে যাওয়ায় দোকান বন্ধ করেছি, এর পিছনে অন্য কোনও কারণ নেই।এদিন কান্দি বিধানসভা ছাড়াও খড়গ্রাম, বড়ঞা ও ভরতপুর কেন্দ্রের বহু শাসক ও বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থক গণনা কেন্দ্রের আশপাশে জড়ো হয়েছিলেন। কান্দি মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় বিজেপি, সিপিএম ও মিমের কর্মীদের উপস্থিতিও ছিল লক্ষণীয়।দুপুরের পর চারটি কেন্দ্রের ফলাফল মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে গেলে রাজনৈতিক আবহাওয়ায় নতুন মাত্রা যোগ হয়। ভরতপুর ছাড়া বাকি কেন্দ্রগুলিতে বিজেপির এগিয়ে থাকার ইঙ্গিত মিলতেই গেরুয়া শিবিরে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। কান্দি পুরসভার সামনে বিজেপি কর্মীরা আবির খেলে জয়ের আনন্দ উদযাপন করেন। অন্যদিকে, মিম কর্মীদের মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।বিকেলের দিকে স্বল্প সময়ের বৃষ্টিতে গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি মিললেও শহরের রাস্তাঘাট ক্রমশ ফাঁকা হয়ে পড়ে। বিকাল ৪টার পর কান্দি কার্যত নিস্তব্ধ হয়ে যায়, যা দিনের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের স্পষ্ট প্রতিফলন।

দৈনিক নয়া জামানা
পত্রিকা নিয়মিত
পড়ুন ও পড়ান

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 06-05-2026 09:56 Page 7

করিমপুরে দলীয় কার্যালয় পুনরুদ্ধার করল জাতীয় কংগ্রেস

সমীরণ বিশ্বাস, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ম্যাজিক ফিগারের ও বেশি মার্জিন নিয়ে বাংলায় ক্ষমতা এসেছে বিজেপি সরকার। যদিও শূন্যর গেরো কাটিয়ে উঠেছে সিপিআইএম এবং আইএসএফ, কংগ্রেসও পেয়েছে। জয় ঘোষণার পর সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত একাধিক তৃণমূল পার্টি অফিস দখলের ছবি উঠে এসেছে। কোথাও পার্টি অফিস ভাঙচুর, কোথাও আগুন লাগিয়ে দেওয়ার মত ঘটনার অভিযোগ উঠেছে; এমনকি অনেক পার্টি অফিস গেরুয়া রং করে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। কিন্তু নদীয়ার করিমপুরে হল উল্টো পুরান। এখানে তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল তো হয়েছে, তবে সেই দখল করেনি শাসক দল

বিজেপি। এই পার্টি অফিস দখল করল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। যদিও কংগ্রেস কর্মীদের কথায় সেটা দখল নয় পুনরুদ্ধার।জানা যায়, করিমপুর দুই নম্বর ব্লকের নতিডাঙ্গা ১ অঞ্চলে যখন এই পার্টি অফিস তৈরি করা হয়েছিল তখন সেটি নাকি কংগ্রেসেরই ছিল বলে দাবি কংগ্রেস নেতৃত্বদের। কংগ্রেস নেতৃত্বদের দাবি ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই পার্টি অফিস কংগ্রেসের থেকে তৃণমূল দখল করে নেয়। তবে দীর্ঘ সময় পর নিজেদের পার্টি অফিসই পুনরুদ্ধার করলো জাতীয় কংগ্রেস। মঙ্গলবার সকালে করিমপুর বিধানসভার জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী পূজা রায় চৌধুরী নেতৃত্বে দলীয় কর্মী সমর্থকেরা ওই পার্টি অফিসের দখল নেয়। সকাল থেকেই জাতীয় কংগ্রেস কর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় পার্টি অফিসের সামনে। তাঁরা সেখানে জড়ো হয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন। এরপর পার্টি অফিসের গায়ে লেখা তৃণমূল শব্দটি রং দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়। পাশাপাশি অফিসে লাগানো তালা নিজে হাতে ভেঙে দেন প্রার্থী পূজা রায় চৌধুরী। তালা ভাঙার সময় কংগ্রেস কর্মীদের উচ্ছ্বসিত স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

রামপুরহাট পৌরসভা তালাবন্দী, বিজেপির বিক্ষোভে চাঞ্চল্য

সায়ন ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর একাধিক রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বীরভূমের রামপুরহাটে চাঞ্চল্য ছড়ায়। এদিন রামপুরহাট পৌরসভায় বিক্ষোভ দেখায় ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী ও সমর্থকেরা। তারা পৌরসভার মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয় এবং পৌরসভার ভেতরে থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা ও ফেস্টুন খুলে ফেলে। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোনও ভাঙচুর করা হয়নি। বিজেপি নেতাকর্মীদের অভিযোগ, রামপুরহাট পৌরসভায় অনিয়ম ও দুর্নীতি চলছে এবং সাধারণ মানুষকে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই অভিযোগের প্রতিবাদ জানাতেই

এদিন তারা এই কর্মসূচি গ্রহণ করে। বিক্ষোভ চলাকালীন পৌরসভার ভিতরে আটকে পড়েন তৃণমূল কংগ্রেসের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর টিংকু সাউ। তিনি ব্যক্তিগত কাজের জন্য পৌরসভায় গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। পরে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার পর তাঁকে তালা খুলে বাইরে বের করে দেওয়া হয়। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছই পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী

ভোট-পরবর্তী হিংসা, নানুরে খুন তৃণমূল কর্মী

রুম্পা দাস, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ভোট-পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল বীরভূমের নানুর। এক তৃণমূল কর্মীর খুনকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক উত্তেজনা। অভিযোগ, রাজনৈতিক সংঘর্ষের জেরে দফায় দফায় অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ নানুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে হামলা চালানো হয়। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা কার্যালয়ের আসবাবপত্র বাইরে বের করে এনে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এরপর তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্যের বাড়িতেও ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। একইসঙ্গে চন্ডীদাস নানুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মীর হাফিজের বাড়িতেও

ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।এই উত্তেজনার মাঝেই প্রাণ হারান সন্তোষপুর গ্রামের বাসিন্দা, ৪৫ বছর বয়সি তৃণমূল কর্মী আবীর শেখ। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি সমর্থকরা তাকে একা পেয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।মৃতের পিসি মহসিনা বেগম জানান, আবীর তাদের বাড়িতে এসেছিলেন। সেখান থেকে নিজের বাড়ি ফেরার পথে তিনি হামলার শিকার হন।অন্যদিকে, এই সংঘর্ষে এক বিজেপি কর্মী, সুদেব মাঝি আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাকে বোলপুর সিয়ান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।ঘটনার পরেই এলাকায় ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। নানুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যেই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।এলাকায় এখনও থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

পার্টি অফিস দখল বিজেপির সংস্কৃতি নয় ঃ শ্যামাপদ মন্ডল

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বোলপুর সাংগঠনিক জেলায় সাতটি আসনের মধ্যে পাঁচটিতে জয়লাভ করেছে বিজেপি। মঙ্গলবার সকালে বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল তাঁর শান্তিনিকেতনে বাসভবনে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। এদিন তিনি বলেন, বীরভূম জেলায় কাজল ও কেষ্ট বাবুর দ্বন্দ্ব, তাদের সেই রাগ ঈর্ষা পূরণ করার একটা ভালো সময় বেছে নেওয়া হয়েছে গতকাল আমাদের জয়লাভের পর থেকে। গণনা শেষ হবার আগে থেকেই ক্যাম্পে অনেক নতুন মুখ দেখেছি। তৃণমূলের কিছু আশ্রিত দুষ্কৃতি বিজেপির ঝান্ডা হাতে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি করছে। একই সঙ্গে তিনি প্রশাসনের কাছে এই বিষয়টি নিয়ে আবেদন জানান ও সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেন।পাশাপাশি তিনি বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে কোন হিংসার

পথে না যাওয়ার বার্তাও দেন। ঘরবাড়ি ভাঙচুর বা কাউকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকতে বলেন তিনি। তাঁর সংযোজন, এটা তৃণমূল কংগ্রেস দল নয়, ভারতীয় জনতা পার্টি। আমরা এত রাজ্যে থাকা সত্ত্বেও কোথাও এই ঘটনা ঘটেনি। তাই বাংলাতেও আমরা ঘটতে দেব না। এছাড়াও তিনি তৃণমূলের যে সমস্ত নেতা বিগত নির্বাচনে ভোট পরবর্তী হিংসায় বিভিন্নভাবে অত্যাচার করেছেন। তাদেরও সতর্ক করেন। নানুর বিধানসভায় এত ভোট পাবার পরেও, পরাজয়ের কারণে প্রশাসনের কাছে রিকাউন্টিংয়ের জন্য আবেদন করেছেন বলেও জানান তিনি। একই সঙ্গে অন্য দল থেকে বিজেপিতে যোগদানের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অন্য দল থেকে আমাদের কাছে যোগদানের ঢল আসছে। এইসব সুবিধাবাদীদের থেকে অতি সাবধানে থাকব। আমাদের কর্মীরা নেতৃত্ব দেবেন। রাজ্য সভাপতি ও বিরোধী দলনেতা আহ্বানে আমার এখনই কাউকে দলে নেব না।পাশাপাশি এদিন বোলপুরে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভোটের আগে তৃণমূলের নানা অত্যাচার কথা তুলে ধরেন।একইসঙ্গে ভোটের পরে বিজেপি জেতার পর বিভিন্ন জায়গার দলীয় কার্যালয় দখলদারি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা আমাদের সংস্কৃতি নয়। বিজেপি এর সঙ্গে যুক্ত নয়।

গেরুয়া ঝড়ে 'ম্লান' বোলপুরের ঘাসফুল শিবির

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বিধানসভা নির্বাচনে জয় এলেও শহরের ভোটে ফের ধাক্কা খেল তৃণমূল। আর সেই ফল ঘিরেই এখন বোলপুর শহরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। সোমবার প্রকাশিত ফলাফলে বীরভূম জেলার ১১টি আসনের মধ্যে ৬টিতে জয় পেয়েছে বিজেপি, অন্যদিকে ৫টি আসনে জয়লাভ করেছে তৃণমূল। তার মধ্যে বোলপুর আসনে তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিংহ ১৩,১৮৮ ভোটে জয়ী হন। পরাজিত হন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। তবে এই জয়ের মধ্যেও শহরের ভোটের ফলাফল তৃণমূলের অস্বস্তি বাড়িয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে বোলপুর আসনে জয় পেলেও শহরের ভোটে বড় ধাক্কা খেয়েছিল তৃণমূল। ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৪টিতেই বিজেপির কাছে পরাজিত হতে হয় শাসকদলকে।

এমনকি অনুব্রত মণ্ডলের নিজের ওয়ার্ডেও হার অস্বস্তি বাড়িয়েছিল দলের মধ্যে। এরপর ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও এই শহরে বিজেপির কাছে পিছিয়ে পড়ে তৃণমূল। এবারের বিধানসভা নির্বাচনেও সেই প্রবণতা বজায় রয়েছে। বোলপুর আসনে জয় এলেও জানা গিয়েছে, শহরের ২২টি ওয়ার্ডের মধ্যে মাত্র চার-পাঁচটি ছাড়া প্রায় সবকটিতেই তৃণমূলকে হার মানতে হয়েছে বিজেপির কাছে। এমনকি এবারেও অনুব্রত মণ্ডলের ওয়ার্ড এবং প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিংহের নিজের ওয়ার্ডেও তৃণমূলকে পরাজিত হতে হয়েছে। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলই ভরসা জুগিয়েছে তৃণমূলকে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইলামবাজার ব্লকের বিলাতি, মঙ্গলডিহি, জয়দেব, সাত্তর ও শীর্ষা অঞ্চলে বড় লিড পাওয়ার ফলেই আসনটি ধরে রাখতে পেরেছে শাসকদল। তবে এসব এলাকায় আগের বারের চেয়ে জয়ের ব্যবধান অনেকটাই কমে গেছে এমনটাই খবর। ফল ঘোষণার পর চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। তবে শহরের ভোটে ভালো ফল করার চেষ্টা করেছিলাম, সেটা সফল হয়নি। আগামী দিনে এর কারণ বিশ্লেষণ করা হবে। অন্যদিকে বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, শহরের মানুষ সবসময়ই আমাদের পাশে ছিলেন। এবার গ্রাম থেকে শহর সব জায়গাতেই মানুষ বিজেপিকে সমর্থন করেছেন। আগামী দিনে আরও বড় জয় আসবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরে তৃণমূলের এই ধারাবাহিক পরাজয় একাধিক কারণের ফল। সংগঠনের ভেতরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ও দুর্নীতি নিয়ে মানুষের ক্ষোভ বেড়েছে। তাই শহুরে ভোটারদের মধ্যে বিজেপির ক্রমবর্ধমান প্রভাব বেড়েছে। এখন সামনের লড়াইয়ে শহরাঞ্চল দখল করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ তৃণমূলের।

বীরভূমে তৃণমূলের প্রথম জেলা কার্যালয়ে পড়ল তালা

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূম জেলায় চলছে গেরুয়া ঝড়। ১১টি আসনের মধ্যে মাত্র ৪টি আসনে জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সিউড়ি-সহ বাকি সাতটি আসনে জিতেছে বিজেপি। সিউড়ি আসনে ২৮৬৮৬ ভোটের ব্যবধানে তৃণমূল কংগ্রেসের উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে জিতেছেন বিজেপির জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তার পরেই সিউড়ির তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে পড়ল তালা। উল্লেখ্য, যেখানে এই তালা পড়েছে সেটাই ছিল বীরভূম জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম কার্যালয়। নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন দলের কার্যালয় বন্ধ থাকার ঘটনা, কেষ্টর জেলায় এই প্রথম।২০১২ সালে ক্ষমতায় আসার পর একটি বিশাল কাপড়ের দোকানকে কিনে, সিউড়ি পুরসভা সংলগ্ন স্বস্তিতলা মোড়ে প্রথম জেলা কার্যালয় করেছিল তৃণমূল।আগে এই পার্টি অফিসেই প্রত্যেক নির্বাচনের দিন এবং ফল ঘোষণার দিন এসে বসতেন অনুব্রত মণ্ডল। সেখানেই বসে দিতেন নির্দেশ। পরে যদিও বোলপুরে করা হয় আরও একটি জেলা কার্যালয়। তার পর থেকে সেখানেই বসেই ভোট পরিচালনা করতেন অনুব্রত। তবে, নির্বাচন বা ফল ঘোষণার দিন বোলপুর পার্টি অফিস থেকে অনুব্রত আসতেন সিউড়ির দলীয় কার্যালয়ে।২০১২ সালের পর থেকে এই কার্যালয়েই উড়ত সবুজ আবির। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গমগম করত। তবে, এই বার নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন ভিন্ন চিত্র এই কার্যালয়ে। দুপুর থেকেই ফাঁকা হতে শুরু করে সেই অফিস। আর সন্ধ্যায় সেখানে নামল শাটাল। লাগানো হলো তালা। বর্তমানে দলের আশঙ্কা বিজেপি পুরোদমে ক্ষমতায় আসার পরে এক এক করে তৃণমূলের সমস্ত কার্যালয় দখল করে নেবে। যদিও শিওরির বিধায়ক জঘন্য চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, সকল কর্মী সমর্থকদের শান্ত থাকতে।কোনরকম বিশৃঙ্খলা তৈরি যেন না হয়।

নদীয়ায় ফুটলো 'পদ্মফুল' ঃ ১৪ আসনে জয়ী বিজেপি , বাকি ৩ ঘাসফুলে

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নদীয়া জেলাজুড়ে এখন চলছে গেরুয়া ঝড়। উত্তর থেকে দক্ষিণে কার্যত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তৃণমূল।এ যেন একেবারে শিকড় থেকে উপরে ফেলার মতন দশা। কালীগঞ্জ, পলাশীপাড়া, চাপড়া এই তিন বিধানসভায় ঘাসফুল নিজের গড় অক্ষুন্ন রাখতে পারলেও বাকি ১৪টি বিধানসভাতেই পদ্মফুল ফুটেছে। তৃণমূলকে হারাতে হয়েছে নাকাশিপাড়া, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ, নবদ্বীপ, তেহট্ট, রানাঘাট, করিমপুরের মতো আসনগুলি। এমনকী নদীয়া দক্ষিণের মতুয়া গড়েও দাঁত ফোটাতে পারল না তৃণমূল কংগ্রেস। নদীয়া জেলার সিংহভাগ আসনেই বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে গেরুয়া শিবির। একুশের বিধানসভার নির্বাচনের থেকেও ছাব্বিশেও অভূতপূর্ব ভালো ফল করেছে বিজেপি। বিশেষ করে

কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী তারক চট্টপাধ্যায় রেকর্ড মার্জিনে, ৭৭ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছেন।রানাঘাট লোকসভার সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেন, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মানুষ তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়েছে। কারণ মুখ্যমন্ত্রী বারবার হিন্দু মানুষদের অপমান করেছেন। তার বদলা জনতা নিয়েছেন। বৃহত্তর বাংলাদেশ তৈরি আটকাতেই বাংলার মানুষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।রাজনৈতিক মহলের দাবি, নদীয়া জেলায় তৃণমূল প্রত্যাশিত ফল করতে পারেনি।কেননা সংখ্যালঘু এলাকায় মুসলিম ভোট ভাগ হয়েছে। সোমবার বেলা গড়াতেই নদীয়া জেলায় বিজেপি যে অভূতপূর্ব ফল করতে সফল হয়েছে, তা দিন কে দিন আরো প্রসারিত হচ্ছে।

মোদী ঝড়ে উত্তাল রানাঘাট, বিনামূল্যে শুরু ঝালমুড়ি বিতরণ

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ বঙ্গে ভোট প্রচারে এসে ঝালমুড়ি খেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তা নিয়ে জোরদার চাপানউতোর চলেছিল বঙ্গ রাজনীতির আঙিনায়। খোঁচা দিয়েছিলেন স্বয়ং তৃণমূল সুপ্রিমো থেকে গোটা জোড়া ফুল শিবির। মোদীও পাল্টা বলেছিলেন, তৃণমূলের ঝাল লেগেছে। কথা ছিল বিজেপির জয় সুনিশ্চিত হতেই হবে ঝালমুড়ি বিতরণ। এবার সেই ছবিই দেখা গেল রানাঘাট উত্তর-পূর্ব বিধানসভা এলাকায়। উঠল জয় শ্রীরাম স্লোগান। পাশাপাশি ফ্রি-তেই দেওয়া হচ্ছে ঝালমুড়ি। রীতিমতো ক্যাম্পও করা হয়েছে। হাওয়াই চটি ঝুলিয়ে রেখে চলছে ঝালমুড়ি বিতরণ। বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের দাবি, দীর্ঘদিন এই রাজ্যে তৃণমূল অত্যাচার চালায়। তাই তারা এবং এলাকার মহিলারা ঠিক করেন এদিন আর রান্না করবেন না, পরিবর্তে সারাদিন ঝাল মুড়ি খেয়েই কাটাবেন সবাই। এলাকার সকল স্তরের মানুষকে তারা আহ্বান করছেন বিনামূল্যে ঝালমুড়ি খেয়ে যাওয়ার জন্য।এলাকার এক মহিলা স্মৃতিকণা বিশ্বাস বলছেন, আমাদের পাড়ায় রান্না-বান্না সব বন্ধ। সারাদিন আমরা ঝালমুড়ি খেয়ে থাকব।

শান্তিপুরের পঞ্চায়েতে তালা, সংঘর্ষে দুই ফুল !

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ বিজেপির জয়জয়কার হতেই এবার তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতে তালা এবং বিজেপির দলীয় পতাকা লাগানোর অভিযোগ উঠলো বিজেপির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি নদীয়ার শান্তিপুর ব্লকের বেলগড়িয়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের। এবার পঞ্চায়েতের তালা লাগানোকে কেন্দ্র করে সরব হয়েছেন তৃণমূলের প্রধান। বেলগড়িয়া দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বর্ণালী বর্মন জানান, মঙ্গলবার সকালে পঞ্চায়েতের পরিচারিকা যখন গেট খুলতে যান তখন তিনি দেখতে পান গেটে আরেকটি তালা লাগানো রয়েছে এবং একাধিক জায়গায় বিজেপির দলীয় পতাকাসহ পঞ্চায়েতের মাথাতেই লাগানো রয়েছে বিজেপির পতাকা। এরপরেই রীতিমতো বিধ্বিত হয় পঞ্চায়েতের সমস্ত কার্যক্রম। তালা খুলতে না পারাতে বন্ধ হয় নাগরিক পরিষেবা। অপরদিকে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে রীতিমতো তালা খুলতেও পারেননি তারা। ঘটনা জানাজানি হতেই শান্তিপুরের বিডিও এবং শান্তিপুরের ওসিকে সমস্ত ঘটনা জানালেও কোনরকম ভাবেই পঞ্চায়েতের তালা খোলা হয়নি বলে অভিযোগ প্রধানের। যদিও এই ঘটনায় নাম না করে বিজেপিকেই দোষারোপ করেছেন পঞ্চায়েত প্রধান। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বিজেপির তরফ থেকে জানানো হয়েছে বিজেপি শৃঙ্খলাবদ্ধ দল। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের জন্য কোনরকম ভাবেই বিজেপি দায়ী নয়, সারা রাজ্যে ক্ষমতায় এসে এরকম পঞ্চায়েত আগামীতে স্বেচ্ছায় যোগদান করবে। সেক্ষেত্রে পঞ্চায়েতে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অপরদিকে ওই পঞ্চায়েত দুর্নীতিগ্রস্ত, বহু মানুষ নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত এবং সাধারণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ থেকেই তালা বন্ধ হয়েছে সেই পঞ্চায়েত, দাবি বিজেপির।এছাড়াও বহুবার সংবাদ মাধ্যমে এসেছে ওই পঞ্চায়েতের দুর্নীতি! আর এবার রাজ্যে তৃণমূল মুক্ত হওয়ার কারণে বিজেপির জয় জয়কার। তৃণমূলের পরাজয়ে উচ্ছ্বসিত মানুষজন এই কাজ করতে পারে বলে জানায় বিজেপি কর্তৃপক্ষ। তবে, তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতে তালা দেওয়াকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এখন দেখার এই ঘটনায় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে স্থানীয় প্রশাসন।

হিংসা রুখতে রাস্তায় বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় , দিলেন শান্তির বার্তা

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে সম্ভাব্য অশান্তি ঠেকাতে সরব হলেন সিউড়ির নব নির্বাচিত বিধায়ক তথা রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সিউড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা পার্টি অফিসে হঠাৎই একদল উচ্ছৃঙ্খল যুবক হামলা চালায় বলে অভিযোগ। তারা তৃণমূলের পতাকা নামিয়ে বিজেপির পতাকা উত্তোলন করে এবং একাধিক ব্যানার ও হোর্ডিং ছিঁড়ে ফেলে।ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। সেখানে গিয়ে তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্যোগ নেন।

তৃণমূলের পার্টি অফিসে লাগানো বিজেপির পতাকা খুলে ফেলার নির্দেশ দেন এবং ছেঁড়া ব্যানারগুলো একপাশে সযত্নে রাখার কথা বলেন।এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কড়া বার্তা দিয়ে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, যারা এই ধরনের ভাঙচুর করছে, তারা বিজেপির কর্মী নয়। কিছু অসাধু ব্যক্তি বিজেপির নাম ভাঙিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। তিনি আরও বলেন, বিজেপি

কখনও হিংসার রাজনীতি করে না, বরং একটি শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তোলাই দলের লক্ষ্য।একই সঙ্গে তিনি ২০২১ সালের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিরোধী কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষের উপর যে আক্রমণের অভিযোগ উঠেছিল, সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার হিংসা রুখতে দৃঢ় অবস্থান নিচ্ছে বিজেপি। তার কথায়, অতীতে যে ভয়ভীতি ও দমন-পীড়নের রাজনীতি দেখা গিয়েছিল, আমরা তার সম্পূর্ণ বিরোধী। ক্ষমতার পরিবর্তন মানেই প্রতিশোধ নয়, বরং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য।পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি। এমনকি তিনি বলেন, এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের আগামী পাঁচ বছর জেলের বাইরে রাখা উচিত নয়।সিউড়ি শহর তথা সিউড়ী পৌরসভা এলাকায় যাতে কোনও রকম বিশৃঙ্খলা না ছড়ায়, তার জন্য প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে তৎপরতা চালানো হচ্ছে বলেও জানান তিনি। সব মিলিয়ে, রাজনৈতিক পালাবদলের এই সময়ে শান্তি, নিরাপত্তা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার বার্তাই সামনে আনলেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

শান্তিপুরে বিজয় মিছিলে বুলডোজার , উচ্ছ্বসিত পদ্ম সমর্থকরা

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ গত সোমবারের ভোট গণনায় সারা রাজ্যে বিপুল পরিমাণ ভোটে জয়যুক্ত হয়েছে গেরুয়া শিবির। রানাঘাট ও কৃষ্ণনগরের পাশাপাশি নদীয়ার শান্তিপুর শহরে শাসক শিবির থেকে বাম শিবির, প্রত্যেক প্রার্থীদের সাথে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের শেষে বিপুল ভোটে জয় যুক্ত হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী স্বপন কুমার দাস।

তার এই জয়কে উদযাপন করতে মঙ্গলবার সকাল থেকেই শান্তিপুর শহরে দেখা গেল উৎসবের আবহ। এদিন শান্তিপুরের বেলঘড়িয়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে বুলডোজার চালিয়ে বিজয় মিছিল বের করল শান্তিপুরের বিজেপি নেতৃত্ব। গেরুয়া আবির মেখে একাধিক কর্মী সমর্থকেরা এদিন বিজয় মিছিল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এলাকার অলি-গলিতে। এদিন কর্মী

সমর্থকদের ভাষ্য মতে, উত্তরপ্রদেশের বুলডোজার বাবা যোগী আদিত্যনাথ যেইভাবে বুলডোজার দিয়ে অপশাসন ও দুর্নীতিকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন, এবার থেকে পশ্চিমবঙ্গেও একই জিনিস দেখা যাবে। বুলডোজার দ্বারা তারা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান, এমনটাই দাবী। বুলডোজার হয়ে উঠবে শান্তির প্রতীক। কর্মীদের বক্তব্য, আমরা শান্তি বজায় রাখতে চাই, তার জন্যই পরিবর্তন চেয়েছে মানুষ।এই বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করেন অসংখ্য মহিলা বিজেপি কর্মী সমর্থক থেকে শুরু করে পুরুষ বিজেপি কর্মীরা। বিজয় মিছিলে গেরুয়া আবিরের ঝড় ওঠে এদিন।

৮
৬ মে ২০২৬

পূর্ব ও পঃ বর্ধমান

নয়া জামানা

নব্য বিজেপি কর্মীদেরই একাংশ
এলাকায় অশান্তি করছে ঃ বিজন মুখার্জি

রাকেশ লাহা,নয়া জামানা,জামুড়িয়া ঃ নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহের মাঝে জামুড়িয়ায় অশান্তি ,ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনাকে ঘিরে কড়া বার্তা দিলেন জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির নব নির্বাচিত বিধায়ক ড. বিজন মুখার্জি। মঙ্গলবার সন্ধ্যা প্রায় সাতটা নাগাদ বিজপুর গ্রামে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন;বিরোধী দলের কার্যালয় ভাঙচুর, বাড়িঘর দখল বা শারীরিক নিগ্রহের মতো কোনও ঘটনাকে বিজেপি কোনওভাবেই সমর্থন করে না। বিধায়ক বলেন, যদি কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এই ধরনের কাজে যুক্ত থাকে, তাহলে তার সম্পূর্ণ দায় তাদের নিজেদের নিতে হবে।

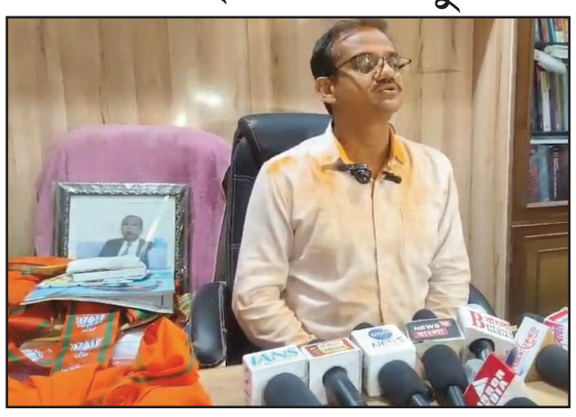

দল এর সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত নয়। পুলিশ প্রশাসনকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে;আইন নিজের পথে চলবে। তিনি জানান, ফলপ্রকাশের পর থেকেই জামুড়িয়ার একাধিক এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে আগুন লাগানো, ভাঙচুর , দোকান বন্ধ করে দেওয়া বা কার্যালয় দখলের অভিযোগ তাঁর কাছে এসেছে। এই বিষয়ে দলীয় স্তরে খোঁজখবর নিয়ে দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নতুনভাবে বিজেপিতে যোগ দেওয়া প্রাক্তন তৃণমূল বা সিপিএম কর্মীদের একটি অংশ এই ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে। পাশাপাশি, কিছু ক্ষেত্রে দলের কয়েকজন কর্মীও 'অতি উৎসাহে' এই ধরনের কাজে যুক্ত হয়েছে বলে স্বীকার করেন তিনি। ড. মুখার্জি স্পষ্ট করেন, বিরোধীদের উপর আক্রমণ, ঘরবাড়ি ভাঙচুর, দলীয় কার্যালয় দখল, ফ্লেক্স-ফেস্টুন ছেঁড়া;এই সব কর্মকাণ্ড বিজেপির নীতির পরিপন্থী। যদি কোথাও এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে, তবে তার দায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেই নিতে হবে। রাজনৈতিক মহলে এই বক্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে, বিশেষ করে নির্বাচন-পরবর্তী অশান্তির আবহে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার বার্তা হিসেবে।

আসানসোলে স্থানীয় উত্তেজনার কারণে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে বন্ধ থাকা একটি দুর্গামন্দির এখন পুনরায় খুলে দেওয়া হয়েছে এর ফলে ভক্তরা সেখানে নিয়মিত পূজা-অর্চনার জন্য ফিরে আসতে পারছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ের প্রেক্ষাপটে মন্দিরটি পুনরায় খোলা হল এই ঘটনাটিকে সেখানকার বাস্তব পরিস্থিতিতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হিসেবে দেখা হচ্ছে।
নয়া জামানা , আসানসোল

বিজেপির জয়ের মাঝে উলটপুরান-তৃণমূলের অফিস পুনরুদ্ধারের চেষ্টা কংগ্রেসের

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ বিধানসভা নির্বাচনে বঙ্গে বিজেপি বিরাট জয়ের মাঝে আসানসোল শহরে একেবারে উলটপুরান। বিজেপি নয়, কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা আসানসোল শহরে জিটি রোডে বিএনআর মোড় সংলগ্ন তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দখল নেওয়ার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে আসানসোল দক্ষিণ (পিপি) থানার পুলিশ সেখানে আসে। তখন আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার কংগ্রেসের প্রার্থী শৌভিক মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কর্মীরা বন্ধ তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসের সামনে কংগ্রেসের পতাকা লাগাচ্ছিলো। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তাদেরকে সেখান থেকে চলে৫ যেতে বলেন। কিন্তু কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা তাদের

কথা না শুনে পতাকা লাগাতে থাকেন। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তাদেরকে সেই কাজ করতে বাধা দেন। ততক্ষণে এলাকায় সাধারণ মানুষের ভিড় জমে যায়। পুলিশের সঙ্গে কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীদের বাকবিতন্ডা শুরু হয়ে যায়। এরপর বাধা পেয়ে কংগ্রেসের কর্মীরা ঐ অফিসের বাইরে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির মূর্তির সামনে ধর্ণায় বসে স্লোগান দিতে থাকেন।কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীদের দাবি, এই অফিস কংগ্রেসের ছিলো। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পরে তৃণমূল কংগ্রেস তা দখল করে নেয়। এখন তৃণমূল কংগ্রেস বিধানসভা নির্বাচনে হেরে গিয়ে, ক্ষমতা হারিয়েছে। তাই তারা এদিন এই অফিস পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে ফিরে পেতে বা দখল নিতে চাইছে। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা আবারও কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীদের সেখানে থেকে চলে যেতে বলে। কিন্তু তা না শোনায় পুলিশ জোর করে তিনজনকে ধরে গাড়িতে তুলে নেয়। সেই সময়ও কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা পুলিশ অফিসারের সাথে বচসায় জড়ায়। পুলিশের গাড়ি এরপরে তাদেরকে নিয়ে থানায় চলে যায়। যদিও, এই নিয়ে, তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস নেতৃত্বর কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি। পুলিশ জানায়, আইন ভঙ্গ করায় কংগ্রেসের কর্মীদের ঐ এলাকা থেকে তুলে আনা হয়েছে।

কুলটিতে বিজয় মিছিল বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা, কুলটি ঃ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এ বাংলায় বিজেপি উল্লেখ যোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। পদ্ম প্রার্থীরা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আসনে জয়লাভ করেছেন। পশ্চিম বর্ধমান জেলার কুলটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির ডাঃ অজয় পোদ্দার প্রায় ৩০,০০০ ভোটের বিশাল ব্যবধানে পুনরায় বিজয়ী হয়েছেন। এই জয়কে এলাকার সাধারণ মানুষের অটুট আস্থা ও সমর্থনের প্রতিফলন হিসেবে দেখা হচ্ছে। আসানসোল জেলা মিডিয়া ইনচার্জ তথা কুলটি বিধানসভা মণ্ডল সহ-সভাপতি টিঙ্কু বর্মা এই জয়কে গণতন্ত্রের জয় হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ও উন্নয়নমূলক কাজের উপর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাদের পূর্ণ আস্থা

প্রকাশ করেছেন।এই জয় উপলক্ষে মঙ্গলবার বিজেপির তরফে এক বর্ণাঢ্য বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়। সেই মিছিল সীতারামপুর স্টেশন থেকে শুরু হয়ে নিয়ামতপুর বাজার হয়ে বরাকর বিধানসভা কার্যালয় পর্যন্ত যায় । এই বিজয় মিছিলের মাধ্যমে টিঙ্কু বর্মা দলের মহিলা, পুরুষ ও যুব কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বিধায়ক ডাঃ অজয় পোদ্দারকে সম্মান ও শুভেচ্ছা জানান।মিছিলে টোটো, মোটরসাইকেল ও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এই মিছিলে দেশাত্মবোধক স্লোগানে মুখরিত হয়ে সমগ্র এলাকায় এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

বুলডোজার নিয়ে বিজয় মিছিল

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ কুলটি বিধানসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি সমর্থকরা এক বর্ণাঢ্য বিজয় মিছিলের আয়োজন করেন। মিছিলটি লক্ষ্মণপুর দুর্গামন্দির থেকে শুরু হয়ে সবনপুর গ্রামে গিয়ে শেষ হয়। রাস্তাজুড়ে ডিজে মিউজিক, গেরুয়া পতাকা ও 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে এলাকা। একটি বুলডোজারও মিছিলের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক সত্যজিৎ দাস-সহ দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা। তাঁরা এই আয়োজনকে জনগণের জোরালো সমর্থনের প্রতিফলন বলে দাবি করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জানান উৎসবমুখর পরিবেশে মিছিলটি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। মিছিলে অংশ নেওয়া কর্মী-সমর্থকরা হাতে গেরুয়া পতাকা নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। ডিজে

সাউন্ড ও নাচ-গানের মাধ্যমে গোটা এলাকা উৎসবের চেহারা নেয়। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নেতারা বলেন এই বিজয় মিছিল দলের প্রতি মানুষের আস্থার প্রতীক। আগামী দিনে আরও বৃহৎ কর্মসূচির ইঙ্গিতও দেন তাঁরা। মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে নেতারা এলাকার উন্নয়ন ও ঐক্যের বার্তা দেন। উৎসবের আবহে সাধারণ মানুষও এই কর্মসূচিকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেন। স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে এই মিছিলকে কেন্দ্র করে আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিহিংসা নয় শান্তি-তৃণমূল অফিস থেকে পতাকা সরালেন বিধায়ক

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা,বর্ধমান ঃ নির্বাচনে জয়ের পর সংযম ও শান্তির বার্তা দিলেন ভাতার বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির জয়ী প্রার্থী সৌমেন কারফা। মঙ্গলবার দিনভর এলাকায় মাইকিং করে তিনি সাধারণ মানুষকে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানান এবং কোনো ধরনের অশান্তি বা সংঘর্ষে জড়াতে নিষেধ করেন। এদিন ভাতারের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে প্রচার চালানোর পাশাপাশি একটি ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেসের একটি দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে নিজের হাতে বিজেপির পতাকা ও ফেস্টুন খুলে দেন সৌমেন কারফা। তার কথায়, দলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে;বিরোধী দলের কর্মীদের কোনও ক্ষতি করা যাবে না এবং

তাদের দলীয় কার্যালয় দখল করা চলবে না। সৌমেন কারফা জানান, ভাতার বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় ৬, ৫২৮ ভোটে জয়লাভ করেছে বিজেপি। তিনি অভিযোগ করেন, গত ১৫ বছরে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে সাধারণ মানুষ নানা ভাবে অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। তবে সেই প্রেক্ষাপটেও তিনি প্রতিহিংসার রাজনীতি থেকে দূরে থাকার বার্তাই দিয়েছেন।তিনি বলেন, জয়ের পর আমরা কোনো প্রতিশোধের রাজনীতি চাই না। সকলকে সঙ্গে নিয়েই উন্নয়নের পথে এগোতে চাই।জয়ের পর এমন সংযত ও শান্তিপূর্ণ বার্তা ঘিরে ইতিমধ্যেই ভাতাড় জুড়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

বিজেপি সমর্থককে হুমকি
পাল্টা তৃণমূল কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙ্গচুর

নয়া জামানা ,রানিগঞ্জ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণায় গেরুয়া ঝড়ের পরে এলাকায় এলাকায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে হামলার ঘটনা জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটছে। সেই সব কার্যালয়ে বিজেপির পতাকা টাঙ্গিয়ে দখল করে নেওয়ার ঘটনাও ইতিমধ্যেই পাড়ায় পাড়ায় ঘটেছে। এইসব ঘটনার পরে বিজেপি নেতৃত্বর বার্তা পাওয়ার পরে পুলিশ প্রশাসন সর্বত্রই সক্রিয় কড়া হাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু এলাকা কে শান্ত করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে।তবে দিকে দিকে এত বিশাল পরিমাণ আক্রোশ লক্ষ্য করা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশ প্রশাসন অসহায় হয়ে পড়েছে। তবে এরই মাঝে অন্য একটা ঘটনা নিয়ে অভিযোগ উঠেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের রানিগঞ্জে চাপুই রতিবাটি এলাকায়। তা ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য চড়ালো গোটা এলাকায়। এই গ্রামের এক পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেন, তৃণমূলের কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি তথা বর্তমানে কর্মাধ্যক্ষ বিনোদ নুনিয়া তার দলবল সহ আগ্নেয়াস্ত্র, হকিস্টিক ও রড নিয়ে শ্যাম কেওট সহ বেশ কিছু জনের বাড়ি বাড়ি

গিয়ে হুমকি দিচ্ছে শাসাচ্ছে। আর এই অভিযোগ পাওয়ার পরই বিজেপির কর্মী ও সমর্থকেরা ঘিরে পেলেন বিনোদ নুনিয়ার বাড়ি সংলগ্ন গোটা এলাকা। চলে বিনোদ নুনিয়ার বাড়িতে অভিযান। যদিও, সেই খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। এলাকার বেশ কিছু জন বাসিন্দাদেরকে নিয়ে পুলিশ বিনোদ নুনিয়ার বাড়িতে তল্লাশি চালায়। যদিও সেখানে কোন আগ্নেয়াস্ত্র খুঁজে পাইনা পুলিশ । ঐ বাড়ির মধ্যে কেউ না থাকায় বাড়ি দুটিকে বন্ধ করে রাখা হয়। এদিকে, পুলিশ চলে যাওয়ার পরই বিজেপির বেশ কিছু কর্মী ও সমর্থক গ্রামের তৃণমূলের কার্যালয় ও অন্য সকল অংশে ব্যাপকভাবে ভাঙচুর চালায়। আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন সামগ্রী। এই ঘটনার পরে গোটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

অশান্তির নেপথ্যে কারা ? বিধায়কের শান্তির বার্তা সত্ত্বেও ভাঙ্গচুর

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা, সালানপুর ঃ নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক অরিজিৎ রায় স্পষ্টভাবে শান্তি ও সংযমের বার্তা দিলেও বারাবনি ও সালানপুর জুড়ে একের পর এক ভাঙচুরের অভিযোগ ঘিরে বাড়ছে রহস্য ও উদ্বেগ। তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে হামলা, পাথর ছোড়া এবং মোটরবাইকে দাপাদাপির ঘটনায় সাধারণ মানুষের একাংশ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন বলে খবর। নির্বাচনের পরদিনই বিধায়ক অরিজিৎ রায় কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দেন; কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা নয়, কোনও হেনস্থা নয়, এটাই আমাদের অবস্থান।
তাঁর দাবি, দীর্ঘদিনের ভয় ও সন্ত্রাসের পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতেই মানুষ বিজেপিকে বিপুল সমর্থন দিয়েছে। সেই আস্থার মর্যাদা রক্ষা করাই এখন দলের প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু মাটির ছবিতে যেন অন্য সুর। বিভিন্ন এলাকা থেকে ভাঙচুর ও হুমকির অভিযোগ সামনে আসছে। এতে প্রশ্ন উঠছে; এই ঘটনাগুলি কি আদৌ বিজেপির সংগঠিত কর্মী-সমর্থকদের কাজ? নাকি অন্য কোনও উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা চলছে? স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বিজেপি সাধারণত সংগঠন ও শৃঙ্খলার উপর জোর দেয়।
দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য করা তাদের স্বভাবসিদ্ধ নয়। সেই প্রেক্ষিতে বিধায়কের স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে, তাহলে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। অনেকেই মনে করছেন, বিজেপির নাম ভাঙিয়ে কিছু দুষ্কৃতী অশান্তির পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে।অন্যদিকে সাধারণ মানুষের একাংশের বক্তব্য, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে কিছুটা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে সেই আবেগ যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে তা নতুন করে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে পারে; যা কোনওভাবেই কাম্য নয়। এই পরিস্থিতিতে আবারও সংযমের ডাক দিয়েছেন অরিজিৎ রায়। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, অন্যায়ের বিচার হবে আইনের পথেই, কোনওভাবেই আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া চলবে না। তাঁর এই অবস্থান অনেকের কাছেই ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে।
সব মিলিয়ে প্রশ্ন এখন একটাই; শান্তির বার্তার পরেও যদি অশান্তি না থামে, তাহলে এর নেপথ্যে কারা? প্রশাসনের পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছেও এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

পরিচারিকা থেকে বিধায়ক,স্বপ্নপূরণ কলিতার

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ সকাল থেকে অন্যের বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাজ করতে হয়। তার জন্য প্রচারের সময় টুকু অনেক সময় মেলেনি। সন্ধ্যার পর অন্যের মোবাইল, আরা টর্চের আলোয় বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে রাত পর্যন্ত ঘরে ঘরে ঘুরেছেন। সঙ্গে ছিলেন গুটি কয়েক দলীয় কর্মী এবং এলাকার মহিলারা। সেই জীবন যুদ্ধে লড়াই করা কলিতা মাঝি এবার ভোটে জয়ী হলেন। বিজেপির এই মহিলা প্রার্থী পূর্ব বর্ধমানের আউসগ্রাম লোকসভা ভোটে প্রার্থী ছিলেন। জেলার জঙ্গলমহল হিসাবে পরিচিত এই কেন্দ্রে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের হেভিওয়েট প্রার্থী তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার। তাকে ১২ , ৫৩৫ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। যা বিধানসভা এলাকায় নজীর সৃষ্টি হল বলে দাবি সকলের। আদিবাসী গৃহবধূ কলিতা মাঝি অভাব আর অনটনের সঙ্গে দীর্ঘ দিন লড়াই করেছেন। এলাকার লোকজন জানিয়েছেন বাড়ি বাড়ি কাজ করে

কোন রকমে তার সংসার চলে। সকাল আটটায় ঘর থেকে বের হয়ে দুপুর গড়িয়ে যায়। তবুও মানুষের সঙ্গে তাঁর অবাধ মেলামেশা। সাধারণ পরিবার গুলোর পাশে থাকার বাসনা দীর্ঘ দিনের। তাই গতবারের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর কাছে যখন প্রার্থী হবার প্রস্তাব এসেছিল বিজেপির কাছ থেকে, তখন তিনি রাজি হয়ে যান। কিন্তু সেবার তিনি পরাজিত হন। কিন্তু দমে না গিয়ে এবারের প্রস্তাবে আবার দল তাকে প্রার্থী করে। কিন্তু এবার রাজ্যের গেরুয়া ঝড়ে জয়ী হয়েছেন। আউসগ্রামের একটি ছোট ঘর থেকে বিধায়ক হয়ে তিনি রাইটার্স বিল্ডিং এর বিধানসভায় বসবেন। এই জয়ের পর এলাকার বিভিন্ন পরিবারের লোকজন বলছেন কলিতা আমাদের বাড়ির কাজের লোক ছিল না, সে বরাবরই প্রতি ঘরের মেয়ে। যতদূর জানা গেছে কলিতা মাঝি খুবই সাদামাটা জীবন যাপন। সারাটা দিন পরিবারের অন্যদের মুখে খাবার জোটানোর জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এবার প্রার্থী হবার পর তার নাম এসআইআরে বিবেচনাধীন ছিল। পরে নাম তালিকা ভুক্ত হয়েছে। একেবারে নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মতো অবস্থা হলেও ভোটে জিতে সাধারণ মানুষের জন্য অধিকারের লড়াই চালিয়ে যেতে চান। জয়ের পর সেটাই জানিয়েছেন তিনি। বলেন, মোদীজি যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তিনি তা পালন করবেন। বলেছেন, এই জয় পরিবর্তনের। আউসগ্রামের কোন উন্নয়ন হয়নি। সবটাই তৃনমূল কংগ্রেসের ভাঁওতা। এবার তিনি পানীয় জল, রাস্তাঘাট, গরিব মানুষের জন্য আবাসন, নিকাশি ব্যবস্থা সহ একাধিক কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন। বলেন, জঙ্গলমহলের মানুষ অনেক কষ্টে আছেন, তাদের কষ্ট দুর করতে হবে।

বিজেপি সমর্থকদের উপর লাঠিচার্জ-বদলি আইসি

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা , আসানসোল ঃ নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরে সোমবার রাতে আসানসোল শহরে জিটি রোডে বড় পোস্ট অফিস সংলগ্ন তৃণমুল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে বেশ কয়েক বিজেপি কর্মী ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। সেই খবর পেয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ সেখানে যায়। পার্টি অফিসে ভাঙচুরের সময় পুলিশ বেশ কয়েকজনকে ধরে ফেলে। তাদেরকে সরাতে পুলিশ সেখানে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। রাস্তায় ফেলে তাদেরকে মারা হয়। তারপরে তাদেরকে পুলিশের গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় আসানসোল দক্ষিণ থানায়। এই খবর পাওয়ার পরে বেশ কিছু বিজেপির কর্মী ও সমর্থকেরা আসানসোল দক্ষিণ থানায় পৌঁছে যায়। তারা থানা ঘেরাও করে

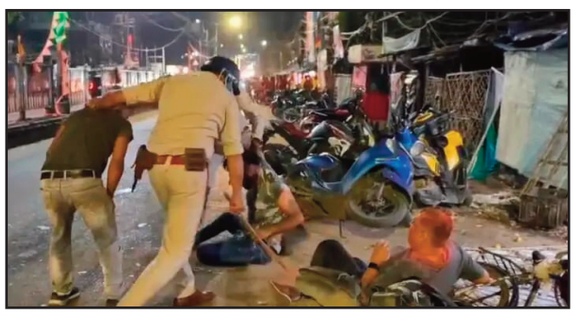

বিক্ষোভ দেখান। জানা গেছে, গোটা বিষয়টি বিজেপির জেলা নেতৃত্বের কানে পৌঁছায়। তারা তা নিয়ে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপরই আসানসোল দক্ষিণ থানার আইসি বা ইন্সপেক্টর ইনচার্জ অনিমেষ দাসকে সরিয়ে লাইনে ক্লোজ করা হয়। আসানসোল দক্ষিণ থানার নতুন আইসি পদের দায়িত্ব দেওয়া হয় আসানসোল সাইবার থানার আইসি বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়কে। মঙ্গলবার সকালে তিনি নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বলে পুলিশ কমিশনারেট সূত্রে জানা গেছে। এই প্রসঙ্গে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক উচ্চ পদস্থ আধিকারিক বলেন, যা হয়েছে উপর মহলের নির্দেশে হয়েছে। এর চেয়ে বেশি তিনি কিছু অবশ্য বলতে চাননি।

দুর্নীতি-অরাজকতা বন্ধ হবে,বার্তা গলসির হবু বিধায়কের

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ এবার সব ধরনের অরাজকতা এবং দুর্নীতি বন্ধ হবে। মঙ্গলবার এই বার্তা দিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজু পাত্র। তরুণ এই যুব নেতা এবার কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে দশ হাজারের বেশি ভোটে হারিয়েছেন। জেতার পর তিনি এলাকার উন্নয়ন সহ একাধিক পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। এদিকে জয়ী হওয়ার পর থেকেই বিজেপি কর্মীদের আনাগোনা রাজু পাত্রর বাড়িতে। কেউ ফুলের মালা নিয়ে, কেউ পদ্মফুল, আবার কেউ মিষ্টি দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন তাঁকে। গলসির বিজয়ী প্রার্থী রাজু পাত্রর বাড়ি এখনও মাটির দেওয়ালের উপর অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া। এই বাড়িতেই থাকেন তিনি। যা আজও তার সহজ সরল জীবন যাপনের পরিচয় বহন করে। অতি সাধারণ পরিবারের ছেলে হয়েও ভয়ভীতি দুরে রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছিলেন।
গলসি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জামালপুরের প্রাক্তন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝিকে ১০, ৪৯৪ ভোটে পরাজিত করেছেন। তাঁর জয়ে সবচেয়ে বেশি খুশি তার পরিবার। বাবা-মা, স্ত্রী সকলেই এই জয়কে তাঁদের পরিশ্রমের ফসল হিসাবেই দেখছেন। স্বামীর জয়ের কথা বলতে গিয়ে আবেগে ভেসে পড়েন স্ত্রী জয়ন্তী পাত্র। চোখ জল থাকলেও, কণ্ঠে ছিল বিজেপি নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা। তার দাবী, দলের কাজের চাপে তাদের সেইভাবে সময় দিতে পারতো না রাজু। ছেলে মেয়ের পড়াশোনা থেকে সংসার সব সামলেছেন তিনিই। বহু পরিশ্রমের ফলে এই সাফল্যর জন্য গর্বিত তিনি। অন্যদিকে জয়ী হবার পর গলসি বাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে রাজু পাত্র বলেন, এলাকার মানুষের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি নারীদের সুরক্ষা দেওয়া হবে। যেন রাত বারোটাতেও মহিলারা নির্ভয়ে পথে বের হতে পারে। তার কথায়,যারা দুর্নীতি করেছে তাদের উপর বুলডোজার চলবে। তবে তিনি চালাবেন না প্রশাসন চালাবে। এছাড়া যারা বালি চুরি করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তার দাবী, গতকাল থেকেই এলাকায় বালি চুরি ও অবৈধ্য বালির কাঁটা বন্ধ হয়ে গেছে। দুর্নীতি হলে কোনভাবেই তা মেনে নেওয়া হবে না বলে সাফ জানান তিনি। নিজের ঘরের দিকে তাকিয়ে বলেন, তিনি গরীব পরিবারের সন্তান। তার একটি ছোট্ট গ্যারেজ ছিল। সেখান থেকেই বিজেপি করতে শুরু করেন। দলের কাজের চাপে সেই গ্যারেজ এখন বন্ধ হয়ে গেছে। মাসের পর মাস দলের কাজে বাইরে গেছেন। ঘরে অভাব থাকলেও কেউ তাকে উপার্জন করার জন্য চাপ দিতেননা। তিনি ও তার কর্মীরা মুড়ি খেয়ে দিন পার করিয়েছেন। তবুও কোনদিন দুর্নীতির সাথে যুক্ত হননি আর হবেনও না। তিনি বলেন, গেরুয়া আবহে বহু তৃণমুলের লোকেরা ভয়ে গেরুয়া আবির মেখেছে। তবে চোরদের তাদের দলে জায়গা দেওয়া হবে না।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 06-05-2026 09:56 Page 9

দিলীপের জয়ে জল্পনা

তুঙ্গে-বড় দায়িত্ব কি অপেক্ষায় ?

নয়া জামানা,খড়্গপুর ঃ দীর্ঘ ১০ বছর পর আবার বিধায়ক হিসেবে ফিরে এলেন দিলীপ ঘোষ। নিজের পুরনো কেন্দ্র খড়্গপুর সদর থেকেই তিনি জয় ছিনিয়ে এনেছেন। প্রায় ৩০ হাজারের বেশি ভোটে তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ সরকারকে হারিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন নিজের জনপ্রিয়তা এখনও অটুট। বিজেপি রাজ্যে সরকার গড়ার পথে এগোতেই এখ ন দলের অন্দরে জোর জল্পনা; দিলীপ ঘোষ কি পেতে চলেছেন বড় কোনও দায়িত্ব? এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য খুব সংযত প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন দিলীপ। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, তদল আমাকে টিকিট দিয়েছিল, আমি লড়েছি এবং জিতেছি। এখন দল যে দায়িত্ব দেবে, সেটাই আমি মাথা পেতে নেব।দ তাঁর এই মন্তব্যে বোঝা যাচ্ছে, তিনি দলীয় সিদ্ধান্তের উপরই আস্থা রাখ ছেন। মঙ্গলবার সকালে খড়্গপুরে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ আরও বলেন, তপশ্চিমবঙ্গের মানুষ অনেক সহ্য করেছে। তৃণমূলকে ১৫ বছর সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু এবার আর দেয়নি। মানুষের রায় স্পষ্ট।দ পাশাপাশি তিনি অতীতের উদাহরণ টেনে বলেন, বাম আমলেও একইভাবে পরিবর্তন এসেছিল। এদিকে রাজ্যের সামগ্রিক ফলাফলেও বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। মোট ২৯৩টি আসনের মধ্যে সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী বিজেপি ২০৬টি আসনে জয়ী হয়েছে। তৃণমূল পেয়েছে ৮১টি আসন। কংগ্রেস ও সিপিএম যথাক্রমে ২টি ও ১টি আসনে জয় পেয়েছে। এছাড়া ভাঙড়ে আইএসএফের নওশাদ সিদ্দিকি নিজের আসন ধরে রেখে ছেন। সব মিলিয়ে, রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে, আর সেই প্রেক্ষাপটে দিলীপ ঘোষের ভূমিকা কী হবে, সেটাই এখ ন দেখার।

অযোধ্যা পাহাড়ে সেন্দরা ঃ রীতির আদালতে কড়া বার্তা বন্ধ হল বাল্যবিবাহ

নয়া জামানা,পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়-এ প্রকৃতির কোলে পালিত হল আদিবাসী সমাজের প্রাচীন উৎসব 'সেন্দরা'। প্রতি বছর বুদ্ধ পূর্ণিমা-র দিন পাহাড়ের মাথায় বসে এই বিশেষ সামাজিক সভা, যা স্থানীয়দের কাছে 'ল বীর বাইসি' নামে পরিচিত। এই সভাকেই তাঁদের সমাজের সর্বোচ্চ বিচারব্যবস্থা হিসেবে মানা হয়। এ বছরের সেন্দরায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিয়ে আর কোনওভাবেই মান্যতা পাবে না বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, ডাইনি অপবাদ দিয়ে কাউকে একঘরে করা বা জরিমানা করার মতো প্রথাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে সমাজ সংস্কারের দিকে বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের পুরুলিয়া জেলা পারগানা রতনলাল হাঁসদা জানান, এই সভায় সমাজের নানা অমীমাংসিত সমস্যা মেটানো হয় এবং আগামী বছরের সামাজিক নিয়মও ঠিক করা হয়। তিনি বলেন, কম বয়সে বিয়ে রুখ তে এ বার বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এবং মাঝিবাবাদের এই ধরনের বিয়েতে অংশগ্রহণও বন্ধ করা হয়েছে। সেন্দরাকে অনেকেই শিকার উৎসব মনে করলেও, আয়োজকদের দাবি;এটি মূলত ঐতিহ্য ও সামাজিক ঐক্যের প্রতীক। জঙ্গল ও বন্যপ্রাণ রক্ষা করেই এই উৎসব পালিত হয়। ভোর থেকেই কিন্দরির সুরে মুখরিত হয়ে ওঠে পাহাড়। তরুণ থেকে প্রবীণ, সকলেই তীর-ধনুক নিয়ে জঙ্গলে যান, যা শুধুই রীতির অংশ।

এ বারও বিভিন্ন জেলা থেকে বহু মানুষ অংশ নেন। বন দপ্তরের সহযোগিতায় এবারের সেন্দরা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও রক্তপাতহীনভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

পুরুলিয়ায় গেরুয়া ঝড়, ৯-০ ব্যবধানে বিজেপির দাপুটে জয়

নয়া জামানা,পুরুলিয়া ঃ জেলার রাজনৈতিক মানচিত্রে বড় পরিবর্তন এনে ৯-০ ব্যবধানে সবকটি আসন দখল করল বিজেপি। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ছয়টি আসন নিয়ে যাত্রা শুরু হলেও এবারে তারা পূর্ণ আধিপত্য কায়েম করল। লোকসভা নির্বাচনের পরেও দলের শক্তি অটুট ছিল, আর এবার বিধানসভায় তা আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল। জেলা ভিত্তিক ফলাফলে দেখা যায়, পুরুলিয়া কেন্দ্রে সুদীপ মুখোপাধ্যায় ৪৯,২৫৩ ভোটে সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারান। বাঘমুন্ডিতে রুহিদাস মাহাতো ৪০,৮১৭ ভোটে জয়ী হন। জয়পুরে বিশ্বজিৎ মাহাতো পান ২২,২১৮ ভোটের ব্যবধান। মানবাজারে বিজেপির ময়না মুর্মু মন্ত্রী সন্ধ্যারানী টুডুকে ২৭,২৮৩ ভোটে পরাজিত করেন। বান্দোয়ানে রাজীব লোচন সরেনকে হারিয়ে ২৯,৫৭৭ ভোটে জেতেন লবসেন বাস্কে। পাড়া কেন্দ্রে চাঁদ বাউরী ৩৩,৭২১ ভোটে জয় পান। কাশিপুরে পরাজিত হন তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া। রঘুনাথপুরে মামনি বাউরী এবং বলরামপুরে শান্তিরাম মাহাতোকে হারিয়ে জয়ী হন জলধর মাহাতো। পরাজয়ের পর সন্ধ্যারানী টুডু বলেন, তআনুষের রায় মাথা পেতে নিলাম।দ অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থীরা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সব মিলিয়ে, পুরুলিয়া এখন পুরোপুরি গেরুয়া রঙে রাঙা;এ নিয়ে আর কোনও সংশয় নেই।

পাকবিড়রার মাঠে ভাষা লড়াইয়ের স্মৃতি, মানভূমের গর্বের ইতিহাস

নয়া জামানা,পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ার পাকবিড়রা-র এক সাধারণ মাঠ আজও বহন করে এক অসাধারণ ইতিহাস। অবিভক্ত মানভূমের ভাষা আন্দোলনের নীরব সাক্ষী এই জায়গা। এখান থেকেই বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে শুরু হয়েছিল ঐতিহাসিক আন্দোলন। ১৯৫৬ সালের ২০ এপ্রিল, লোকসেবক সঙ্ঘের নেতৃত্বে শুরু হয় 'বঙ্গ সত্যাগ্রহ অভিযান'। পাকবিড়রার বটতলা থেকে ১০০৫ জন সত্যাগ্রহী গান গেয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন। তাঁদের কণ্ঠে ছিল বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসার গান;যা আন্দোলনের শক্তি জুগিয়েছিল। ইতিহাসের পাতা বলছে, ১৯১১ সালে ব্রিটিশ শাসনে বাংলাকে ভাগ করা হলে মানভূম অঞ্চল বিহার, ওড়িশার অন্তর্ভুক্ত হয়। অথচ এই অঞ্চলের মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। স্বাধীনতার পরও পরিস্থিতি বদলায়নি। ১৯৪৮ সালে বিহার সরকার স্কুলে হিন্দি বাধ্যতামূলক করে এবং বাংলা শিক্ষাকে প্রায় বন্ধ করে দেয়। এতে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে গোটা মানভূমে। প্রতিবাদে কংগ্রেসের অনেক নেতা দল ছাড়েন এবং গড়ে তোলেন লোকসেবক সঙ্ঘ। পরে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সিদ্ধান্তে অসন্তোষ আরও বাড়ে। তখনই শুরু হয় এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন। ১৭ দিন হাঁটতে হাঁটতে সত্যাগ্রহীরা কলকাতায় পৌঁছন। সেখ ানে ১৪৪ ধারা ভেঙে আন্দোলন চালালে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। কয়েকদিন জেলে থাকার পর তাঁরা মুক্তি পান, কিন্তু তাঁদের আন্দোলন থামেনি। অবশেষে দীর্ঘ লড়াইয়ের ফল মেলে। ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর মানভূমের একটি বড় অংশ বাংলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গড়ে ওঠে বর্তমান পুরুলিয়া জেলা। পাকবিড়রার এই মাঠ আজও সেই সংগ্রামের গর্বময় স্মৃতি বহন করে।

নন্দীগ্রামে আবারও শুভেন্দুর দাপট, গেরুয়া উল্লাসে মুখর জনপদ

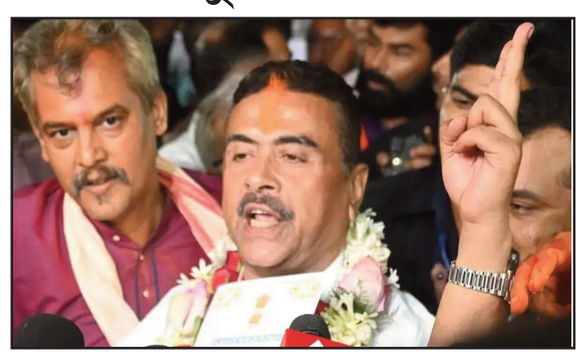

নয়া জামানা,নন্দীগ্রাম ঃ নিজের গড় নন্দীগ্রামে ফের একবার জয়ের ধারা বজায় রাখলেন শুভেন্দু অধিকারী । পদ্ম-পতাকা হাতে, গেরুয়া আবিরে রঙিন হয়ে উঠল গোটা এলাকা। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উল্লাসে সোমবার দিনভর সরগরম ছিল নন্দীগ্রামের বিভিন্ন প্রান্ত। উল্লেখ যোগ্যভাবে, ২০২১ সালে এই কেন্দ্র থেকেই মমতা । ব্যানার্জী -কে পরাজিত করেছিলেন শুভেন্দু। সেই ধারাবাহিকতাই বজায় রেখে এবারও নিজের শক্ত ঘাঁটি ধরে রাখলেন তিনি। একসময় ভূমি আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল নন্দীগ্রাম;যেখানে সাধারণ মানুষের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শুভেন্দুই। সেই আন্দোলনের ফলেই ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন রেয়াপাড়া, সোনাচূড়া, গোকুলনগর, টেঙ্গুয়া-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় জয়োৎসবের ছবি দেখা যায়। অন্যদিকে, কিছু মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় যেমন কাঞ্চননগর, কেন্দামারি বা মহম্মদপুর;ছিল চাপা উদ্বেগ। বিকেলের পর বেশ কিছু জায়গায় দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়, যা পরিস্থিতির সূক্ষ্ম উত্তেজনার ইঙ্গিত দেয়। তৃণমূলের কিছু কর্মী-সমর্থক এলাকায় অশান্তির আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, আগের অভিজ্ঞতা থেকেই তাদের মধ্যে ভয় কাজ করছে। যদিও বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এটি মানুষের রায় এবং উন্নয়ন ও স্বচ্ছতার পক্ষেই ভোট পড়েছে। সব মিলিয়ে, নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর এই জয় শুধু রাজনৈতিক নয়, প্রতীকীভাবেও গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

জঙ্গলমহলে গেরুয়া ঝড় ঃ পুরুলিয়া-বাঁকুড়ায় ২১-এ ২১

নয়া জামানা,পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া ঃ জঙ্গলমহলের দুই গুরুত্বপূর্ণ জেলা পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় এবারের নির্বাচনে একতরফা ফল করল বিজেপি। মোট ২১টি আসনের সবকটিতেই জয় পেয়ে কার্যত ঝড় তুলেছে গেরুয়া শিবির। পুরুলিয়ার ৯টি এবং বাঁকুড়ার ১২টি;একটিতেও জিততে পারেনি তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার পুরুলিয়ার রাঁচি রোডের গণনাকেন্দ্রের বাইরে সকাল থেকেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন বিজেপি কর্মীরা। প্রথম রাউন্ড থেকেই এগিয়ে থাকতে শুরু করে গেরুয়া প্রার্থীরা, আর সেই লিড আর ফেরানো যায়নি। আবির, ঢাক, ব্যান্ড;সব মিলিয়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয় গোটা এলাকায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কুড়মি ভোটের সরে যাওয়া, পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষোভ এবং বিভিন্ন প্রতিশ্রুতিমূলক প্রকল্প এই ফলাফলে বড় ভূমিকা নিয়েছে। বিশেষ করে মহিলা ভোটব্যাঙ্কে ধাক্কা খেয়েছে তৃণমূল। যদিও শুরুতে তৃণমূল নেতৃত্ব অন্তত কয়েকটি আসনে জয়ের আশা করেছিল, কিন্তু গণনার শুরুতেই সেই আশা ভেঙে যায়। পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো এই জয়ের কৃতিত্ব দিয়েছেন সাধারণ মানুষের ক্ষোভকে। তাঁর দাবি, দুর্নীতি, নারী নির্যাতন ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার বিরুদ্ধেই মানুষ রায় দিয়েছে। অন্যদিকে বাঁকুড়াতেও একই ছবি দেখা যায়। প্রতিটি আসনেই বড় ব্যবধানে জয়ী হয়েছে বিজেপি। জয়ী প্রার্থীরা এই ফলকে তআনুষের রায়।দ বলে উল্লেখ করেছেন। তৃণমূল প্রার্থীরা পরাজয় স্বীকার করে জানিয়েছেন, মানুষ পরিবর্তন চাইতেই এই ফল হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ফল জঙ্গলমহলের রাজনীতিতে বড় বার্তা দিয়ে গেল।

মাড়ভাতেই ভরসা, জয়ের পর প্রতিশ্রুতি পূরণে চন্দনা বাউরির

নয়া জামানা বাঁকুড়া ঃ চন্দনা বাউরি; একজন সাধারণ গৃহবধূ থেকে দু'বারের বিধায়ক, তবুও জীবনযাত্রায় নেই কোনও বদল। শালতোড়া কেন্দ্র থেকে ফের জিতে তিনি জানিয়ে দিলেন, মানুষের দেওয়া দায়িত্বই এখ ন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। ২০২১ সালের নির্বাচনে জয়ের পর যেমন ছিলেন, ২০২৬-এ জয়ের পরেও তেমনই আছেন চন্দনা। তাঁর কথায়, তআড়ভাত ছাড়া পেট ভরে না।দ আজও সকাল শুরু হয় মাড়ভাত আর আলুসেদ্ধ দিয়ে। জয়ের পর বাড়িতে কর্মী-সমর্থকদের ভিড় থাকলেও, সেই ব্যস্ততার মাঝেই সহজভাবে সবার সঙ্গে কথা বলেন তিনি। বাঁকুড়ার কেলাই গ্রাম-এর এক সাধারণ পরিবারে বড় হয়েছেন চন্দনা। তাঁর স্বামী পেশায় রাজমিস্ত্রি, আর তিনিও আগে জোগাড়ের কাজ করতেন। ছোট থেকেই রাজনৈতিক ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হন। পরে দল তাঁকে প্রার্থী করলে সাধারণ মানুষের সমর্থনেই জয়ী হন। দলীয় নেতৃত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চন্দনা বলেন, তছোট গ্রাম থেকে তুলে আমাকে এত বড় জায়গায় নিয়ে এসেছে দল। পার্টি যা বলবে, সেটাই করব।দ তবে শুধু জয় নয়, মানুষের জন্য কাজ করাই এখন তাঁর মূল লক্ষ্য। ভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দামোদর নদের উপর পাকা সেতু নির্মাণ, প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া, আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন;এসবই তাঁর 'পাখি র চোখ'। পাশাপাশি, পাথর খ াদানগুলোও সরকারি নিয়ম মেনে চালানোর আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। সহজ জীবনযাপন আর কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা;এই দুই মিলিয়েই চন্দনা বাউরি আজ শালতোড়ার মানুষের কাছে ভরসার নাম হয়ে উঠেছেন।

ঝালমুড়ির ঝুড়িতে জয়ের স্বাদ, বিক্রমের দোকানে ভিড় বিজেপি শিবিরের

নয়া জামানা,ঝাড়গ্রাম ঃ জয়ের সার্টিফিকেট হাতে, মুখে প্রশস্ত হাসি; ফল ঘোষণার পরেই সরাসরি ঝালমুড়ির দোকানে পৌঁছে গেলেন বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত সাউ। ঝাড়গ্রাম কলেজ মোড়ের টিটি মার্কেটের ছোট্ট সেই দোকান এখন যেন রাজনৈতিক উচ্ছ্বাসের কেন্দ্র। কারণ, এখানেই কিছুদিন আগে আচমকা এসে ঝালমুড়ি খেয়েছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী।

সেই ঘটনার পর থেকেই দোকানটির আলাদা পরিচিতি তৈরি হয়েছে। সোমবার ভোট গণনা শেষ হতেই দোকানের সামনে উপচে পড়া ভিড়। সাধারণ ক্রেতাদের পাশাপাশি হাজির বিজেপি নেতা-কর্মীরাও। লক্ষ্মীকান্ত দোকানে ঢুকেই প্রণাম করে বলেন, তবানান দাদা।দ এরপর দশ টাকার ঝালমুড়ি কিনে নিজে খান, আর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও বিলি করেন;একেবারে প্রধানমন্ত্রীর স্টাইলে। এদিন বিক্রমকুমার সাউ অসুস্থ থাকায় দোকান সামলান তাঁর বাবা উত্তম সাউ ও মা সুনীতা দেবী। তাঁদের হাতের ঝালমুড়ির গন্ধে চারদিক ভরে ওঠে। তাঁরা জানান, প্রধানমন্ত্রীর সফরের পর থেকেই বিক্রি অনেক বেড়েছে;আগে যেখ ানে অর্ধেক বস্তা বিক্রি হতো, এখন তা দেড় বস্তায় পৌঁছেছে। রাজনৈতিক তরজা নিয়েও চলছে কটাক্ষ। লক্ষ্মীকান্ত বলেন, তঝালমুড়ি খাওয়াতেই ওদের ঝাল লেগেছিল, এখন মানুষই জবাব দিয়েছে।দ এদিকে বিজেপি নেতা সুখময় শতপথী এক হাজার ঝালমুড়ির অর্ডার দিয়ে তা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলির ঘোষণা করেছেন। ছোট্ট এক দোকান;কিন্তু আজ তা জয়ের প্রতীক, আর রাজনৈতিক আবেগেরও কেন্দ্রবিন্দু।

জয়ের আনন্দে বেলদায় ঝালমুড়ি, মানুষকে ধন্যবাদ জানালেন রমাপ্রসাদ গিরি

নয়া জামানা,বেলদা ঃ নির্বাচনে জয়ের পর অভিনব ভঙ্গিতে সাধারণ মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন রমাপ্রসাদ গিরি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বেলদা বাস স্ট্যান্ড চত্বরে তিনি নিজে হাতে ঝালমুড়ি বিলি করে এলাকার মানুষের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেন। নারায়ণগড় বিধানসভার বিধায়ক হিসেবে জয়ী হওয়ার পর এই উদ্যোগকে অনেকেই ব্যতিক্রমী বলেই মনে করছেন। স্থানীয় একটি হিন্দু সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং তাঁদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানান। এদিনের অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। অনেকেই বিধায়কের হাত থেকে ঝালমুড়ি নিয়ে শুভেচ্ছা জানান এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পান। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের এই সহজ মেলামেশা এলাকায় আলাদা উচ্ছ্বাস তৈরি করে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির একাধিক নেতা ও কর্মী। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গৌরীশংকর অধিকারী, কৃষ্ণেন্দু মাইতি, অশোক জানা, মুকেশ জৈন এবং গণেশ জৈন। সকলেই মিলিতভাবে এই উদ্যোগকে সফল করে তোলেন। স্থানীয়দের মতে, এমন উদ্যোগ মানুষের সঙ্গে নেতার দূরত্ব কমায় এবং সম্পর্ককে আরও মজবুত করে। সন্ধ্যা নামতেই বেলদা এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়, যা নির্বাচনী জয়ের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তোলে। রমাপ্রসাদ গিরি জানান, তআনুষের ভালোবাসা আর সমর্থনেই এই জয় সম্ভব হয়েছে। তাঁদের পাশে থাকাই আমার প্রথম দায়িত্ব।দ তাঁর এই সহজ-সরল উদ্যোগ ইতিমধ্যেই এলাকায় প্রশংসা কুড়িয়েছে।

নদীর বুকে সোনার খোঁজ টটকোর জলে বেঁচে থাকার লড়াই

নয়া জামানা,বান্দোয়ান ঃ পরশপাথরের গল্প শুধু কল্পনায় শোনা যায়, কিন্তু পুরুলিয়ার মানবাজার,২ ব্লকের টটকো নদীর পাড়ে বাস্তবেই প্রতিদিন সোনার খোঁজে নামেন কিছু মানুষ। বিন্দু বিন্দু সোনা তুলে তাঁরা বাঁচিয়ে রাখে ন নিজেদের সংসার। বিনোদ শবর, লক্ষ্মী শবর, সহদেব শবর কিংবা মণি শবর;কারও জীবনে ভোট বা প্রতিশ্রুতির তেমন প্রভাব নেই। তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় সত্যি হলো পেটের দায়। তাই সকাল হলেই কাঠের পাটাতন হাতে নদীতে নামেন তাঁরা। বালি ও মাটি তুলে জলে ধুয়ে ছেঁকে বের করেন ছোট ছোট সোনার কণা। প্রতিদিন ভাগ্য সহায় হয় না, কিন্তু যেদিন সোনা মেলে, সেটাই ভরসা। ঝাড়খণ্ড থেকে নেমে আসা টটকো নদী পুরুলিয়ার বিভিন্ন গ্রাম ছুঁয়ে কংসাবতীতে মিশেছে। একসময় এই নদীতে প্রচুর সোনা পাওয়া যেত। এখনও কিছুটা মেলে, সেই আশাতেই চলছে খোঁজ। বিনোদের কথায়, কাজ নেই বললেই চলে। এই কাজেই সপ্তাহে কিছু টাকা আসে, তাই সংসার চলে। লক্ষ্মী শবর বলেন, তআগে অনেক বেশি সোনা পাওয়া যেত, এখন কমে গেছে। তবুও চেষ্টা থামাইনি।দ ১০০ দিনের কাজ না পাওয়া বা বকেয়া টাকার অভিযোগও রয়েছে স্থানীয়দের। সারাদিন জলে কাজ করতে গিয়ে শরীর ভেঙে পড়ে, তবুও থামা যায় না। কারণ সংসারের টান বড় কঠিন। তাই আজও টটকোর জলে ঝুঁকি নিয়ে খোঁজ চলে গুপ্তধনের;বিন্দু বিন্দু সোনা জোগাড় করে জীবনের স্রোত বইয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

দাঁতনে রাজনৈতিক উত্তাপ, 'নিখোঁজ' ইস্যুতে বন্ধ তৃণমূল কার্যালয়

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন-এ নির্বাচনের পর থেকেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এলাকায় একাধিক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা-কর্মী নিখোঁজ বলে অভিযোগ উঠেছে, যার জেরে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছে বলে দাবি বিরোধী শিবিরের।

বিরোধীদের অভিযোগ, ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই অনেক তৃণমূল কর্মী-সমর্থককে এলাকায় দেখা যাচ্ছে না। তাঁদের দাবি, এই ঘটনা সাধারণ মানুষের মধ্যেও উদ্বেগ তৈরি করেছে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছে। দলের নেতাদের বক্তব্য, কেউ নিখোঁজ নন, বরং পরিস্থিতির কারণে অনেকেই আপাতত বাড়ির বাইরে রয়েছেন বা আত্মগোপন করে আছেন। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক চাপানউতোরের মাঝে সাধারণ মানুষও কিছুটা আতঙ্কে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, তার জন্য প্রশাসন নজরদারি বাড়িয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে কোনও সরকারি নিশ্চিত তথ্য সামনে আসেনি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাঁতনের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কোন দিকে মোড় নেবে, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।

ছড়ায় লুকোনো বীরত্ব ঃ কালুবীর পুজোয় ইতিহাসের পুনর্জাগরণ

নয়া জামানা,বড়জোড়া ঃ শৈশবের পরিচিত ছড়া;আগ ডোম বাগ ডোম ঘোড়া ডোম সাজে;শুধু খেলার ছড়া নয়, এর ভেতরে লুকিয়ে আছে বাংলার এক বীর জাতির গৌরবময় ইতিহাস। ডোম সম্প্রদায়ের সেই সাহস, যুদ্ধকুশলতা এবং আত্মত্যাগ আজও জীবন্ত রয়েছে কালুবীর পুজোর মাধ্যমে। প্রতি বছরের মতো এ বছরও ১৩ বৈশাখে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো ডোম সমাজের আদি পুরুষ ও ধর্মদেবতা কালু ডোম বা কালুবীরের পুজো। বাঁকুড়া, বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকায় উৎসবের আবহে দিনটি উদযাপন করা হয়। বড়জোড়ার তারাসিং ব্রিজ সংলগ্ন কৃষ্ণ বাঁধের পাড় ও পাহাড়পুর গ্রামে ভক্তিভরে পুজো দেন স্থানীয় মানুষ। মধ্যযুগীয় 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে কালুবীরের বীরত্বগাথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন লাউসেনের প্রধান সেনাপতি এবং ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে স্ত্রী লখাই ডোমনীর সাহসিকতাও লোককথায় অমর হয়ে আছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী, ১৩ বৈশাখেই তিনি বীরগতি লাভ করেন, তাই এই দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। স্থানীয় গবেষকদের মতে, অজয় নদ সংলগ্ন রাঢ় অঞ্চলের সঙ্গে এই পুজোর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ডোম সমাজের বিভিন্ন শাখার মানুষ একত্রিত হয়ে তাঁদের পূর্বপুরুষকে স্মরণ করেন। এই পুজো শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি নিজেদের শিকড়, ঐতিহ্য ও বীরত্বকে স্মরণ করার এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। ঢাকের বাদ্যি, ভক্তি আর আবেগে আজও বেঁচে আছে সেই ইতিহাস।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 06-05-2026 09:56 Page 10

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা

নয়া জামানা

সোনারপুরে গেরুয়া ঝড় ঃ উত্তরে দেবাশিস দক্ষিণে রূপার দাপট;দুই আসনেই ভরাডুবি তৃণমূলের

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ গোটা রাজ্যে গেরুয়া ঝড়ের প্রভাব এবার স্পষ্টভাবে দেখা গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরেও। একসময় তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত সোনারপুর উত্তর ও দক্ষিণ; দুই বিধানসভা কেন্দ্রই এবার বিজেপির দখলে চলে গেল। এই ফলাফলে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। সোনারপুর উত্তরে প্রায় ১৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয় পেয়েছেন বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ধর। প্রাক্তন আইপিএস অফিসার হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রচারে খুব একটা নজর কাড়তে পারেননি। ফলে ভোটের আগে অনেকেই মনে করেছিলেন তৃণমূল প্রার্থী ফিরদৌসি বেগমই আবার জিতবেন। কিন্তু গণনা শুরু হতেই ছবিটা বদলাতে শুরু করে। প্রথমে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হলেও ধীরে ধীরে লিড বাড়াতে থাকেন দেবাশিস। মাঝেমধ্যে ফিরদৌসি এগিয়েও গিয়েছিলেন,

তবে শেষ পর্যন্ত বিকেলের পর থেকে ট্রেন্ড স্পষ্ট হয়ে যায় এবং লড়াই একপেশে হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, সোনারপুর দক্ষিণে আরও বড় ধাক্কা খায় তৃণমূল। এখানে বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ২৫ হাজারেরও বেশি ভোটে হারিয়ে দেন বিদায়ী বিধায়ক লাভলি মৈত্রকে। শুরু থেকেই এই কেন্দ্রে বিজেপির প্রভাব চোখে পড়ার মতো ছিল এবং শেষ পর্যন্ত একতরফা জয় নিশ্চিত করেন রূপা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূলের এই হারের পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। বিশেষ করে সোনারপুর দক্ষিণে সংগঠনের দুর্বলতা বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিযোগ, স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে বিধায়কের যোগাযোগ ঠিকমতো ছিল না। পাশাপাশি দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে অসামঞ্জস্য এবং নিচুতলার নেতাদের অসন্তোষ;সব মিলিয়ে পরিস্থিতি তৃণমূলের বিরুদ্ধে যায়। এই ফলাফল স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, দক্ষিণ শহরতলিতেও বিজেপি এখন শক্ত জমি তৈরি করতে শুরু করেছে। আগামী দিনে এই পরিবর্তন রাজ্যের রাজনীতিতে আরও বড় প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

‘মেয়ের জন্যই জয়’- পানিহাটিতে আবেগঘন জয়ে চোখ ভিজল অভয়ার মায়ের

নয়া জামানা,পানিহাটি ঃ পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে এ বার লড়াই ছিল ত্রিমুখী, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবেগ, প্রতিবাদ আর মানুষের সমর্থন মিলিয়ে বড় জয় পেলেন বিজেপি প্রার্থী অভয়ার মা। সোমবার সকালে মেয়ের ছবিতে স্নেহের স্পর্শ রেখে তিনি পৌঁছে যান গণনাকেন্দ্র; গুরু নানক ডেন্টাল কলেজে। শুরু থেকেই ধীরে ধীরে লিড নিতে থাকেন তিনি। এক কোণে চুপচাপ বসে ছিলেন, মুখে চাপা উত্তেজনা। মাঝেমধ্যে বিজেপি কর্মীরা এসে জানাচ্ছিলেন, কাকিমা, আপনি এগিয়ে আছেন। সময় যত এগোয়, ব্যবধান তত বাড়ে।

একসময় তা ২০ হাজার ছাড়িয়ে যায়। শেষমেশ প্রায় ২৮,৮৩৬ ভোটে জয় নিশ্চিত হতেই আবেগে ভেঙে পড়েন তিনি। চোখে জল নিয়ে বলেন, আমি না, আজ পানিহাটি জিতেছে। আমার মেয়েকে কেউ ভোলেনি। এই কেন্দ্রে তাঁর

প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী তীর্থঙ্কর ঘোষ এবং সিপিএমের কলতান দাশগুপ্ত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর বার্তা এবং ন্যায়বিচারের দাবি সাধারণ মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। অভয়ার মৃত্যুর পর যে ক্ষোভ সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই সময় থেকেই লড়াই শুরু তাঁর। আদালত থেকে রাস্তায়; সর্বত্র ন্যায়বিচারের দাবিতে সরব ছিলেন তিনি। প্রার্থী হওয়ার পর অনেকেই তাঁকে সমর্থন করেছেন, আবার সমালোচনাও হয়েছে। কিন্তু প্রচারে বেরিয়ে মানুষের আবেগই তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে ওঠে। জয়ের পর তিনি শান্তির বার্তা দেন। বলেন, কেউ যেন কোথাও হিংসা না করে। বিরোধীদের কেউ আক্রান্ত হলে আমি নিজে সেখানে যাব। শেষে আবেগঘন কণ্ঠে যোগ করেন, ত্বাড়ি গিয়ে মেয়ের ছবিটা জড়িয়ে ধরবখ।দ এই জয় শুধুই একটি রাজনৈতিক ফল নয়, অনেকের মতে এটি এক মায়ের ন্যায়বিচারের লড়াইয়ের প্রতিফলন।

হিঙ্গলগঞ্জে টানটান লড়াইয়ের পর বাজিমাত রেখা পাত্রের

নয়া জামানা , বসিরহাট উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে এবারের নির্বাচন ছিল একেবারে টানটান উত্তেজনায় ভরা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর শেষ হাসি হাসলেন বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। তৃণমূল প্রার্থী আনন্দ সরকারের সঙ্গে কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলেও শেষ পর্যন্ত ৫, ৪২১ ভোটের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেন তিনি। ভোটের হিসেবে দেখা যাচ্ছে, রেখা পাত্র পেয়েছেন মোট ১,০০,২০৭ ভোট। অন্যদিকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আনন্দ সরকারের ঝুলিতে গেছে ৯৪,৭৮৬ ভোট। এই ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই এলাকায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাসের ছবি চোখে পড়েছে। জয়ের পর নিজের প্রতিক্রিয়ায় রেখ া পাত্র এলাকার সাধারণ মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, হিঙ্গলগঞ্জকে একটি উন্নত ও মডেল বিধানসভা হিসেবে

গড়ে তোলাই তাঁর মূল লক্ষ্য। দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়ে থাকা এই অঞ্চলে উন্নয়নের গতি বাড়াতে তিনি দ্রুত কাজ শুরু করতে চান বলেও জানিয়েছেন। বিশেষ করে পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে জোর দেওয়ার কথা বলেন তিনি। হাসনাবাদ থেকে সুন্দরবন সংলগ্ন শামশেরনগর পর্যন্ত রেললাইন প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তাঁর অন্যতম অগ্রাধিকার। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এলাকার মানুষের যাতায়াত সহজ হবে এবং স্থানীয় অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

নেড়া থেকে জয়ের হাসি ! ব্যারাকপুরে রাজকে হারিয়ে কৌস্তভের ‘চুল ফেরানোর’ ঘোষণা

নয়া জামানা,ব্যারাকপুর ঃ ব্যারাকপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটগণনা তখনও শেষ হয়নি, কিন্তু ছবিটা প্রায় পরিষ্কার। সপ্তম রাউন্ড পেরোতেই দেখা গেল, বিজেপি প্রার্থী কৌস্তভ বাগচি বড় ব্যবধানে এগিয়ে। সেই মুহূর্তেই গণনাকেন্দ্রের বাইরে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন তাঁর সমর্থকরা। গেরুয়া আবিরে রঙিন পরিবেশের মধ্যেই হাসিমুখে কৌস্তভ বলেন, দেওয়াল লিখন স্পষ্ট;এ বার মাথায় আবার চুল রাখব। এই মন্তব্যের পিছনে রয়েছে তাঁর বহুদিনের এক রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি। ২০২৩ সালের ৪ মার্চ, তৎকালীন পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে মাথা মুড়িয়ে ফেলেছিলেন তিনি। তখন তিনি কংগ্রেসে ছিলেন, পরে যোগ দেন বিজেপিতে। প্রায় ৩৮ মাস ধরে সেই নেড়া লুকই তাঁর পরিচয় হয়ে ওঠে। অনেকেই তখন এই পদক্ষেপকে ‘পাবলিসিটি স্টান্ট’ বলে কটাক্ষ করেছিলেন। তবে ফল ঘোষণার দিন সেই সিদ্ধান্তই যেন নতুন অর্থ পেল। সোমবার সন্ধ্যার

দিকে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ হতেই নিশ্চিত হয়, তৃণমূলের তারকা বিধায়ক রাজ চক্রবর্তীকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন কৌস্তভ। জানা যায়, ব্যবধান ১৫ হাজার ভোটেরও বেশি। এই জয়ের খবর সামনে আসতেই তাঁর স্ত্রী প্রীতি মজার ছলে বলেন, ওর জন্য ব্র্যান্ডেড শ্যাম্পু কিনে রেখেছি, এবার তো চুল রাখতেই হবে! রাজনৈতিক মহলের একাংশ কৌস্তভের এই ‘পণ’-এর সঙ্গে ঐতিহাসিক এক ঘটনার মিল খুঁজে পাচ্ছেন। ১৯৭০-এর দশকে সমাজবাদী নেতা রাজ নারায়ণও কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে সরানো পর্যন্ত দাড়ি-গোঁফ না কাটার শপথ নিয়েছিলেন। কৌস্তভের ক্ষেত্রেও সেই ধরণের এক প্রতীকী প্রতিবাদের ছাপ দেখতে পাচ্ছেন অনেকে। গত কয়েক বছরে কৌস্তভের রাজনৈতিক পথ মোটেও সহজ ছিল না। বিরোধী রাজনীতির কারণে একাধিকবার হামলার অভিযোগ উঠেছে, এমনকি গ্রেপ্তারও হতে হয়েছে তাঁকে। আদালতের নির্দেশে তাঁর নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা হয়। এই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেই তিনি লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। জয়ের পর কৌস্তভ বলেন, এটা তৃণমূলের দম্ভের জবাব। মানুষ পরিবর্তন চেয়েছে, আর সেই পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছে। নিজের পুরনো প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গে হেসে তিনি যোগ করেন, এ বার সত্যিই মাথায় আবার চুল রাখব।

ফল ঘোষণার পর কুলতলীতে রক্তাক্ত সংঘর্ষ, ৬ ঘণ্টার আলটিমেটাম বিজেপি প্রার্থীর

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ভোটের ফল প্রকাশের পরই ফের রাজনৈতিক উত্তেজনায় জ্বলছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলী। পেটকুল চাঁদ এলাকায় বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ ঘিরে পরিস্থিতি ক্রমশ অশান্ত হয়ে উঠেছে। বিজেপির দাবি, বুধবার রাতে বাইকে করে বাড়ি ফেরার সময় তাদের কয়েকজন কর্মীর পথ আটকে দেয় তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এরপর লাঠি ও রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। এই ঘটনায় প্রায় ১৫ জন বিজেপি কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়েছে। খ বর পেয়ে জয়নগর-কুলতলী গ্রামীণ হাসপাতালে পৌঁছন কুলতলীর বিজেপি প্রার্থী মাধবী মহলাদার। তিনি অভিযোগ করেন, এলাকায়

পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস ছড়ানো হচ্ছে এবং তাঁর দলের কর্মীদের টার্গেট করা হচ্ছে। প্রশাসনকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, ৬ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেফতার করতে হবে, না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব। অন্যদিকে, তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, ভোটে হেরে বিজেপিই এলাকা উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে এবং উল্টে তাদের কর্মীরাই আক্রান্ত হয়েছে। এদিকে মৈপীঠ থানার পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে। দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। এলাকায় উত্তেজনা বজায় থাকায় পুলিশি টহল বাড়ানো হয়েছে। ফল ঘোষণার পর থেকেই জেলার বিভিন্ন এলাকায় সংঘর্ষের খবর মিলছে, যার মধ্যে কুলতলীর ঘটনা নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

ক্যানিংয়ে হাসপাতাল ঘিরে চাঞ্চল্য, টাকা-গয়না ও অস্ত্র পাচারের অভিযোগে তোলপাড়

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের জীবনতলার মাঠণদীঘি এলাকায় এক চাঞ্চল্যকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, স্থানীয় একটি হাসপাতালকে কেন্দ্র করে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা, সোনা-গয়না এবং আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের চেষ্টা চলছিল। এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি সাহেব আলী মোল্লার নাম জড়িয়েছে বলে দাবি করেছে বিজেপি সমর্থকেরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বিজেপি সমর্থকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সন্দেহজনক কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন এবং তা আটকানোর চেষ্টা করেন। তাঁদের অভিযোগ, ওই হাসপাতালের এক চিকিৎসকের সহায়তায় এই পাচারচক্র দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ছিল। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় সঙ্গে

সঙ্গে স্থানীয় থানায় খবর দেওয়া হয়। বিজেপির এক নেত্রীর দাবি, এই হাসপাতালটি নাকি বহুদিন ধরেই শাসকদলের বেআইনি কাজের আড়াল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। তাঁর অভিযোগ, এখানে অস্ত্র, নগদ টাকা, সোনার গয়না এমনকি জমির গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র মজুত রেখে বিভিন্ন জায়গায় পাচার করা হতো। আজকের ঘটনার মাধ্যমে সেই অভিযোগের সত্যতা সামনে এসেছে বলেও তিনি দাবি করেন। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে মিথ্যা অভিযোগ তুলে এলাকায় অশান্তি তৈরির চেষ্টা চলছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পুরো বিষয়টি খ তিয়ে দেখছে প্রশাসন।

উত্তেজনার মাঝেও মানবিকতা !

প্রতিদ্বন্দ্বীকে আগলে নজর কাড়লেন পবন সিং

নয়া জামানা,ব্যারাকপুর ঃ ব্যারাকপুর লোকসভা এলাকার অন্তর্গত ছ'টি বিধানসভার ভোটগণনা সোমবার শুরু হয় ব্যারাকপুরের সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। সকাল থেকেই ফলাফলের প্রবণতায় বিজেপির এগিয়ে থাকার ছবি স্পষ্ট হতে থাকে। সময় যত গড়িয়েছে, ততই বিভিন্ন কেন্দ্রে তাদের প্রার্থীদের লিড বাড়তে থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাসও বাড়ে। তবে এই উচ্ছ্বাসের মাঝেই গণনাকেন্দ্রের ভিতরে কিছু বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর সামনে আসে। অভিযোগ ওঠে, বীজপুরের তৃণমূল প্রার্থী সুবোধ অধিকারী এবং নোয়াপাড়ার প্রার্থী তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য আক্রান্ত হয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়। কিন্তু এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেই এক ভিন্ন ছবি ধরা পড়ে, যা নজর কাড়ে সকলের। ভাটপাড়া কেন্দ্র থেকে জয়ী বিজেপি

প্রার্থী পবন সিং, যিনি পরিচিত নেতা অর্জুন সিংয়ের পুত্র, নিজের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তৃণমূল প্রার্থী অমিত গুপ্তাকে নিরাপদে গণনাকেন্দ্র থেকে বের করে দেন। নিজের নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি অমিতকে সুরক্ষিতভাবে বাইরে পৌঁছে দেন। এই ঘটনাটির ভিডিও দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেকেই এই আচরণকে রাজনৈতিক সৌজন্যের উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে দেখছেন। উল্লেখ য, পবন সিং এর আগেও ভাটপাড়া কেন্দ্র থেকে জিতেছেন এবং এ বারও প্রায় ২১ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছেন। জয়ের পর তিনি বলেন, এটা আমার টানা তৃতীয় জয়। তবে এ বারের জয় বিশেষ, কারণ মানুষ আমাদের উপর আরও বেশি ভরসা দেখিয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী অমিত গুপ্তাও পবনের এই আচরণের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, মানুষের রায় আমরা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আজ পবন যে সম্মান ও নিরাপত্তা দিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্যেও এমন মানবিক আচরণ অনেকের মন জয় করেছে।

দোহাকান্দায় বোমা আতঙ্কে থমথমে পরিবেশ, বিজেপি-তৃণমূল পাল্টা অভিযোগ

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজার বিধানসভার মথুরাপুর থানার দোহাকান্দা এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ ও রাজনৈতিক সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, আচমকাই একাধিক বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা।

আতঙ্কিত মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং পরিস্থিতি মুহূর্তে অশান্ত হয়ে ওঠে। বিজেপির অভিযোগ, শুধুমাত্র দল করার ‘অপরাধে’ তাদের সমর্থকদের বাড়ি টার্গেট করে বোমা হামলা চালানো হয়েছে। এরপর লাঠি ও রড দিয়ে মারধর করা হয়। এই ঘটনায় এক মহিলা সহ বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। তাদের দাবি, যাঁরা নিজেদের বিজেপি সমর্থক বলছেন, তাঁরা আগে তৃণমূলের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন এবং বর্তমানে অন্য দলে গিয়ে এই অশান্তি তৈরি করছেন। তৃণমূলের অভিযোগ, রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য নিজেরাই বোমা মজুত করে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। তাদের পক্ষের দুজন কর্মী এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলেও জানানো হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই গোটা এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বহু মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এবং বাড়ির বাইরে বেরোতে সাহস পাচ্ছেন না। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেছে এবং টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাস্থল থেকে একাধিক তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, তবে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতারের বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য মেলেনি। বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও উত্তেজনা পুরোপুরি কাটেনি। রাজনৈতিক চাপানউতোরে দোহাকান্দা এখনও থমথমে, আর স্বাভাবিক অবস্থা কবে ফিরবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে।

গণনা বিতর্কে উত্তাল ডায়মন্ড হারবার, অবরোধ শেষে শান্তির বার্তা দীপক হালদারের

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা,ডায়মন্ড হারবার ঃ ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনাকে ঘিরে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। গণনায় কারচুপির অভিযোগ তুলে বুধবার জাতীয় সড়কে অবরোধে বসেন বিজেপি সমর্থক ও কিছু স্থানীয় বাসিন্দা। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চলা এই অবরোধে যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে এবং দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ মানুষ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে বিক্ষোভকারীরা বসে পড়েন। তাঁদের অভিযোগ, ভোট গণনার সময় ১৭সি ফর্মে গুরুতর অসঙ্গতি রয়েছে। কোথাও বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে মাত্র ১-৩টি ভোট দেখা যাচ্ছে, আবার একই ব্যালট বক্সে তৃণমূল কংগ্রেসের হাজারের বেশি ভোট পাওয়া গেছে বলে দাবি করেন তাঁরা। এই অস্বাভাবিক ফলাফলের জেরেই ব্যালট বক্স বদলের অভিযোগও তোলা হয়। এর আগের দিনই বিজেপি প্রার্থী দীপক হালদার গণনা কেন্দ্র ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানান। এর জেরেই এলাকায় উত্তেজনা আরও বাড়ে। অবরোধের জেরে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। পরে ঘটনাস্থলে এসে দীপক হালদার সমর্থকদের শান্ত থাকার আবেদন জানান।

ডিজিটাল দুনিয়ায়
সব খবর সবার আগে
দৈনিক নয়া জামানা

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 06-05-2026 09:56 Page 11

হরেকরকম

নয়া জামানা

১ থেকে ৮ মে ২০২৬
কেমন যাবে ?
রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

কম খরচে স্বপ্নের সফর
পরিকল্পনাতেই আরামদায়ক ভ্রমণ

নয়া জামানা ঃ ভ্রমণের ইচ্ছে অনেকেরই থাকে; কখনও পাহাড়, কখনও সমুদ্র, আবার কখনও গভীর অরণ্যের টানে মন ছুটে যেতে চায় অজানার পথে। কিন্তু সেই ইচ্ছের মাঝেই বাধা হয়ে দাঁড়ায় একটাই বিষয়;খরচ। ট্রেন বা বিমানের টিকিট, থাকার ব্যবস্থা, খাওয়া-দাওয়া, স্থানীয় যাতায়াত;সব মিলিয়ে বাজেটের হিসেব এলোমেলো হয়ে গেলে অনেক সময়ই ভেস্তে যায় ভ্রমণের পরিকল্পনা। ফলে দূরে কোথাও যাওয়ার স্বপ্ন মাঝপথেই থেমে যায়। তবে একটু সচেতনতা ও পরিকল্পনা থাকলেই কম খরচে আরামদায়ক ভ্রমণ সম্ভব।ভ্রমণের পরিকল্পনা করার আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বাজেট নির্ধারণ। অনেকেই আগে গন্তব্য ঠিক করেন, তারপর খরচের হিসেব করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন। তার বদলে আগে ঠিক করুন, আপনি কত টাকা খরচ করতে পারবেন। সেই অনুযায়ী গন্তব্য, যাতায়াত ও থাকার ব্যবস্থা বেছে নিন। এতে অপ্রয়োজনীয় খরচের চাপ কমবে এবং পরিকল্পনাও বাস্তবসম্মত হবে।আগেভাগে ট্রেন বা বিমানের টিকিট কেটে রাখলে অনেক সময় কম দামে পাওয়া যায়। একইভাবে, হোটেল বা থাকার জায়গাও আগে বুক করলে ভালো অফার পাওয়া সম্ভব। ভ্রমণের সময় স্থানীয় দর্শনীয় স্থান ঘোরার জন্য আলাদা করে গাড়ি বুক করার বদলে শেয়ার গাড়ি বা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করলে খরচ অনেকটাই কমে। পাশাপাশি, কাছাকাছি জায়গাগুলি বেছে নিলে যাতায়াতের খরচ ও সময়;দুইই সাশ্রয় হয়।

ভ্রমণের সময় কম জিনিসপত্র সঙ্গে নেওয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অপ্রয়োজনীয় জিনিস ব্যাগে ভরে নিলে তা শুধু বহন করাই কষ্টকর নয়, অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চার্জও গুনতে হতে পারে। তাই প্রয়োজনীয় জিনিসই সঙ্গে রাখুন, এতে ভ্রমণ হবে অনেক স্বচ্ছন্দ।থাকার ক্ষেত্রে ব্যয় কমাতে হোটেলের বিকল্প হিসেবে হোস্টেল, হোমস্টে বা গেস্টহাউস বেছে নেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে এই ধরনের থাকার জায়গাগুলি বেশ জনপ্রিয় এবং তুলনামূলকভাবে সস্তাও। একইভাবে, খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রেও বড় রেস্তোরাঁর পরিবর্তে স্থানীয় খাবারের দোকান বেছে নিলে কম খরচে ভালো মানের খাবার পাওয়া যায়। এতে স্থানীয় সংস্কৃতির স্বাদও নেওয়া সম্ভব।ভ্রমণে গিয়ে অযথা কেনাকাটা থেকে বিরত থাকাও জরুরি। অনেক সময় আবেগের বশে অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনে ফেলা হয়, যা পরে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে দীর্ঘ ভ্রমণে ভারী ব্যাগ বহন করা বিরক্তিকর হয়ে ওঠে।সর্বোপরি, সঠিক পরিকল্পনা ও সচেতনতা থাকলে কম খরচেও সুন্দর ও উপভোগ্য ভ্রমণ করা সম্ভব। তাই বাজেটের মধ্যে থেকেই স্মরণীয় ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করুন।

কান চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলার প্রতিনিধিত্ব,
প্রযোজনায় নতুন ভূমিকায় পার্নো মিত্র

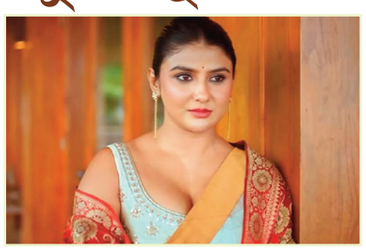

নয়া জামানা ঃ অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনীতিতে সক্রিয় উপস্থিতির পর এবার প্রযোজনার জগতে নতুন অধ্যায় শুরু করলেন পার্নো মিত্র। তাঁর কার্যনির্বাহী প্রযোজনায় নির্মিত তথ্যচিত্র জায়গা করে নিয়েছে বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ কান চলচ্চিত্র উৎসব-এ। শনিবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া মাধ্যমে এই সুখবর জানিয়েছেন অভিনেত্রী।

ট্যাবারনাকল স্ট্রিট ফিল্মস এবং আদ্যা ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত এই তথ্যচিত্রটির পরিচালনা করেছেন শ্রীময়ী চক্রবর্তী। প্রযোজনায় রয়েছেন শ্রীময়ী চক্রবর্তী ও ওম সিংহ, আর কার্যনির্বাহী প্রযোজকের ভূমিকায় পার্নো মিত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন রুশা বসু। এছাড়াও ছবির সঙ্গে যুক্ত রাধিকা পিরামল এবং নীরজ চুড়ি।

ছবির বিষয়বস্তু গ্রামীণ বাস্তবতার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। দুই সাঁওতাল নারী;অঙ্কিতা ও বিনুর জীবনসংগ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই তথ্যচিত্র। তাঁদের জীবিকা মহুয়া তৈরি ও বিক্রির সঙ্গে যুক্ত। তবে কেবল জীবিকার গল্প নয়, তাঁদের ব্যক্তিগত স্বপ্ন, পরিচয় সংকট এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াইও উঠে এসেছে এই ছবিতে। বিশেষত, তাঁদের একজনের পুরুষ হিসেবে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা এই ডকুমেন্টারিকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। ফলে এটি শুধু একটি তথ্যচিত্র নয়, বরং প্রান্তিক জীবনের এক সংবেদনশীল দলিল।

পরিচালক শ্রীময়ী চক্রবর্তী নিজেও এক অনুপ্রেরণার নাম। ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করে ফিরে আসা এই নির্মাতা বর্তমানে লন্ডনে দুটি রেস্তরাঁ পরিচালনা করেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতাও এই ছবির নির্মাণে প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করছেন অনেকে।এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত পার্নো মিত্র বলেন, তঐই ছবিতে সংগ্রামের এক বাস্তব চিত্র ফুটে উঠবে। যেকোনও ভালো কাজের সঙ্গে থাকতে চাই। এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি গর্বিত ও আবেগাপ্লুত। এখন কানের মঞ্চে ছবিটি প্রদর্শনের অপেক্ষায় আছি।উল্লেখযোগ্য, আন্তর্জাতিক এই উৎসবে এর আগেও টলিউডের উপস্থিতি নজর কেড়েছে। ২০১১ সালে পাওলি দাম শ্রীলঙ্কার পরিচালক বিমুক্তি জয়সুন্দর পরিচালিত ছত্রাক ছবির জন্য কানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর লালপাড় সাদা শাড়ির রেড কার্পেট উপস্থিতি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০২২ সালে তাঁর অভিনীত ছাদ ছবিটিও সেখানে প্রদর্শিত হয়, যদিও সে বছর তিনি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

নজরে INSTA

রাইমা

পুজা

নুসরাত

সুদীপ্তা

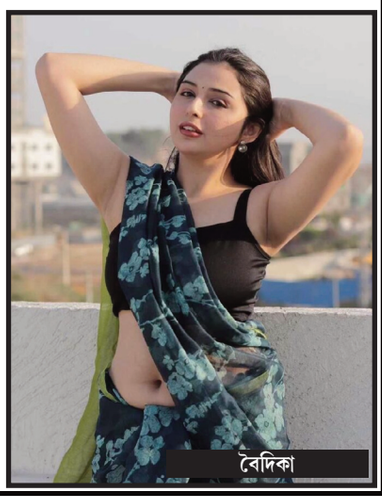
বৈদিকা

রজোনিবৃত্তির প্রস্তুতি
চল্লিশের পর মহিলাদের জন্য তিন জরুরি সাপ্লিমেন্ট

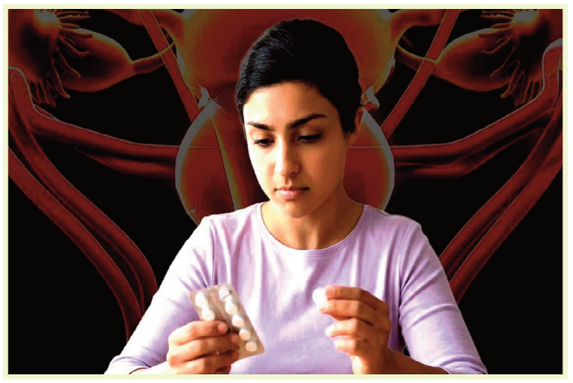

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ নারীদের জীবনে একটি স্বাভাবিক জৈবিক পর্ব হল রজোনিবৃত্তি বা মেনোপজ। যেমন একটি নির্দিষ্ট বয়সে ঋতুচক্র শুরু হয়, তেমনই নির্দিষ্ট সময়ের পর তা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি একদিনে ঘটে না; বরং তিনটি ধাপে সম্পূর্ণ হয়; পেরিমেনোপজ, মেনোপজ এবং পোস্টমেনোপজ। বিশেষত পেরিমেনোপজ পর্যায়ে শরীর ও মনের উপর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়।

এই সময়ে হরমোনের ওঠানামার কারণে মহিলাদের মধ্যে নানা শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। ইস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রা কমে যাওয়ায় হট ফ্ল্যাশ, অনিদ্রা, মেজাজের অস্থিরতা, অবসাদ, এমনকি 'ব্রেন ফগ'-এর মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি, হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়া, পেশিশক্তি হ্রাস পাওয়া বা জয়েন্টে ব্যথার মতো সমস্যাও দেখা দেয়। ফলে চল্লিশ পেরোনোর পর থেকেই এই পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কিছু নির্দিষ্ট সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করলে এই পর্বের সমস্যাগুলি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। দেশের একটি শীর্ষ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশেষ করে তিনটি সাপ্লিমেন্ট নিয়ম মেনে গ্রহণ করলে অনিদ্রা, হট ফ্ল্যাশ, স্মৃতিভ্রংশ বা মানসিক ক্লান্তির মতো উপসর্গ কমানো যেতে পারে।

প্রথমত, ম্যাগনেশিয়াম সাইট্রেট বা গ্লাইসিনেট। এই খনিজ উপাদানটি শরীরের বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষণা অনুযায়ী, এটি ঘুমের মান উন্নত করতে সাহায্য করে এবং অনিদ্রার সমস্যা কমাতে কার্যকর। পাশাপাশি, রজোনিবৃত্তির পর হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি বা অস্টিয়োপোরোসিস প্রতিরোধেও ম্যাগনেশিয়াম সহায়ক হতে পারে। স্মৃতিশক্তি হ্রাস বা মানসিক বিভ্রান্তির ঝুঁকি কমাতেও এটি ভূমিকা রাখে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

দ্বিতীয়ত, ক্রিয়েটিন সাপ্লিমেন্ট। পেরিমেনোপজ পর্যায়ে পেশিশক্তি ধীরে ধীরে কমে যায় এবং হাড়ের ঘনত্বও হ্রাস পেতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে ক্রিয়েটিন পেশির শক্তি বজায় রাখতে সহায়তা করে। পাশাপাশি, হরমোনগত পরিবর্তনের ফলে যে মানসিক অবসাদ বা মেজাজের অস্থিরতা তৈরি হয়, তা কমাতেও এটি কার্যকর হতে পারে। স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগ বৃদ্ধিতেও ক্রিয়েটিনের ভূমিকা রয়েছে বলে বিভিন্ন গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, কোলাজেন সাপ্লিমেন্ট। ত্বক, চুল এবং হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য কোলাজেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রজোনিবৃত্তির পর শরীরে কোলাজেনের মাত্রা কমে যায়, যার ফলে ত্বক শুষ্ক ও ঢিলে হয়ে পড়তে পারে এবং অস্থিসন্ধিতে ব্যথা বাড়তে পারে। কোলাজেন সাপ্লিমেন্ট হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি করতে এবং জয়েন্টের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করতে পারে। পাশাপাশি, ত্বক ও চুলের সুস্থতা বজায় রাখতেও এটি উপকারী।

অনেকেই রজোনিবৃত্তির উপসর্গ কমাতে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির দিকে ঝোঁকেন। তবে এই চিকিৎসা সব ক্ষেত্রে উপযোগী নয় এবং ব্যয়সাপেক্ষও হতে পারে। সে তুলনায় সঠিক ডোজে এবং চিকিৎসকের পরামর্শে সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ অনেক ক্ষেত্রেই নিরাপদ বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

তবে বিশেষজ্ঞদের স্পষ্ট মত, কোনও সাপ্লিমেন্টই নিজে থেকে শুরু করা উচিত নয়। প্রতিটি মানুষের শারীরিক অবস্থা ভিন্ন, তাই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক ডোজ নির্ধারণ করেই এগোনো উচিত।

সচেতনতা ও প্রস্তুতির মাধ্যমেই রজোনিবৃত্তির এই স্বাভাবিক পরিবর্তনকে সহজভাবে গ্রহণ করা সম্ভব।

বিয়ে বাড়ি বিখ্যাত ঝুড়ি আলুভাজা
এবার বাড়িতেই রান্না করুন

নয়া জামানা ঃ বিয়ে বাড়ির খাবারের মধ্যে একটি খুব জনপ্রিয় পদ হলো মুচমুচে আলু ভাজা। পাতলা কাটা আলু, হালকা মশলা আর খাস্তা টেক্সচারের জন্য এই পদটি ভাত-ডাল বা পোলাওয়ের সঙ্গে দারুণ লাগে। চাইলে বাড়িতেও আপনি এই রেসিপিটি তৈরি করে নিতে পারেন।নিচে সহজভাবে রেসিপিটি দেওয়া হলো।উপকরণে লাগবে আলু , ৩,৪টি, হলুদ গুঁড়ো, লাল লঙ্কা গুঁড়ো,চালের গুঁড়ো বা কর্নফ্লাওয়ার (খাস্তা করার জন্য), তেল এবং স্বাদমতো নুন।

প্রস্তুত প্রণালি প্রথমে আলুগুলো খোসা ছাড়িয়ে খুব পাতলা করে লম্বা বা চিপসের মতো করে কেটে নিন। কাটা আলু ১০ মিনিট ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে রাখুন। এতে অতিরিক্ত স্টার্চ বেরিয়ে যাবে এবং ভাজা বেশি মুচমুচে হবে।এরপর জল ঝরিয়ে আলুর সঙ্গে নুন, হলুদ, লাল লঙ্কা গুঁড়ো এবং সামান্য চালের গুঁড়ো বা কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে নিন।কড়াইয়ে তেল গরম করে মাঝারি আঁচে আলুগুলো ছড়িয়ে দিয়ে ভাজুন। মাঝে মাঝে নেড়ে দিন যাতে সব দিক সমানভাবে ভাজা হয়। আলু সোনালি ও খাস্তা হয়ে গেলে তুলে কাগজে রাখুন যাতে অতিরিক্ত তেল ঝরে যায়।ভাজার শেষে সামান্য লবণ ও কারিপাতা ও চাট মসলা ছিটিয়ে দিলে বিয়ে বাড়ির মতো স্বাদ আসে। চাইলে আপনি ভাজা চিনেবাদামও যোগ করতে পারেন। তৈরি আপনার আলু ভাজা গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করুন। মনে রাখবেন তেল খুব বেশি গরম হলে আলু বাইরে পুড়ে ভেতরে কাঁচা থাকতে পারে, তাই মাঝারি আঁচে ভাজা ভালো।এইভাবে তৈরি বিয়ে বাড়ির স্টাইল মুচমুচে আলু ভাজা গরম গরম পরিবেশন করলে সবাই খুব পছন্দ করবে।

দেশ বিদেশ

নয়া জামানা

বঙ্গের পরিবর্তন নজর কাড়ল বিশ্বের

বিদেশি সংবাদমাধ্যমেও উড়ল বিজেপির বাংলা জয়ের নিশান

লন্ডন থেকে নিউইয়র্ক, পাকিস্তান থেকে ঢাকা। বিজেপির বঙ্গ জয় নজর কেড়ে নিল বিশ্বের নামজাদা সংবাদমাধ্যমগুলির। বিবিসি, দ্য গার্ডিয়ান-এর শীর্ষ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বাংলায় বিজেপির জয়কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বের এক বড় সাফল্য হিসেবে বর্ণনা করেছে। শুধু বাংলা নয়, প্রথমবার নির্বাচনী লড়াইয়ে এসে তামিলনাড়ুর থলপতি বিজয়ের দল টিভিকের সাফল্যও নজর কেড়ে নিয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলির। সোমবার বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর দেখা যায় ২০০-র বেশি আসন নিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বিজেপি। তাদের প্রাপ্ত আসন ২০৬। অন্যদিকে রাজ্যের ১৫ বছরের শাসকদল তৃণমূল পেয়েছে মাত্র ৮১ আসন কংগ্রেস, বামফ্রন্ট পেয়েছে ২টি করে আসন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে রাজ্যে প্রথমবার পদ্ম ফোটানো নিশ্চিতভাবে বিজেপির বিরাট সাফল্য। এই ঘটনায় ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির তরফে

লেখা হয়েছে, 'ভারতের পূর্বে বিজেপির এই জয় মোদির ১২ বছরের শাসনকালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।' পাশাপাশি তৃণমূল প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হার শুধু তিনবারের নেতৃত্বের পরাজয় নয়, বরং পূর্বভারতে তৃণমূল নামের দলটির সমাপ্তি।দ্য গার্ডিয়ান বাংলার ফলাফল প্রসঙ্গে লিখেছেন, এই রাজ্যটি একসময় ভারতের বিরোধী দলের বিরল শক্ত ঘাঁটি ছিল। বিজেপির সাফল্যের মাঝে এই দল এতদিন ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই ফলাফল তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। ইতিমধ্যেই ভারতে দুর্বল হয়ে পড়া বিরোধী দলের জন্য এই ফল মনোবল ভেঙে দেওয়ার মতো। নিউইয়র্ক টাইমস লিখেছে, মোদির হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা ভারতে বিরোধী দলের এক দুর্জয় ঘাঁটি জয় করেছে। পাশাপাশি তামিলনাড়ু নির্বাচন প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে, 'দিনের অন্যতম বড় চমক তামিলনাড়ু। এখানে রাজনীতিতে নতুন পা রাখা

অভিনেতা জোসেফ বিজয় চন্দ্রশেখরের দল সে রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত দুটি দলের চেয়ে ভালো ফল করেছে।' পাক সংবাদমাধ্যম ডন লিখেছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জাতীয়তাবাদী দল বিরোধী নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নির্বাচনে বিপুল জ্য পেয়েছে।

এতদিন এই রাজ্য মোদির অন্যতম প্রধান প্রতিপক্ষের ঘাঁটি ছিল। বাংলাদেশের শীর্ষ সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো লিখেছে, তপশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয় 'প্রতিশোধ নয়, পরিবর্তনের' ডাক প্রধানমন্ত্রী মোদিরদ।

নিজ অস্ত্রেই বিদ্ধ হবেন রাঘব

দলবদলুর পদ কাড়তে ৯০ বিধায়ক-সহ রাষ্ট্রপতি দরবারে আপ

রাঘবাস্ত্রেই রাঘবকে ঘায়েল করতে ময়দানে আম আদমি পার্টি। দলবদলু রাঘব চাড্ডা-সহ ৭ সাংসদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবিতে রাষ্ট্রপতি সাক্ষাতে আপ নেতৃত্বরা। মঙ্গলবার ৩টি বাসে ৯০ জন বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি এসে দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। আবেদন জানালেন, ওই ৭ জনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না করা হলে তা হবে গণতন্ত্রের জন্য লজ্জার। অন্যদিকে আপের পালটা মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করলেন রাঘব চাড্ডাও। আপ সংসদ হিসেবে একসময় রাজ্যসভাতে 'রাইট টু রিকল' আইনের দাবি জানিয়েছিলেন রাঘব চাড্ডা। এই আইনের অর্থ হল, কোনও নেতা মানুষের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পর দলবদল করলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। তবে দ্বিচারিতার চরম সীমায় পৌঁছে ৬ সাংসদকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই বিজেপিতে

যোগ দিয়েছিলেন রাঘব। এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মান। এরপর মুর্মুর সঙ্গে কথোপকথনের বিস্তারিত তুলে ধরেন সংবাদমাধ্যমের সামনে।মান বলেন, দআমি রাষ্ট্রপতিকে বলেছিল দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে পুরো দল অন্য দলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। কিন্তু যদি একটি সভায় ৬-৭ জন সদস্য এটা করেন তবে এই স্বেচ্ছাচারিতা সহ্য করা যায় না। এটা গণতন্ত্রের উপহাস। পাঞ্জাবে বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা ২ জন অথচ রাজ্যসভায় ৬ জন সাংসদ। এটা গণতন্ত্রকে উপহাস করা ছাড়া আর কী হতে পারে ?দ পাশাপাশি মান বলেন, তআমি রাষ্ট্রপতির কাছে আর্জি জানিয়েছি সংবিধান সংশোধন করে 'রাইট টি রিকল' আইন আনা হোক। আমি রাষ্ট্রপতিকে এই বিষয়ে বড় চিঠি দিয়েছি। নির্বাচিত এবং মনোনীতে মধ্যে ফারাক থাকে। ওদের সাংসদ পদ খারিজ হওয়া উচিত।দ মানের আগে এদিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন রাঘব-সহ দলবদলু সাংসদরা। অভিযোগ করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে পাঞ্জাব সরকার। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের পর সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে চাড্ডা বলেন, তআম আদমি পার্টি ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর পাঞ্জাব সরকার এবং আম আদমি পার্টি প্রতিহিংসা চালাচ্ছে।

বেছে বেছে সেই সব সাংসদদের টার্গেট করা হচ্ছে যারা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।দ এরপরই আপ নেতৃত্বকে কটাক্ষ করে রাঘব বলেন, তআমরা যখন বিজেপিতে ছিলাম তখন আমরা সংস্কারি ছিলাম। মতবিরোধের জেরে দল ছাড়তেই এখন আমরা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে গেলাম!

হোয়াইট হাউসের অদূরে চলল গুলি

এবার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টকে খুনের ষড়যন্ত্র

হোয়াইট হাউসের অদূরে বন্দুকবাজের হামলা! চলল এলোপাথাড়ি গুলি। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার ভোরে (ভারতীয় সময়)। তবে ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। কিন্তু জানা যাচ্ছে, গুলি চলার কিছুক্ষণ আগেই সেখান দিয়ে গাড়ি করে যান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। এরপরই জল্পনা তৈরি হয়েছে, তাহলে কি এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্টকে খুনের ষড়যন্ত্র হয়েছিল? জানা গিয়েছে, এদিন হোয়াইট হাউসের অদূরে ন্যাশনাল মলের কাছে এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবক আচমকা গুলি চালাতে শুরু করেন। ওই রাস্তার উপর দিয়ে কিছুক্ষণ আগেই যান ভ্যান্স। ফলে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মোড়া ছিল এলাকা। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে চলে গুলি। যদিও গুলি চালানোর পর সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করেন ওই যুবক। শুধু তা-ই নয়, অভিযোগ পুলিশকে লক্ষ্য গুলিও চালান তিনি। পালটা জবাব দেয় বাহিনীও। তাতেইআহতহনতিনি। অভিযুক্তকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তবে বর্তমানে তাঁর কী অবস্থা তা স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে, ভ্যান্সকে খুনের ষড়যন্ত্র নিয়েওমুখখোলেননি তদন্তকারীরা। এই ঘটনার পরই হোয়াইট হাউস সংলগ্নএলাকায় 'লকডাউন' ঘোষণা করা হয়েছে।উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই ওয়াশিংটনের একটি হোটেলে হোয়াইট হাউসের বার্ষিক নৈশভোজের অনুষ্ঠান হামলা চালায় এক বন্দুকবাজ ট্রাম্প ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ২ হাজার ৬০০ অতিথি। সাংবাদিক থেকে শুরু করে জনপ্রিয় অভিনেতা প্রত্যেকেই আমন্ত্রিত ছিলেন। নৈশভোজের পর মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল। তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন সবাই। কিন্তু তার আগেই ভিড়ের মধ্যে আচমকা মার্কিন প্রেসিডেন্টকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালান ওই বন্দুকবাজ। যদিও ট্রাম্পের কোনও ক্ষতি হয়নি। তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্তকে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার হোয়াইট হাউসের অদূরে চলল গুলি।

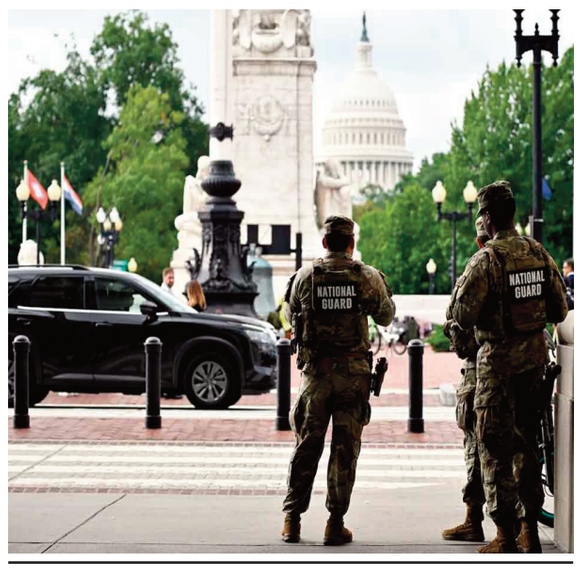

তামিলনাড়ুতে তৃতীয় বিকল্প, সমর্থন চেয়ে বাম-কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনায় বিজয়

তামিলনাড়ুতে অভূতপূর্ব ফল করলেওএককসংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতেনাপারেনি থলপতি বিজয়ের দল টিভিকে। এই পরিস্থিতিতে সূত্রের খবর, সমর্থন চেয়ে ইতিমধ্যেই বাম-কংগ্রেস এবং অন্যান্য ছোট দলগুলির সঙ্গে আলোচনায়বসতে চলেছেন দক্ষিণী সুপারস্টার। জাতীয় রাজনীতিতে সবচেয়ে আলোড়ন ফেলে দেওয়া ফলাফল হয়েছে তামিলনাড়ুতে। একক বৃহত্তম দল হিসাবে উঠে এসেছে টিভিকে। তামিলভূমে ১০৮টি আসন জিতেছে বিজয়ের দল। অল্পের জন্য একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি তারা। কংগ্রেস-ডিএমকে জোটের ঝুলিতে গিয়েছে ৭৩টি আসন। এআইএডিএমকে জোট পেয়েছে ৫২টি আসন। সূত্রের খবর, সমর্থন পেতে বিদুথালাই চিরুথাইগাল কাচি, সিপিএম, সিপিআই, কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগের (আইইউএমএল) মতো

দলগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসতে চলেছেন বিজয়। শীঘ্রই তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে।কংগ্রেস, ভিসিকে, সিপিআই, সিপিএম এবং আইইউএমএল ,সবকটি দলই বর্তমানে ডিএমকে নেতৃত্বাধীন সেকুলার প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স (এসপিএ)-এর অংশ। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, কংগ্রেস জিতেছে৫টিআসন, আইইউএমএল, সিপিআই, সিপিএম এবং ভিসিকে প্রত্যেকেই জিতেছে ২টি করে আসন।২৩৪ আসন বিশিষ্ট তামিলনাড়ুর বিধানসভায় জাদু সংখ্যা১১৮।যদি সিপিএম-কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলগুলি টিভিকের সঙ্গে হাত মেলায় তাহলে দ্রাবিড়ভূমের মসনদে বসতে চলেছেন বিজয়। দক্ষিণী রাজ্যে তাহলে ফের তৈরি হবে অবিজেপি সরকার। এখানে বলে রাখা ভালো, ডিএমকে নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন তামিলনাড়ুর কংগ্রেস নেতারা। ক্ষোভের মূল কারণ , অসম্মান। তামিলনাড়ুতে কংগ্রেস এবং ডিএমকের জোট যতইমসৃণ হোক, রাজ্য রাজনীতিতে কংগ্রেসকে সেভাবে গুরুত্ব দেয় না ডিএমকে। এমনকী, সে রাজ্যে ডিএমকে কংগ্রেস জোট ক্ষমতায় থাকলেও সরকারে কংগ্রেসের কোনও অংশিদারিত্ব নেই। স্থানীয় পুরসভা, বিভিন্ন উন্নয়ন বোর্ডেও কংগ্রেস নেতাদের গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এমন বিবিধ অভিযোগ তুলে ডিএমকের সঙ্গ ছাড়ার বার্তা দিচ্ছিলেন অনেক নেতা। তাই ভোটের আগেই কংগ্রেসের একটা অংশ টিভিকের সঙ্গে জোট করতে চাইছিলেন।কিন্তুকংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা নিশ্চিত ছিলেন না। কিন্তু ফল বেরোনের যে ছবি দেখা যাচ্ছে, তাতে হাত শিবির বিজয়কে সমর্থন করতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

তৃণমূলের পতনে কংগ্রেসের উল্লাস

দলীয় কর্মীদের সতর্ক করে রাহুলের নিশানা অধীরকেই

ছাব্বিশেরবঙ্গভোটে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে গিয়েছে। ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার পতন ঘটিয়ে প্রথমবার রাজ্যের ক্ষমতা দখল করেছে বিজেপি। দু'শোর বেশি আসনেজিতেছেনগেরুয়া শিবিরের প্রার্থীরা। তৃণমূলের প্রাপ্ত আসন মাত্র ৮০। এখন নতুন সরকার গঠনের অপেক্ষা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের এহেন হতাশাজনক ফলাফলের পর বহু কংগ্রেস কর্মীকেই আনন্দিত হতে দেখা গিয়েছে। যদিও রাজ্যে মাত্র দু'টি আসনে তারা জিতেছে এবং নিজের গড় বহরমপুর থেকে জয় ছিনিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পতনে তাঁদের উচ্ছ্বাসের শেষ নেই। এই প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী তিনি দলের কর্মীদেরই সতর্ক করেছেন। মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডল পোস্টে রাহুলের বক্তব্য, 'তৃণমূলের পরাজয়ে কোনও কোনও কংগ্রেস কর্মী উল্লাস করছেন। এখন এসব ছোটখাটো রাজনীতি সরিয়ে রাখুন। এটা কোনও একটা দলের হার নয়। বিজেপি অসম-বাংলায় যা করেছে, তা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া।'তিরিশ বছর পর অধীর চৌধুরীর সামনে বিধানসভায় যাওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু বহরমপুরে নিজের গড় থেকে তিনি ছাব্বিশের ভোটে পরাজিত হয়েছেন। সেখানে জিতেছেন বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্র। এরপর মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন অধীর চৌধুরী। তিনি তৃণমূলের পরাজয় নিয়েই কথা বললেন।ভবানীপুরথেকে পরাজিত হওয়ার পর গণনাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তুলেছিলেন অন্তত ১০০ আসনলুট হয়েছে। এনিয়ে অধীরের খোঁচা, ''উনি এতদিন কত ১০০ আসন লুটেছেন, তার হিসেব আগে দিক। মেনে নিন যে উনি হেরে গিয়েছেন, মানুষ ওঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারপর লুটের কথা বলছেন।দআর এরপরই রাহুলের কড়া পোস্ট। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখলেন, 'তৃণমূলের পরাজয়ে কোনও কোনও কংগ্রেস কর্মী উল্লাস করছেন। তাঁদের স্পষ্ট করে বোঝা দরকার,অসম-বাংলার এই ফলাফল বিজেপিকে গণতন্ত্র ধ্বংসে একধাপ এগিয়ে দিল। এসব ছোটখাটো রাজনীতি দূরে সরিয়ে রাখুন। এটা কোনও একটা নির্দিষ্ট দল বা কারও পরাজয় নয়। এটা গোটা দেশের ব্যাপার।'তবেকি রাহুলের নিশানায় অধীররঞ্জন চৌধুরী?

পাঁচ দশকে প্রথমবার গোটা দেশেই শূন্য

কেরল হারিয়ে অস্তিত্বের সংকটে বামেরা

পাঁচ দশকে প্রথমবার। গোটা দেশে কোনও রাজ্যে রইল না বামপন্থী সরকার। পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বাধীন এলডিএফ সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের শেষ বামদুর্গের পতন ঘটল। গত পাঁচ দশকে এই প্রথমবার গোটা দেশের কোনও রাজ্যে বামেদের কোনও সরকার রইল না। এমনকী কোনও রাজ্যে সরকারের জোট শরিক হিসাবেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকল না সিপিএমের। সালটা ১৯৫৭।প্রথমবার কেরলে প্রতিষ্ঠিত বাম সরকার। গোটা বিশ্বে সেটাই ছিল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত প্রথম বাম সরকার। তারপর প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর কেরলে সরকার বদলের রীতি শুরু হয়। ব্যতিক্রম ছিল, তবে মোটের উপর এই ছিল কেরলের রীতি। এরপর ১৯৭৭-এবঙ্গ সিপিএমের বিজয়রথ শুরু। এরপর ১৯৯৩ সালে ত্রিপুরা দখল। তারপর থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত সবসময় কোনও না কোনও রাজ্যে সিপিএমের নির্বাচিত সরকার ছিল।এর মধ্যে একটা সময় বাংলা-ত্রিপুরা-কেরল তিন রাজ্যেই একসঙ্গে সরকার থেকেছে। ২০১১ সালে বাংলার সরকারের পতনের পরও ত্রিপুরা ও কেরলে বাম সরকার চলেছে। ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় সরকারের পতনের পরও কেরলে বামদুর্গ রক্ষা করেছিলেন পিনারাই বিজয়ন। এবার সেই শেষ দুর্গেরও পতন ঘটল। কেরলেও কার্যত নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে বাম। তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল, সে রাজ্যে নিজেদের অবশিষ্ট আসন ধরে রাখা। এবং কোনওভাবেই প্রধান বিরোধীর আসন বিজেপির হাতে তুলে না দেওয়া। উল্লেখ্য, কেরলে শেষ ১০ বছর ক্ষমতায় ছিল বামেরা। এবার সেটা বদলে একপেশেভাবে জয় পেয়েছে কংগ্রেস। চূড়ান্ত ফলাফল বলছে, সে রাজ্যে কংগ্রেস জোট প্রায় ৯০-এর কাছাকাছি আসন পাচ্ছে। আর বাম জোট পাচ্ছে গোটা চল্লিশেক আসন।

উদ্বেগের বিষয় হল বিজেপি কেরলে প্রায় ১১শতাংশভোটপেয়েছে। একাধিক আসনে খাতাও খুলেছে তাঁরা। এই ভোটটা বিজেপির খাতায় যাচ্ছে ওই বামদের ভোটব্যাঙ্ক ভেঙেই। ঠিক যেমনটা হয়েছিল বাংলায়।

আমিরশাহীতে ইরানের ড্রোন হামলায় আহত ৩ ভারতীয়

নিন্দায় সরব মোদি

সংঘর্ষ বিরতি বিশ বাঁও জলে। সোমবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর তেল ভান্ডার লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালাল ইরান। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন তিন ভারতীয় নাগরিক। বেসামরিক সাধারণ মানুষের উপর এই হামলার তীব্র নিন্দা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার সোশাল মিডিয়ায় মোদি লিখেছেন, তসংযুক্ত আরব আমিরশাহীর উপর হামলার তীব্র নিন্দা জানাই, যে হামলায় তিনজন ভারতীয় নাগরিক আহত হয়েছেন। বেসামরিক নাগরিক ও অবকাঠামোর উপর হামলা গ্রহণযোগ্য নয়।দ আরও লিখেছেন, তসংবেদনশীলতা ও সংহতির সঙ্গে ভারত সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর পাশে আছে। আলোচনা ও কূটনীতির মাধ্যমে সকল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে ভারতের সম্পূর্ণ সমর্থন থাকবে।দ বিশ্বের জ্বালানির ধমনী হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মোদি। লিখেছেন, তদীর্ঘস্থায়ী আঞ্চলিক শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং বৈশ্বিক জ্বালানির নিরাপত্তার জন্য হরমুজ প্রণালীতে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন নৌচলাচল নিশ্চিত করতে হবে।দআমিরশাহীর প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দাবি, ১৫টি ক্ষেপণাস্ত্র এবং ৪টি ড্রোন নিয়ে হামলা চালায় ইরান। রাজধানী ফুজাইরাহর প্রধান তেল ভান্ডার লক্ষ্য করে শানানো হয় আক্রমণ।

তবে ঘটনায় তেল ভান্ডারের কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। যদিও এই হামলায় আহত হয়েছে তিন ভারতীয় নাগরিক। ফুজাইরাহ তেল ভান্ডারে হামলার ঘটনা প্রথম নয়। এর আগে গত ১৪ মার্চ এখানে হামলা চালায় তেহরান। যার জেরে আগুন লেগে যায় ফুজাইরাহ বন্দরে। ফলে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে বন্দর। সেই ঘটনার পর ফের ফুজাইরাহ তেল ভান্ডার লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালাল তেহরান।ইরানের এই হামলার কড়া নিন্দা জানিয়েছে ভারত। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল তাঁর এক্স হ্যান্ডলে একটি বিবৃতি প্রকাশ করছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'ফুজাইরাহতে হামলায় তিন ভারতীয় আহত হয়েছেন। এটি নিন্দনীয়। জনবসতি এবং নিরীহ নাগরিকদের উপর আক্রমণ অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত।' আলোচনা এবং কূটনীতির মাধ্যমেই তিনি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন। তবে তেহরান হামলার বিষয়টি সরাসরি খারিজ করেনি। মঙ্গলবার সকালে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'আমেরিকা কিংবা আমিরশাহীর পুনরায় কোনও চোরাবালিতে জড়িয়ে পড়া নিয়ে সতর্ক থাকা উচিত।

মাঠে ময়দানে

নয়া জামানা

অরূপ বিশ্বাস হারতেই মেসি কাণ্ডের গোপন কেচ্ছা ফাঁসের হুমকি শতদ্রুর

রাজ্যে পালাবদলের পরই অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন শতদ্রু দত্ত। ফুটবল কিংবদন্তি লিওনেল মেসিকে কলকাতা-সহ ভারতের একাধিক শহরে আনার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন শতদ্রু। কিন্তু ২০২৫-র ডিসেম্বরে যুবভারতীতে মেসিকে দেখা নিয়ে যে বিশৃঙ্খলা হয়, তার জেরে জেল খেটেছেন কোননগরের ব্যবসায়ী। যার জন্য আঙুল তোলা হয়, তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের দিকে। এবার তৃণমূল প্রার্থী অরূপ টালিগঞ্জ বিধানসভায় হারতেই সোশাল মিডিয়ায় মুখ খোলা শুরু করলেন শতদ্রু। ফেসবুকে একের পর এক স্টোরি আপলোড করেছেন তিনি। যার কোনওটায় বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া অধিকারীর কাছে অরূপের হারের ছবি। সঙ্গে লিখেছেন, 'তোমার খেলা শেষ। এবার আমার খেলা শুরু।' কী 'খেলা' হতে পারে, তারও ইঙ্গিত দিয়ে রেখে ছেন শতদ্রু। একটি স্টোরিতে তিনি জানিয়েছেন, অবিলম্বে সাংবাদিক সম্মেলন করবেন। যেখানে সবকিছু 'ফাঁস' করবেন। একটি স্টোরিতে কারও নাম না করে লিখেছেন, তাঁর দলের থেকে জোর করে মাঠে ঢোকার অনুমতিপত্র নেওয়া হয়েছে। অস্বীকার করলে তাঁদের ঘরে বন্দি করে দেওয়া হয়। তাঁকে 'ব্ল্যাকমেল' করা হয়েছে বলেও অভিযোগ শতদ্রুর। যাঁরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাঁদের ফল ভুগতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শতদ্রু।একটি স্টোরিতে ক্ষোভ উগরে লিখেছেন, তাঁর তিন বছরের পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে। মেসিকে ভালোভাবে দেখার আশা ভক্তদের পূরণ হয়নি। তাঁকে 'বলির পাঁঠা' বানানোয় ৩৮ দিন জেলে থাকতে হয়েছে। এবার শতদ্রু জানিয়ে দিয়েছেন, ৫০ কোটির ক্ষয়ক্ষতি ও ব্যক্তিগত অপমানের জেরে ৫০ কোটির মানহানির মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

হাতে নায়কের ট্যাটু

রাজ্যে পালাবদল হতেই 'বড় ভাই'কে শুভেচ্ছায় ভাসালেন নাইট তারকা

তামিলভূমে ঝড় তুলেছেন থলপতি বিজয়। প্রথমবার নির্বাচনী ময়দানে নেমেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের দিকে এগিয়ে সরকার গড়ার পথে সুপারস্টার। তাঁর দল টিভিকেশেষপর্যন্ত জিতেছে ১০৭টি আসন। আর তামিলনাড়ুতে পালাবদলের পরই উচ্ছ্বসিত নাইট রাইডার্স তারকা বরুণ চক্রবর্তী। সোশাল মিডিয়ায় বিজয়ের সঙ্গে ছবি ও ক্যাপশনে বার্তা দিয়ে রাখ লেন নাইটদের 'রহস্য স্পিনার'। বরুণ যেবিজয়ের 'ভক্ত' সেটা নতুন করেবলারনয়।এর আগে থলপতির সঙ্গে দেখাও করেছেন নাইটদের তামিল স্পিনার। টিভিকে'র জয়ের পর বরুণ ভালোবাসা জানাতে ভুললেননা। ২০২০ সালে বিজয়ের সঙ্গে দেখা করে ছবি তুলেছিলেন বরুণ।এবারসেইছবিটাই ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে দিয়ে তিনি শুধু লিখে ছেন, 'আন্না'। তামিল এই শব্দের বাংলা অর্থ 'বড় ভাই।' মাত্র একটি শব্দ হলেও বিজয়ের প্রতি ভালোবাসা বোঝাতে তা যথেষ্ট।বরুণ যে বিজয়ের কত বড় ভক্ত,সেটা বোঝানোর জন্য অনেকে একটি 'ট্যাটু' খুঁজে বের করেছেন। ভারতীয় স্পিনারের বাঁহাতে একটি বিশেষ ট্যাটু আছে। যা দেখে অনেকের ধারণা, সেটা থলপতির সিনেমার পোস্টার থেকে অনুপ্রাণিত।এমনকী বরুণ যে ছবিটি দিয়েছেন, তা বিজয়ের 'মাস্টার' সিনেমার একটি বিশেষ দৃশ্যকে অনুকরণ করেই।উল্লেখ্য, জাতীয় রাজনীতিতে সবচেয়ে আলোড়ন ফেলে দেওয়া ফলাফল হয়েছে তামিলনাড়ুতে। একক বৃহত্তম দল হিসাবে উঠে এসেছে প্রথমবার ভোটের ময়দানে নামা টিভিকে। তামিলভূমে১০৭টি আসন জিতেছে থলপতি বিজয়ের দল। অল্পের জন্য একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি তারা। কংগ্রেস-ডিএমকে জোটের ঝুলিতে গিয়েছে ৭৪টি আসন। এআইএডিএমকে জোট পেয়েছে ৫২টি আসন। ইতিমধ্যেই টিভিকের সঙ্গে জোট করার আগ্রহ দেখি য়েছে কংগ্রেস। আগামী দিনে তামিল রাজনীতিতে মূল চরিত্র হয়ে উঠতে চলেছেন দক্ষিণী সুপারস্টার।

সতীর্থ রবিনহোর ছেলেকে সপাটে চড় নেইমারের

ব্রাজিল তারকার বিরুদ্ধে শুরু তদন্ত

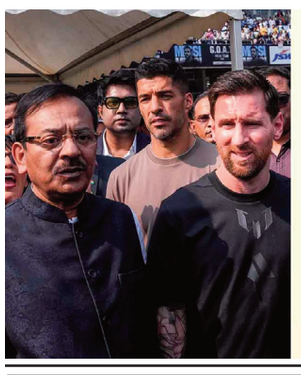

ফের বিতর্কে নেইমার (ঞ্জব্রাদ্বথ জ্ঝন)। এবার স্যান্টোস ক্লাবের সতীর্থকে মারধরের অভিযোগ ব্রাজিলের মহাতারকার বিরুদ্ধে। কে এই সতীর্থ? তাঁর নাম রবিনহো জুনিয়র। যিনি ব্রাজিলের প্রাক্তন স্ট্রাইকার রবিনহোর ছেলে। নেইমারের ফিটনেস নিয়ে এমনিতেই দুশ্চিন্তা রয়েছে। বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পাওয়া নিয়েও প্রশ্নচিহ্ন আছে। এবার ১৬ বছর ছোট সতীর্থকে মারধর করে বিতর্কে নেইমার। কীভাবে ঝামেলার সূত্রপাত? জানা গিয়েছে, নেইমারকে ড্রিবল করে বেরিয়ে যান রবিনহো জুনিয়র। ব্যাপারটা একেবারেই ভালোভাবে নেননি নেইমার। রাগের মাথায় সতীর্থকে টেনে ফেলে দেন। রবিনহো জুনিয়র প্রতিবাদ করতেই গালিগালাজ করা শুরু করেন নেইমার। অভিযোগ, ১৮ বছর বয়সি ফুটবলারকে তিনি লাথি ও সপাটে চড় মারেন। সতীর্থরা এসে তাঁদের আলাদা করে দেন। গোটা ঘটনায় রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যাঞ্চেস্টার সিটির প্রাক্তন স্ট্রাইকারের ছেলে খুব ভেঙে পড়েছেন বলে জানা গিয়েছে।বিষয়টা একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি স্যান্টোস। তারা জানিয়েছে, ইতিমধ্যে ক্লাবের তরফ থেকে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রবিনহো জুনিয়র জানিয়েছেন, ক্লাবে ন্যূনতম নিরাপত্তা নেই। তাই তিনি চুক্তি বাতিলের পথে হাঁটতে পারেন। সূত্রের খবর, ঘটনার পর রবিনহোর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন নেইমার। তিনি দুঃখ প্রকাশও করেন। আসলে রবিনহো জুনিয়র নিজেও নেইমারের ভক্ত। ইনস্টাগ্রামে মাঠে একসঙ্গে কাটানো বহু ছবি আপলোড করেছেন।রবিনহোর সঙ্গে জাতীয় দলে খেলেছেন নেইমার। ব্রাজিলের জার্সিতে রবিনহোর ১০০ ম্যাচে ২৮টি গোল আছে। নেইমারের মতো তাঁর কেরিয়ারও শুরু হয়েছিল স্যান্টোসে। তবে যৌনহেনস্তার মামলার জন্য কেরিয়ারের শেষ পথে স্যান্টোসে ফিরেও আর খেলা হয়নি। অন্যদিকে তাঁর ছেলে গতবার স্যান্টোসের সিনিয়র দলে যোগ দেন।

ফাইনালে উঠলেও ঘরের মাঠে খেলা হবে না কোহলিদের

আইপিএলের (জ্জঞ্চজ্র ২০২৬) ফাইনাল কোথায় হবে? গতবারের চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ফলে বিরাট কোহলিদের ঘরের মাঠ চিন্নাস্বামীতেই ফাইনাল হওয়ার কথা। প্লেঅফের ম্যাচ বেঙ্গালুরু ও গতবারের রানার্স পাঞ্জাবের মধ্যে ভাগাভাগি হতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত চিন্নাস্বামীতে ফাইনাল নাও হতে পারে। গতবার পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যুর জন্য নয়। বরং কর্নাটকের কংগ্রেস বিধায়কদের লোভ ও 'দাদাগিরি'র জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে বিসিসিআই।ঘটনার সূত্রপাত এবারের আইপিএল শুরুর সময়। প্রথম ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মুখোমুখি হয় আরসিবি। ম্যাচের আগে কংগ্রেস বিধায়ক বিজয়ানন্দ কাশাপ্পানাভার দাবি করে বসেন, সব বিধায়কের পাঁচটি করে ভিআইপি টিকিট দিতেই হবে। যেহেতু তাঁরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, তাই লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট নেবেন না। কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থা তাতে আপত্তি জানানোয় 'শিক্ষা' দেওয়ার কথাও বলেছিলেন বিধায়করা। কারণ তাঁদের অনুগ্রহেই স্টেডিয়ামের সমস্ত পরিষেবা চলছে।এতে কর্নাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার আবার জানান, পাঁচটা নয়, বিধায়করা তিনটে করে টিকিট পাবেন। আর এতে শুধু বিধায়ক ও তাঁর পরিবারের লোকেরাই ম্যাচ দেখতে পারবেন। অন্য কাউকে দেওয়া যাবে না। সে যাই হোক না, বিধায়কদের এই দাবিতে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট বোর্ড। কর্নাটকে বিধায়ক সংখ্যা ২২৪। তিনটি করে টিকিট দিলে প্রায় আটশো টিকিট। অর্থাৎ ভিআইপি স্টান্ড জুড়ে শুধুই কংগ্রেসের বিধায়করা থাকবেন। এক সূত্র জানিয়েছে, ত্গতবারের চ্যাম্পিয়নরাই ফাইনাল পায়। কিন্তু এই বিধায়কদের টিকিটের ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। যদি এর সমাধান না হয়, তাহলে বিসিসিআই অন্য কোনও জায়গায় ফাইনাল সরিয়ে নেবে।দ সেক্ষেত্রে রানার্স আপ পাঞ্জাব কিংসের মাঠে ফাইনাল হতে পারে। অর্থাৎ ফাইনালে উঠলেও ঘরের মাঠে নাও খেলা হতে পারে কোহলিদের।

১৮ বছরের সম্পর্ক শেষ

আরসিবি পরিবারের সদস্যের অবসরে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন কোহলি

১৮ বছরের সম্পর্ক শেষ। আরসিবি'র অন্যতম সিনিয়র সদস্য ছিলেন তিনি।২০০৮ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত বেঙ্গালুরুর সাফল্য-ব্যর্থতার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। অবশেষে আরসিবি'তে সফর শেষ হল দলের প্রধান ফিজিও ইভান স্পিচলি। তাঁর বিদায়েভাষণদিতে গিয়ে রীতিমতো আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন বিরাট কোহলি। গতবছরই সরে যান স্পিচলি। এবার আইপিএলের মাঝেই বিশেষ বিদায়ী অনুষ্ঠানে ভারতেএসেছেন তিনি। প্লেয়ারদের সঙ্গে খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল। বক্তৃতায় কোহলি সেই কথাই মনে করিয়ে দেন। তিনি বলেন, ত্আরসিবি'তে সম্ভবত সবচেয়ে বেশিআপনারসঙ্গেসময় কাটিয়েছি। আপনি সেই পুরনো মুখগুলোর মধ্যে অন্যতম। পরিশ্রম ও পেশাদারিত্ব তো আছেই। যেটা সবসময় আমার সঙ্গে থেকে যাবে, সেটা হল আপনার যত্ন ও সততা। আপনি সবসময় আমাদের পরিবারের সদস্য থাকবেন।দপ্রায় দুই দশক ব্যাপী কেরিয়ারে বিভিন্ন প্রজন্মের প্লেয়ারের সঙ্গে কাজ করেছেন। চিন্নাস্বামীতে বিদায়ী অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে একটি ঘড়ি উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয়। অভিভূত স্পিচলি বলেন, ত্গতকাল যখন হোটেলে ঢুকলাম, মনে হচ্ছিল যেন ঘরে ফিরে এসেছি। আমাদের মধ্যে অনেকেই এখানে দীর্ঘ সময় ধরে আছি। আরসিবিকে সবসময়ই পরিবারের মতো মনে হয়েছে। বিশ্ব ক্রিকেটের সবাই এখানে অন্তত একটি মরশুম কাটাতে চাইবে। আমি ভাগ্যবান যে ১৮টি মরশুম কাটাতে পেরেছি।

অস্কার বিদায়ের আবহেই মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে মরণবাঁচন ম্যাচ

মিগুয়েল ফেরায় স্বস্তিতে ইস্টবেঙ্গল

ওড়িশা ম্যাচ জয় এখন অতীত। মঙ্গলবার মুম্বই ফুটবল এরিনাতে মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল লিগ টেবিলের যা অবস্থা তাতে চ্যাম্পিয়নশিপে থাকতে হলে আগামী চারটে ম্যাচই ইস্টবেঙ্গলকে জিততে হবে। গত ম্যাচে আনোয়ার আলি, মহম্মদ রশিদকে প্রথম একাদশে রাখেননি অস্কার ব্রুজো। অপেক্ষাকৃত দুর্বল ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে পরবর্তী কঠিন ম্যাচগুলোর কথা ভেবেই অতিরিক্ত ঝুঁকি নেননি তিনি। মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে এই দুই ফুটবলারই আপাতত সুস্থ। স্বাভাবিকভাবে কিছুটা স্বস্তিতে মিগুয়েলের দুই ম্যাচের নির্বাসন কিছুটা হলেও চাপে ফেলে দিয়েছিল লাল-হলুদ শিবিরকে। এমন পরিস্থিতিতে এক ম্যাচ নির্বাসন উঠে যাওয়ায় মাঝমাঠের শক্তি বাড়ল ইস্টবেঙ্গলের। সেক্ষেত্রে মিগুয়েল, সল ক্রেসপোর পাশে দুই উইংয়ে খেলতে পারেন বিপিন সিং ও পিভি বিষ্ণু।

এদের ঠিক সামনে এডমুন্ড। আর তার সামনে এডমুন্ড ও নন্দকুমার, একেবারে সামনে অ্যান্টন সোজবার্গ থাকতে পারেন। গত ম্যাচের মতোই পরিবর্ত হিসাবে আসতে পারেন ইউসেফ

লাল-হলুদ কোচ। তবে মুম্বইয়ের গতিসম্পন্ন উইংয়ের ফুটবলার লাললিয়ানজুয়ালা ছাংতে, বিক্রমপ্রতাপ সিং ও নওফালরা চিন্তায় রাখছেন অস্কারকে। আনোয়ার যদি মঙ্গলবার প্রথম একাদশে ফেরেন তাহলে তিন ব্যাকে দল সাজাতে পারেন অস্কার। সেক্ষেত্রে আনোয়ার, কেভিন সিবিলে ও জিকসনকে দেখা যেতে পারেন লাল-হলুদ রক্ষণে।মিগুয়েল ফিগুয়েরার নির্বাসন উঠে যাওয়ায় মুম্বই ম্যাচে তিনি ফিরতে চলেছেন। এজেজারি। সোমবার মুম্বই ম্যাচ খেলতে উড়ে গিয়েছেন সল ক্রেসপোরা। তবে মুম্বই ম্যাচের আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে অস্কারের আগামী মরশুমে দল ছাড়ার ঘোষণার প্রভাব কী পড়বে মঙ্গলবারের ম্যাচে তা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। যদিও তিনি নিজে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কেন এমন সময়ে এই ঘোষণা।

এই সব কিছুকে সরিয়ে আপাতত চারটি ম্যাচে জয়ের লক্ষ্যে ক্রেসপোদের মাঠে নামার নির্দেশ দিচ্ছেন লাল-হলুদ কোচ।

ব্রাজিলের বিশ্বকাপ অভিযানের আগে অকপট ১৯ বছরের তারকা

হতে পারতেন রিয়াল মাদ্রিদের সুপারস্টার। কিন্তু স্পেন থেকে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ফ্রান্সের লিগে। তবে বিশ্বকাপে ব্রাজিলের অন্যতম আশাভরসা ১৯ বছরের এনড্রিক। ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু ভাবছেন না তিনি। এনড্রিকের জীবনের বাণী হল, 'ঈশ্বর আমার বউকে যা বলবেন, তাই করব।'১৭ বছরেই গ্যাব্রিয়েলি মিরান্ডার সঙ্গে বিয়ে সেরে ফেলেন ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার। তাঁদের বিয়ে নিয়ে অবশ্য জটিলতা আছে। সে কথায় পড়ে আসা যাবে। তবে ২৩ বছর বয়সি স্ত্রী মিরান্ডাই এখন এনড্রিকের জীবনের ভালোমন্দ নির্ধারণ করছেন। এই বয়সেই জীবনে যা উত্থানপতন দেখেছেন, তাতে সুন্দরী স্ত্রীর উপর ভরসা করাই ভালো বলে মনে করছেন তিনি।ব্রাজিলের পালমেইরাসে কেরিয়ার শুরু হয়েছিল এনড্রিকের। গতি, ক্ষিপ্রতা ও গোলের খিদের জন্য ছোটখাটো চেহারা সত্ত্বেও নাম অর্জনে দেরি হয়নি। তাঁর স্কিলের খবর জানতে পারে ইউরোপের অন্যতম সেরা রিয়াল মাদ্রিদ। ২০২৪ সালে ৫১ মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়ে ব্রাজিল থেকে চলে আসে স্পেনে।অভিষেক ম্যাচে গোলও পান। মূলত বদলি হিসেবে এলেও নিজের ছাপ রাখ ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন যেতেই চোটের কবলে পড়েন। এদিকে নতুন মরশুমে এসে উপস্থিত হন কিলিয়ান এমবাপে। সুযোগ পাওয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। মোট ১৮ মাসের রিয়াল কেরিয়ারে মাত্র ৪০টি ম্যাচ খেলেছেন। তৎকালীন কোচ জাবি আলোন্সোর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়।চলতি বছরের শুরুতে তাঁকে লোনে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ফ্রান্সের ক্লাব লিওঁতে। সেখানে নিয়মিত খেলছেন। ইতিমধ্যে ৮টি গোল হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে ৭টি অ্যাসিস্ট। ব্রাজিল দলেও জায়গা পেয়েছেন। তাহলে কি রিয়ালে আর ফিরবেন? এনড্রিকের ভবিষ্যৎ কোথায়? তিনি সোজা আঙুল দেখিয়ে দিচ্ছেন বউ মিরান্ডার দিকে।এনড্রিক বলছেন, ক্ষ্মআমি এখানেই থাকি বা রিয়াল মাদ্রিদে ফিরি কিংবা অন্য কোথাও যাই। আমি তাই করব যা ঈশ্বর আমাকে বলবেন।ক্ষ্ম তারপরই সংযোজন, ক্ষ্মঈশ্বর আমার স্ত্রীকে যা বলবেন, তাই করব। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে লিওঁতে আনার জন্য। বাকিটা ঈশ্বর আমার বউয়ের মাথায় যে বার্তা দেবেন, সেটাই হবে।ক্ষ্মএনড্রিকের আপাতত লক্ষ্য বিশ্বকাপ। তিনি বলছেন, ক্ষ্মআমি এখন খুব খুশি। পুরো লিওঁকে ধন্যবাদ জানাই। ঈশ্বর সঙ্গে থাকলে আমি বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পাব।ক্ষ্ম এর মধ্যে আরও একটা সুখবর আছে এনড্রিক ও মিরান্ডার জীবনে। বিয়ের দেড় বছরের মধ্যেই প্রথম সন্তান আসতে চলেছে তাঁদের জীবনে।মিরান্ডা পেশায় মডেল ও সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার। ইনস্টাগ্রামে তাঁর ফলোয়ার সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ। স্বল্পবসনা ছবিতে যেমন নিয়মিত উষ্ণতা ছড়ান, তেমনই এনড্রিকের সঙ্গে মাখো মাখো ছবিও দেন। সব মিলিয়ে নেট দুনিয়ায় যথেষ্ট পরিচিত মুখ মিরান্ডা।এবার আসা যাক এনড্রিকে ও মিরান্ডার প্রেম কাহিনিতে। দুনিয়াতে এরকম সম্পর্ক আছে কি না সন্দেহ। বিয়ের আগে স্ত্রীর সঙ্গে অদ্ভুত চুক্তি করেছেন ব্রাজিল ফুটবলার। যেখানে একাধিক শর্তের মধ্যে যেখানে আছে দিনে কতবার 'ভালোবাসি' বলতে হবে, তারও নির্দেশ।এখানেই শেষ নয়। চুক্তিতে কিছু বিষয়ে নিষেধ আছে, তেমনই দুজনকে কিছু নিয়ম মানতেই হবে। একে-অপরকে কোন কোন কথা শোনানো যাবে না, সেটাও আছে চুক্তিতে। তাছাড়া নিজেদের কিছু স্বভাব বদলাতে হবে কিংবা নেশা করা যাবে না, এসবও আছে চুক্তিতে।এমনকী দিনে কতবার 'ভালোবাসি' বলবে, তাও মেনে চলতে হবে চুক্তি অনুযায়ী। দিনে যখনই দুজনের দেখা হোক, 'আই লাভ ইউ' বলতেই হবে পরস্পরকে। আরও আছে।

যেমন অনলাইন গেমে কোনও প্রেমিকা রাখতে পারবে না। কিংবা অন্য কোনও মহিলার ইনস্টাগ্রামে কমেন্ট করতে পারবে না।সেগুলো দায়িত্বের সঙ্গে পালন করেন এনড্রিক। তবে মিরান্ডার জন্য কী শর্ত আছে, তা জানা যায়নি। এর আগে ব্রাজিলীয় ফুটবলারের প্রেম ও জীবনযাপন নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন ছোটবেলার কোচ।

আইপিএলে আদৌ আর নামবেন তো ধোনি

সংশয় বাড়ছে সিএসকের অন্দরেই

আইপিএল শুরু হয়ে তার মধ্যভাগে পৌঁছেগেল।কিন্তু মহেন্দ্র সিং ধোনি এখনও মাঠে নামলেন না। শুধু তাই নয়। মঙ্গলবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ম্যাচ চেন্নাইয়ের। দেশের রাজধানীতে। সেই ম্যাচের জন্য ধোনি দলের সঙ্গে ট্র্যাভেলই করেননি।আজ আইপিএলের (IPL ২০২৬) দশম ম্যাচটা খেলতে নামছে চেন্নাই। যার পর গ্রুপ পর্বের আর চারটে ম্যাচ মাত্র বাকি থাকবে। গ্রুপ টেবলে এ মুহূর্তে ছ'নম্বরে রয়েছে সিএসকে। যা অবস্থা, তাতে আইপিএলের বিখ্যাত হলুদ জার্সির প্লে অফ খেলা প্রবল কঠিন। যার পর প্রশ্ন উঠে গেল, আদৌ কি আর চলতি আইপিএলে নামবেন ধোনি? বিগত কয়েক বছর ধরে যে জল্পনাটা ক্রমশ বাড়ছে, সেটা কি এবার সত্যি হবে? আইপিএল থেকে অবসর নিয়ে নেবেন তিনি?সিএসকে টিম ম্যানেজমেন্ট ধোনি নিয়ে কিছু বলতেও পারছে না। এ দিন প্রাক্ ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলন করতে এসেছিলেন চেন্নাইয়ের বোলিং কোচ এরিক সিমন্স। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ধোনি কবে ফিরবেন, তা নিয়ে। জবাবে সিমন্স বলেন, ত্আমি এর উত্তরদিতে পারব না। উপরমহলের অত খবর আমি জানিও না। এটুকু জানি, এমএস দিল্লিতে আসেনি। ওর চোটের ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে।খেলারমতোঅবস্থায় ফিরলে, খেলবে। তবে কবে খেলবে, সেটা একমাত্র এমএসই জানে।দ আইপিএল শুরুর আগে প্রস্তুতি শিবিরে কাফ মাসলে চোট পেয়েছিলেনধোনি। তারপর থেকে মাঠে নামতে পারেননি। কিন্তু ধীরে ধীরে অনুশীলন সেশনে ধোনিকে রেঞ্জ হিটিং-সহ হালকা ফিটনেস ড্রিলের উপর মনোযোগ দিতে দেখা যায়। মরশুমের মাঝপথে ধোনি প্রায় ফিট হয়ে উঠেছিলেন। তবে অনুশীলনের সময় আবারও কাফ মাসলে চোট পান।

২৬ এপ্রিল গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে ম্যাচের পর চেন্নাই সুপার কিংসের প্রধান কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং ধোনির চোট নিয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি জানান, মাহির পায়ের পেশির সমস্যা এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেনি। তাই তাঁকে নিয়ে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চায় না সিএসকে। সব মিলিয়ে সন্দেহ ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে, চেন্নাই জার্সিতে আদৌ দেখা যাবে তো মাহিকে?

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।